নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক

নগীব মাহফুজ-এর

চোর ও সারমেয় সমাচার

আলী আহমদ

অনূদিত

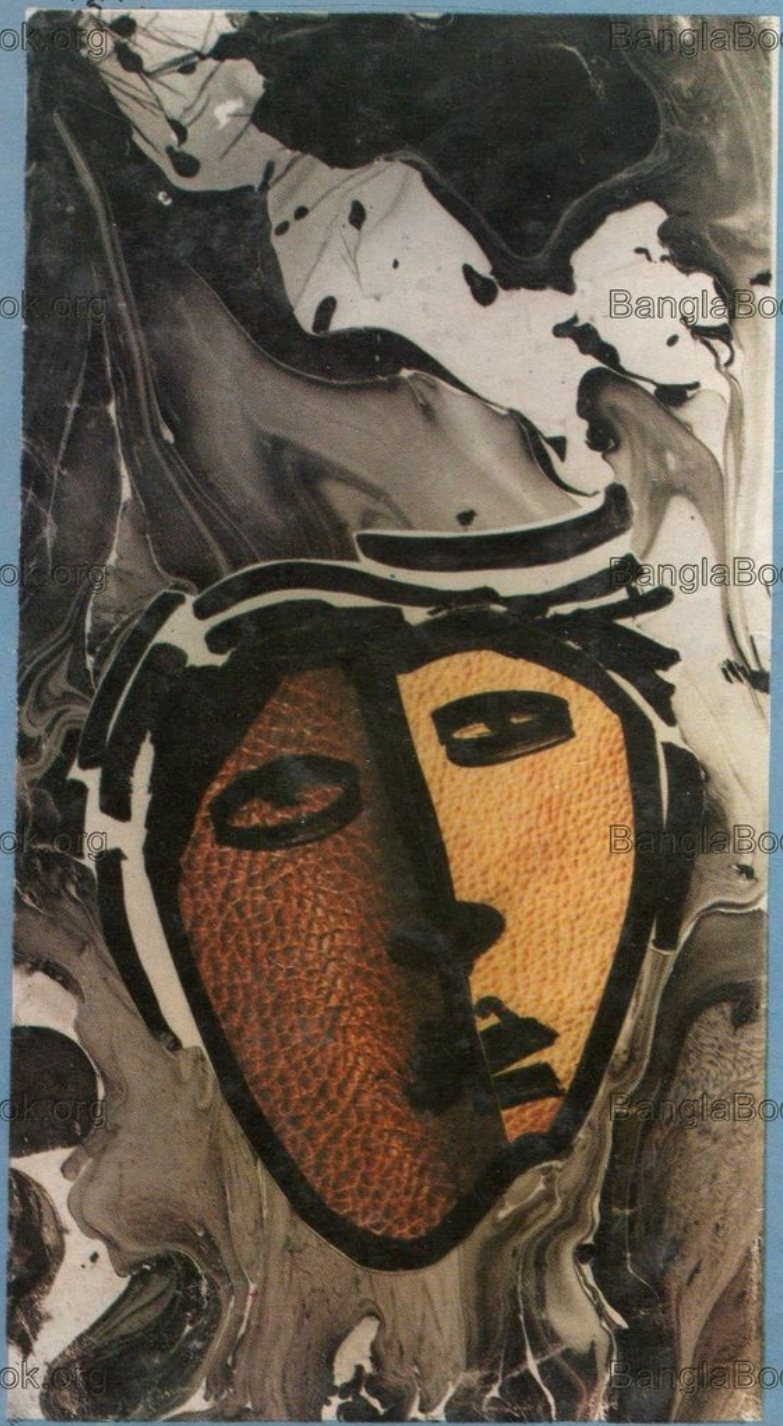

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোর ও সারমেয় সমাচার

মূল ঃ নগীব মাহফুজ

অনুবাদ ঃ আলী আহমদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

শিল্পতরু প্রকাশনী

www.BanglaBook.org

নোবেল বিজয়ী মিশরী ঔপন্যাসিক

নগীব মাহফুজ—এর

বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস

ইল লিস ওয়া আলকিলাব

(The Thief And The Dogs)

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

(স্ব) লেখক
প্রচ্ছদ মোমিনউদ্দীন খালেদ
প্রকাশকঃ শিল্পতরু প্রকাশনী
২৯০ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা ১২০৫
কম্পিউটার কম্পোজ বাংলাদেশ কম্পিউটার এইডেড সার্ভিসেস
মুদ্রণ শিল্পতরু
২৯০ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫
প্রকাশকাল ফাল্গুন ১৩৯৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১
মূল্য ষাট টাকা মাত্র
Price
U.S. Dollar 5 only

www.BanglaBook.org

এক

আবার সে স্বাধীনতার প্রাণদায়ী বাতাস বুক ভরে গ্রহণ করলো। কিন্তু অসহ্য ভ্যাপসা গরম আর ধুলিমলিন বাতাসে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিলো এবং পুরোনো নীল রঙের একটি স্যুট ও একজোড়া জুতো ছাড়া তার জন্য আর কেউই বাইরে অপেক্ষা করছিলো না।

ভিতরের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশাসহ জেলের দরোজা যতোই তার থেকে পিছু হটে যেতে থাকলো, ততোই রোদে তেতে-ওঠা রাস্তা, ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ আওয়াজ তুলে চলে-যাওয়া গাড়ি এবং স্থির কিংবা চলমান মানুষের দঙ্গল নিয়ে পৃথিবী তার দিকে ফিরে আসতে লাগলো।

কারো মুখে একটু হাসি নেই, কিংবা কাউকে দেখে সুখী মনে হচ্ছিলো না। কিন্তু এই লোকদের মধ্যে তার চেয়ে কে বেশি দুর্ভোগ সহ্য করেছে? বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে তার জীবনের চার চারটি বছর নিঃশেষে ঝরে গেছে। এবার সময় ঘনিয়ে আসছে মোকাবেলার, যখন তার ক্রোধ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আগুন জ্বালাবে, যখন বিশ্বাসঘাতকেরা আমরণ যন্ত্রণায় ছটফট করবে, এক কথায় বিশ্বাসঘাতকতা চরম মূল্যে তার দেনা শোধ করবে এবার।

নবাইয়া! ইলীষা! তোমাদের দুটো নাম আমার মনে একাকার হয়ে যায়। বছর-বছর ধরে এই দিনটির কথা তোমরা নিশ্চয়ই ভেবে থাকবে, কিন্তু এর মধ্যে একবার কল্পনাও করিনি যে, জেলের দরোজা সত্যি-সত্যিই একদিন খুলবে। এখন তোমরা পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে, কিন্তু ফাঁদে পা আমি দেবো না। যথাযোগ্য মুহূর্তে নিষ্ঠুর নিয়তির মতো আঘাত হানবো আমি।

আর সানা? সানার কি হয়েছে?

ওর কথা মনে পড়তেই গরম ও ধুলা, ঘৃণা ও ব্যথা, সব দূর হয়ে গিয়ে এক বৃষ্টিধোয়া স্বচ্ছ আকাশের মতো অন্তর্লোক ভালোবাসায় জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

জানি না ছোট্টো খুকিটি তার বাপ সম্পর্কে কতখানিই বা জানে। হয়তো কিছুই না। এই রাস্তা, জনস্রোত কিংবা রৌদ্রগলিত বাতাসের চেয়ে সে একটুও বেশি জানে না।

স্বপ্নে একটি আদল যেমন একটু-একটু করে আকার-আকৃতি পায় তেমনি সুদীর্ঘ চার বছর ধরে সে ধীরে ধীরে তার মনে ও নিজের জগতে আস্তে আস্তে করে বড়ো হয়ে উঠেছে। এবার কি অদৃষ্ট তাকে থাকার মতো সুন্দর একটি জায়গা দেবে যেখানে এরূপ ভালোবাসা সমান ভাগাভাগি করে নেয়া যায়, যেখানে সে আবার পাওয়ার আনন্দ পেতে পারে, নবাইয়া ইলীষ তাকে যা করেছে তা যেখানে কষ্টদায়ক হলেও প্রায়-ভুলে-যাওয়া স্মৃতিমাত্র হয়ে থাকবে?

তোমার যত চালাকি, যত শঠতা আছে তা সব একত্র করে কারাপ্রাচীরের ভিতরে যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অদ্ভুত সহ্য ক্ষমতা তুমি দেখিয়েছো সেই রকম ক্ষমতা দিয়ে প্রচন্ড আঘাত হানতে হবে। দেখ এই একটি মানুষ— যে মাছের মতো ডুবতে পারে, বাজের মতো উড়তে পারে, ইঁদুরের মতো দেয়াল টপকাতে পারে, আর পারে গুলির মতো সুঠাম দরোজা ভেদ করে চলে যেতে।

তোমার সামনে যখন প্রথম পড়বে তখন তাকে দেখতে কেমন লাগবে? কি করে তার চোখ সরাসরি তোমার চোখের দিকে চাইবে? তুমি কি ভুলে গেছো, ইলীষ, কেমন কুত্তার মতো আমার পায়ে—পায়ে ঘুরতে? আমিই তো সে ছিলাম, নাকি, যে তোমাকে নিজের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলো, যে সিগারেটের পরিত্যক্ত শেষাংশের মতো তোমাকে মানুষ করেছিলো? তুমি ভুলে গেছো, ইলীষ, কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি একা নও। সেও ভুলে গেছে, সেই মহিলা যে কীট, পঙ্ক, বিশ্বাসঘাতকতা ও অসতীত্বের নরক থেকে উঠে এসেছিলো।

এই সমস্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, সানা, শুধু তোমার মুখের হাসিটিই আমার চোখে পড়ে। দেখা হলেই বুঝতে পারবো আমাকে তুমি কি চোখে দেখবে। একদা মানুষ যেখানে আনন্দফূর্তি করতো কিন্তু এখন বিষন্ন তোরণশ্রেণী ছাড়িয়ে রাস্তার এই দৈর্ঘটুকু শেষ করলেই, সামনে এবং ওপরের দিকে, কিন্তু গৌরবের পথে নয়। আল্লার কসম, আমি তোমাদের সবাইকে ঘৃণা করি।

দোকান—পাট, ঘর—দুয়ারের দরোজা বন্ধ। অলিগলির ভিতরই শুধু খোলা। ওখানে শুধু ষড়যন্ত্রই আঁটা হয়।

সে যে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে এগোচ্ছিলো তার উপর মাঝে—মাঝেই ফাঁদের মতো গর্ত ছিলো; রাস্তার চলমান গাড়ির গর্জন ও চিৎকার যেন অসহ্য গাল মন্দ।

ফুটপাতের দিকের আবর্জনাস্তূপ থেকে যেন বিভ্রান্ত চিৎকার চুঁয়ে—চুঁয়ে পড়ছে। (আল্লার কসম, আমি তোমাদের সবাইকে ঘৃণা করি।) প্রলোভনের গৃহবিতান, চোখবিহীন হয়েও ওদের জানালা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, পলেস্তারা খসে পড়া দেয়াল যেন হাউ—হাউ করে ভর্ৎসনা করছে। এবং সেই অদ্ভুত গলি, আল্—সেরাফি লেন, আহ! যার চিন্তা মনকে বিষাদময় স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত করে তোলে। যেখানে চুরি করার পর চোর সুড়ুৎ করে সরে পড়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলো। (জাহান্নামে যাক বিশ্বাসঘাতকেরা)। ঐখানেই আস্তে করে ঢুকে পড়ে পুলিশ তোমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলো।

এই সেই ছোট্টো সড়ক যেখান দিয়ে বছর খানেক আগে ঈদের মিষ্টান্ন বানানোর জন্য তুমি মাথায় করে ময়দা নিয়ে যাচ্ছিলে, আর সেই মেয়েমানুষটি কাপড়ের পট্টিতে সানাকে জড়িয়ে নিয়ে তোমার আগে আগে হাঁটছিলো। গৌরবময় দিন— কেউ জানে না কি বাস্তবই না সেগুলো ছিলো— ঈদ, ভালোবাসা, পিতৃত্ব, অপরাধ। এই জায়গাটুকুতে সব যেন মিলে—মিশে আছে।

বিশাল বিশাল মসজিদ এবং তারও ওপারে, নির্মল আকাশের পটভূমিতে দাঁড়ানো

www.BanglaBook.org

দুর্গ। তারপর রাস্তা গিয়ে পড়েছে যে উন্মুক্ত চত্বরে সেখানে তপ্ত সূর্যের নিচে সবুজ পার্কে শুকনো বাতাস বয়, গরম সত্ত্বেও বেশ আরামদায়ক— সমস্ত জ্বালাময় স্মৃতিসমেত দাঁড়ানো দুর্গ—চত্বর।

এখন যা জরুরি তা হলো তোমার মুখমন্ডলকে প্রশান্ত করা, তোমার অনুভূতির উপর খানিকটা ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দেয়া, আপোষকামী ও বন্ধুভাবাপন্নরূপে নিজেকে উপস্থাপিত করা, এক কথায় পরিকল্পিত ভূমিকাটি যোগ্যতার সাথে পালন করে যাওয়া।

চত্বরের মাঝ দিয়ে আড়াআড়ি হেঁটে গিয়ে সে ইমাম সড়কে পড়লো এবং এর শেষ মাথায় তিনতলা বাড়িটির কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত ঐ সড়ক ধরেই এগোতে লাগলো। এই সড়কের শেষ মাথায় এসে ছোটো দুটো রাস্তা বড়ো রাস্তায় এসে মিশেছে।

এই সামাজিক সাক্ষাৎকারেই বোঝা যাবে তাদের মনে কী আছে। সুতরাং এই রাস্তা ও তার ওপর যা যা আছে ভালো করে খেয়াল করো। যেমন ধরো, ঐ দোকানগুলো ইঁদুরের মতো ঠাসাঠাসি করে যেখান থেকে লোকগুলো তোমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়েআছে।

"সায়ীদ মাহরান!" তার পেছন থেকে একটি কণ্ঠ বলে উঠলো। "কি অবিশ্বাস্য!"

হাঁটার গতি খানিকটা কমিয়ে দিয়ে লোকটিকে সে তাকে ধরতে দিলো; উভয়ের হাসির অন্তরালে আসল অনুভূতি গোপন রেখে তারা পরস্পর সালাম বিনিময় করলো।

হুঁ, বেজন্মার বন্ধুও আছে। সে এখন জানতে পারবে এই শুভেচ্ছা বিনিময়ের হেতু কি। মেয়েদের মতো নিজেকে গোপন রেখে তুমি হয়তো দরোজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছো, ইলীষা।

"আপনাকে ধন্যবাদ, বায়াযা শাহেব।"

রাস্তার উভয় পাশের দোকানপাট থেকে লোকজন এসে তাদের কাছে জড়ো হতে লাগলো ; সুউচ্চ এবং উষ্ণ কণ্ঠে অভিনন্দন আসতে লাগলো এবং সায়ীদ অচিরেই নিজেকে লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখতে পেলো– নিঃসন্দেহে তার শত্রুর বন্ধুরা– আন্তরিকতা দেখানোর পাল্লায় যারা একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

"আল্লাহ্ মেহেরবান, তুমি ভালোয় ভালোয় আবার ফিরে এসেছো!"

"এই আমরা তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।"

"আমরা সবাই আশা করেছি, বলেছি, তুমি বিপ্লব–বার্ষিকীতে মুক্তি পাবে।"

"আল্লাহ্ এবং তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ভাইসব", তার পটলচেরা বাদামি চোখে তাদের দিকে সরাসরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বললো।

বায়াযা তার কাঁধ চাপড়ে দিলো। "চলো, দোকানের মধ্যে গিয়ে কোমল পানীয়সহকারে তোমার মুক্তি উদ্‌যাপন করি।"

"পরে", আস্তে করে সে বললো, "আমি যখন ফিরে আসবো।"

"ফিরে?"

www.BanglaBook.org

বাড়িটির দোতলা লক্ষ্য করে একজন চেঁচিয়ে বললো ঃ "ইলীষ শাহেব, ইলীষ শাহেব, সায়ীদ মাহরানকে অভিনন্দন জানাতে নিচে নেমে আসুন।"

কালো কুত্তার বাচ্চা, ওকে সাবধান করে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তো প্রকাশ্য দিবালোকেই এসেছি। আমি জানি তোরা নজর রাখছিলি।

"কিসে থেকে ফিরে?" বায়াযা জিজ্ঞেস করলো।

"জরুরি কিছু কাজ শেষ করতে হবে।"

"কার সাথে?" বায়াযা বললো।

"তুমি কি ভুলে গেছো, আমি একজন বাপ? এবং আমার ছোট্টো মেয়েটি ইলীষের কাছে আছে?"

"না। কিন্তু প্রত্যেক মতানৈক্যেরই একটি সমাধান আছে। পবিত্র আইনে।"

"এবং একটা সমঝোতায় পৌঁছানোই সর্বোত্তম পন্থা," কেউ একজন বলে উঠলো।

"সায়ীদ, তুমি সবে জেল থেকে খালাস পেয়েছো", তৃতীয় একজন আপোষের সুরে বললো। "বুদ্ধিমানেরা তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।"

"মীমাংসায় পৌঁছুনো ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে এখানে এসেছি কে বললো?"

দোতলার একটি জানালা খুলে গেলে তা দিয়ে ইলীষ নিচের দিকে গলা বাড়িয়ে দিলো এবং নিচের সবাই চাপা উত্তেজনা নিয়ে তার দিকে চোখ তুললো। কেউ একটি শব্দ উচ্চারণ করার আগেই পুলিশী বুট ও ডোরাকাটা কাপড় পরনে বড়োসড়ো গোছের একটি লোক সামনের দরোজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। সায়ীদ গোয়েন্দা হাসিবুল্লাহকে চিনতে পেরে অবাক হওয়ার ভান করলো।

"উত্তেজিত হয়ো না। আমি কেবল একটি সন্তোষজনক সমঝোতায় পৌঁছার জন্যই এসেছি", বেশ অনুভূতি সহকারে সে বললো।

গোয়েন্দাটি এগিয়ে এসে অর্জিত গতি ও কৌশল সহকারে তার সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে তল্লাশী চালিয়ে নিলো। "চুপ, বেজন্মা শয়তান। কি চাস্ বলছিলি?"

"আমার মেয়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্যই এসেছি।"

"সমঝোতা বলতে কি বুঝায় তা তুই যেন কত বুঝিস!"

"আমার মেয়ের খাতিরে আমি সত্যিই বুঝি।"

"কোর্টে গিয়ে দেখতে পারো।"

ওপর থেকে ইলীষ চেঁচিয়ে বললো, "ওকে ওপরে আসতে দাও। এসো, এসো, তোমরা সবাই ওপরে উঠে এসো।"

সবাইকে তোমার পেছনে জড়ো করো, ভীতু। তোমার রক্ষাব্যূহ কতখানি শক্ত তা—ই কেবল পরীক্ষা করতে এসেছি। তোমার সময় এসে যখন উপস্থিত হবে, তখন গোয়েন্দা কিংবা শক্ত দেয়াল তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

সবাই বসার ঘরে জড়ো হয়ে চেয়ার ও সোফায় গ্যাঁট হয়ে বসলো। জানালাগুলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব খুলে দেয়া হলো: আলোর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে ঝাঁকেঝাঁকে মাছিও এসে ঘরে ঢুকলো। আকাশি রংয়ের কার্পেটে সিগারেট-পোড়ার কালো কালো দাগ। একদিকের দেয়ালে দুহাতে ধরা একটি ছড়িঅলা ইলীষের বড় ধরনের একখানা ছবি। ঘরশুদ্ধ লোকজনদের দিকে সে যেন তাকিয়ে আছে। গোয়েন্দাটি ইলীষের পাশেই বসে পড়ে তসবীহ্ টিপতে লাগলো।

ইলীষ সিদ্রা বসার ঘরে এসে ঢুকলো। তার পিঁপের মতো শরীরের চতুর্দিকে ঢিলেঢালা জোব্বা আরো যেন ফেঁপে উঠেছে, বর্গাকৃতি চিবুকের ওপর যেন মাংসল গোলাকৃতির মুখমন্ডলটি আরও মাংসল দেখাচ্ছে। বিশাল নাসিকার মাঝখানটা একটা ভাঁজ দিয়ে সোজা এসে ঠোঁটের ওপর শান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। "আল্লাহ্র হাজারো শুকরিয়া, তুমি ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসেছো!" তার যেন ভয় পাবার কিছু নেই এমনি একটি ভঙ্গিতে সে বললো। কিন্তু কেউ টু শব্দটি উচ্চারণ করছিলো না, সবার চোখের ব্যগ্র চাহনি এর মুখ থেকে ওর মুখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। সব মিলিয়ে একটি চাপা উত্তেজিত বাতাবরণ। অবশেষে ইলীষ আবার শুরু করলো, "যা হবার তা হয়ে গেছে, এমন ঘটনা আজকাল হরহামেশাই ঘটছে; অশান্তি ঘটে, পুরোনো বন্ধুত্ব কখনো কখনো ভেঙে যায়। কিন্তু লজ্জাজনক কাজই কেবল মানুষকে লজ্জা দিতে পারে।"

তার আঁটোসাটো শক্তিমান শরীর ও চকচকে চোখ নিয়ে সায়ীদের নিজেকে একটা মস্ত হাতির ঝাঁপ দিতে উদ্যত গুটিশুটি মারা সিংহের মতো মনে হচ্ছিলো। নিজের অজান্তেই সে ইলীষের কথাগুলো পুনরায় উচ্চারণ করে গেলো ঃ "লজ্জাজনক কাজই কেবল মানুষকে লজ্জা দিতে পারে।"

অনেক জোড়া চোখ তার দিকে ঘুরে তাকালো, তসবীহ টিপতে টিপতে গোয়েন্দার আঙুল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো; এদের সবার মনে চিন্তার স্রোত কোন দিকে বইছিলো অনুভব করতে পেরে, সে অনুচিন্তন হিশেবে যোগ করলো, "তুমি যা বলেছো তার প্রত্যেকটি বর্ণের সাথে আমি একমত।"

"বাজে বকবকানি বন্ধ করে কাজের কথায় আসো।" গোয়েন্দাটি ফোঁড়ন কাটলো।

"কোন কাজের কথা?" কিছু না বুঝতে পারার মতো করে সায়ীদ বললো।

"কাজের কথা তো একটাই, আর তা হচ্ছে তোমার মেয়ে সম্পর্কে।"

আর আমার স্ত্রী ও টাকা-পয়সা- তার কি হবে, ঘেঁয়ো কুকুর! তোকে দেখিয়ে ছাড়বো। একটু অপেক্ষা কর। তোর চোখে তখন যে দৃষ্টি ফুটে উঠবে তা আমার এখনই দেখতে অনেক সাধ জাগে। তোর সে করুণ দৃষ্টি দেখে তোর চেয়ে তখন গুবরে পোকা, বিছা ও কীটকেও সম্মান করতে ইচ্ছে করবে, হারামজাদা। মেয়েদের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে যে লোক আকুল হয় সে অভিশপ্ত।

কিন্তু সায়ীদ সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

চাটুকারদের মধ্যে একজন বললো, "মায়ের সঙ্গে তোমার মেয়ে নিরাপদেই আছে।

www.BanglaBook.org

আইনানুসারে দু'বছরের মেয়ে মায়ের সাথেই থাকার কথা। তুমি চাইলে প্রত্যেক সপ্তাহেই একবার তোমার সাথে দেখা করিয়ে আনতে পারি।"

বসার ঘরের বাইরেও যাতে শব্দ পৌঁছায় সেই উদ্দেশে গলার স্বর খানিকটা উঁচু করে সায়ীদ বললোঃ "যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে তার কারণে মেয়ের আইনানুসারে আমার তত্ত্বাবধানেই থাকা উচিৎ।"

"কি বলতে চাও?" হঠাৎ রাগান্বিত স্বরে ইলীষ বললো।

"তর্ক-বিতর্কে তোমার মাথা ধরে যাবে-", তাকে শান্ত করার উদ্দেশে গোয়েন্দাটি বললো।

"আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমি যা করেছি তা আংশিক নিয়তি ও ঘটনাচক্রে এবং আংশিক শিষ্টাচার ও আমার কর্তব্যবোধ থেকেই করেছি। এবং ছোট্টো মেয়েটার কথা চিন্তা করেই অনেকটা এ পথে এগিয়েছি।"

সত্যিই কর্তব্যবোধ ও সৌজন্যের কি পরাকাষ্ঠা, কাল সাপ। প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অনির্ভরযোগ্যতায় দ্বিগুণিত প্রতিমূর্তি। হাতুড়ি-কুড়াল দিয়ে পিটিয়ে নিঃশেষ করা উচিৎ। গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা উচিৎ। জানি না, সানা দেখতে এখন কেমনটিহয়েছে।

"আমি তাকে অভাবের মধ্যে ফেলে রেখে যাইনি," যতোটা সম্ভব শান্তভাবে সায়ীদ বললো।

"আমার টাকা এবং প্রচুর তা, সবই তো তার কাছে ছিলো।"

"অর্থাৎ তোমার লুটের টাকা-", গোয়েন্দাটি গর্জন করে উঠলো, "যার অস্তিত্ব তুমি আদালতে অস্বীকার করেছো!"

"ঠিক আছে, ঐ টাকাকে তুমি যেভাবে ইচ্ছা বর্ণনা করতে পারো। কিন্তু তা গেলো কোথায়?"

"তোমরা বিশ্বাস করো, ভাইসব, একটা পয়সাও ছিলো না," জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো ইলীষ, "মহিলা দুঃসহ দুরবস্থার মধ্যে ছিলো। আমি আমার মানবিক কর্তব্য করেছি মাত্র।"

"তাহলে এই আরাম ও বিলাস-ব্যসনে তুমি থাকতে সক্ষম হচ্ছো কি করে," চ্যালেঞ্জের সুরে সায়ীদ বললো, "এবং এতো উদারি হস্তে অন্যের পেছনেও পয়সা ঢালছো?"

"তুমি কি আল্লাহ্ নাকি যে আমার হিসেব নিতে বসেছো?"

"থামো, থামো, শয়তানকেও তুমি লজ্জা দিচ্ছো, সায়ীদ," ইলীষের আর এক বন্ধু বললো।

"আমি তোমার নাড়িনক্ষত্রের খবর জানি, সায়ীদ," ধীরে-ধীরে গোয়েন্দা বললো। "অন্য সবার চেয়ে তোমার চিন্তার গতিধারা আমি ভালো বুঝতে পারি। তুমি কেবল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনবে। মেয়েটির বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখো। তোমার জন্য সেটাই সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে।"

দৃষ্টি গোপন করার উদ্দেশে সায়ীদ নিচের দিকে তাকালো, তারপর হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে একটু হাসি দিয়ে বললো, "আপনি ঠিকই বলেছেন, অফিসার।"

"আমি তোমার ভিতর-বা'র সবটুকুই দেখতে পাই। কিন্তু তোমার পথেই এখন চলবো। উপস্থিত ভদ্রলোকদের সম্মানেই। কেউ একজন মেয়েটিকে নিয়ে আসুন তো। ও-কি ভাবছে তাই-ই প্রথমে দেখা ভালো হবে না কি?"

"আপনি কি বলতে চান, অফিসার?"

"সায়ীদ, আমি তোমাকে চিনি। তুমি মেয়ে চাও না। এবং তুমি ওকে রাখতেও পারবে না, কারণ তোমার নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়াই বেশ কষ্টসাধ্য হবে মনে হয়। কিন্তু মেয়েকে তোমাকে দেখানো উচিৎ ও ন্যায়ানুগ। মেয়েটিকে এখানে নিয়ে আসুন।"

অর্থাৎ ওর মাকে এখানে নিয়ে এসো! ইচ্ছা হয় তার সাথে যদি একবার চোখাচোখি হয়ে যেতো তাহলে নরকের অন্যতম গোপন সুড়ঙ্গ দেখতে পেতাম! আহ, হাতুড়ি ও কুড়াল দিয়ে সব তছনছ করে দিতে পারতাম যদি!

মেয়েটিকে আনার জন্য ইলীষ বেরিয়ে গেলো। ফিরতি পদক্ষেপের শব্দে সায়ীদের হৃদপিন্ডে যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো এবং দরোজার দিকে দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে বে-খেয়ালে নিজের ঠোঁটের ভেতরের দিকটা কামড়ে দিলো। আশাপূর্ণ অপেক্ষা ও স্নেহকোমল অনুভূতি তার সমস্ত ক্রোধ নিশ্চিহ্ন করে দিলো।

মনে হলো হাজার বছরের অপেক্ষার পর যেন মেয়েটি এসে উপস্থিত হলো। সে মনে হলো অবাক হয়েছে। পরনে সুন্দর একটি শাদা ফ্রক। শাদা স্লিপারের ফাঁক দিয়ে মেহেদিরাঙানো ওর পায়ের সুন্দর-সুন্দর আঙুলগুলো দেখা যাচ্ছিলো। শ্যামলপনা মুখে বড়ো-বড়ো দুটো চোখ দিয়ে ও জুলজুল করে সায়ীদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। মাথায় অবিন্যস্ত কালো চুল কপালের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সায়ীদ তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যেন নিঃশেষে ওর সবটুকু সত্তাকে শুষে নিতে লাগলো। হকচকিয়ে সে আশেপাশে অন্য সবার মুখের দিকে চাইলো, তারপর বিশেষ করে সায়ীদের দিকে। সে কিন্তু পলকহীন চোখে গভীর দৃষ্টি দিয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে আছে তো আছেই। কিছুতেই দৃষ্টি সে অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারছিলো না। পেছন দিয়ে কেউ ঠেলছিলো বলে কার্পেটের পা শক্ত করে গোঁজ হয়ে দাঁড়ালো, এবং সায়ীদ যেদিকে তার উল্টোদিকে বেঁকে থাকলো। হঠাৎই সর্বস্ব হারানোর এক বেদনার্ত অনুভূতির বিষম চাপে সে পিষ্ট হয়ে যেতে লাগলো।

তার পটলচেরা চোখ, ডিম্বাকৃতির লম্বাটে মুখমন্ডল এবং সুন্দর সরু নাসিকা সত্ত্বেও সে যেন তার মেয়ে নয়। অন্তরাত্মা ও রক্তের সহজাত সম্পর্ক কোথায়? তাও কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতারক, বিশ্বাসহন্তা? এতদসত্ত্বেও ওকে চিরকালের জন্য বুকে জড়িয়ে রাখার সর্বগ্রাসী আকাঙ্খা সে কী করে প্রতিহত করবে?

"এই তোমার বাবা, খুকী," অধৈর্য হয়ে গোয়েন্দাটি বললো।

"ওকে সালাম দাও", ভাবলেশহীন মুখে ইলীষ বললো।

ও একটি ইঁদুরের মতো। কিসের ভয় ওর? ওকি জানে না, আমি ওকে কতো ভালোবাসি?

সায়ীদ ওর দিকে হাত বাড়ালো, কিন্তু দম আটকে আসায় কিছুই বলতে পারলো না, ঢোক গিলে কোনোরকমে কোমল ও বন্ধুত্বসুলভ একটি হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলো।

"না!" সানা বললো। সে পিছিয়ে গিয়ে আস্তে করে ঘর থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু পেছনে দাঁড়ানো এক লোক ওকে ধরে ফেললো। "আম্মু!" ও চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু লোকটি পেছন থেকে আস্তে করে সামনে ঠেলে দিতে-দিতে বললো, "আব্বুর সাথে কথা বলো।" এক ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ কৌতূহল নিয়ে সবাই তাকিয়ে থাকলো।

সায়ীদ এবার বুঝলো যে, জেলের বেত্রাঘাত সে যতোটা নিষ্ঠুর ভাবতো ততোটা নিষ্ঠুর তা' নয়। "আমার কাছে এসো, সানা," অর্ধ-দাঁড়ানো অবস্থায় ওর দিকে এগোতে-এগোতে করুণ আকুতি জানাতে লাগলো সায়ীদ, মেয়ের অস্বীকৃতি সে আর সহ্য করতে পারছিলো না।

"না?" মেয়ে চীৎকার করে বললো।

"আমি তোমার আব্বু।" অবাক বিস্ময়ে সানা ডাগর- ডাগর চোখ তুলে ইলীষ সিদ্রার দিকে তাকালো, কিন্তু বেশ জোর দিয়ে সায়ীদ আবার বললো, "আমি তোমার আব্বু, আমার কাছে এসো।" ও আরো পিছিয়ে গেলো। সায়ীদ প্রায় জোর করে ওকে কাছে টেনে আনলো। এতে সে চেঁচানো শুরু করে দিলো এবং যতো তার বাপ কাছে টানতে লাগলো ততো সে হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে আরো জোরে চেঁচাতে লাগলো। ব্যর্থতা ও হতাশা অবজ্ঞা করে সামনের দিকে ঝুঁকে মেয়েকে সে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার ঠোঁটে এসে লাগলো ছোট্টো একটি বাহুর ধাক্কা। "আমি তোমার আব্বু। ভয় পেয়ো না, আমি তোমার বাপ।" ওর চুলের ঘ্রাণ ওর মায়ের স্মৃতি মনে পড়িয়ে দিলো, সায়ীদের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। বাচ্চাটি ধস্তাধস্তি করতে-করতে আরো জোরে কান্নাকাটি করতে লাগলো। অবশেষে গোয়েন্দাটি মধ্যস্থ হয়ে বললোঃ "একটু আস্তে-আস্তে, বাচ্চা তো তোমাকে চেনে না।"

পরাজয় মেনে নিয়ে সায়ীদ ওকে ছেড়ে দিলো। সটান বসে সায়ীদ রাগত স্বরে বললো, "আমি ওকে নিয়ে যাবো।"

নীরবতার একটি মুহূর্ত কেটে গেলে বায়াযা বললো, "আগে শান্ত হও।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ও আমার কাছে থাকবে।"

"সেটা জজ শাহেবকেই ঠিক করতে দাও–," বেশ চড়া সুরে গোয়েন্দাটি বললো, তারপর জিজ্ঞাসু চোখে ইলীষের দিকে চেয়ে বললো, "ঠিক আছে?"

"এ ব্যাপারে আমার কিছুই করণীয় নেই। ওর মা একমাত্র আদালতের নির্দেশ ছাড়া ওকে হাতছাড়া করবে না।"

"আমি প্রথমেই তাই বলেছিলাম। আর কিছু বলার নেই। এখন কোর্টের উপরই সব কিছু নির্ভর করছে।"

সায়ীদ বুঝলো, তার ক্রোধ একবার যদি প্রকাশ পাওয়া শুরু করে তাহলে তা' নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্পূর্ণভাবে তার সাধ্যাতীত; সুতরাং সুদূর অতীতের যে ঘটনাবলী সে ভুলে গেছে সেই সমস্ত মনে এনে অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণে এনে যতোটা শান্তভাবে সম্ভব বললো, "হ্যাঁ, আদালতের ওপরই নির্ভর করছে।"

"এবং তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো, মেয়ের যত্ন–আত্তির কোনোরকম ত্রুটি হচ্ছে না," বায়াযা বললো।

"প্রথমে ভদ্রগোছের একটা কিছু কাজ জুটিয়ে নাও," শ্লেষাত্মক হাসি দিয়ে গোয়েন্দাটি বললো।

নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে সায়ীদ বললো, "হ্যাঁ, অবশ্যই। সবই সত্য। মন খারাপ করার কিছু নেই। সমস্ত বিষয়টিই আমি আবার ভেবে দেখবো। অতীত ভুলে গিয়ে একটা কাজের বন্দোবস্ত করে সময় যখন আসবে তখন মেয়ের যুতসই একটি থাকার জায়গা করাই হবে সর্বোত্তম পন্থা।"

বক্তব্য শেষ হলে ঘরময় যে বিস্মিত নীরবতা বিরাজ করছিলো সেই অবসরে পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময় হতে লাগলো, তার কিছু অবিশ্বাসের, কিছু হয়তো বা নয়। তসবীহটি আবার হাতে তুলে নিয়ে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করলো, "এবার কি তাহলে শেষ হলো?"

"হ্যাঁ," সায়ীদ উত্তর দিলো। "আমি শুধু আমার বইগুলো চাই।"

"তোমার বই?"

"হ্যাঁ।"

"অধিকাংশই সানা হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেলেছে," বেশ জোরেই ইলীষ বললো, "কিন্তু যা' অবশিষ্ট আছে আমি তোমাকে এনে দিচ্ছি।" কয়েক মিনিটের জন্য সে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং হাতে একগাদা বই নিয়ে ফিরে এসে সেগুলো কক্ষের মাঝখানে রাখলো।

সায়ীদ একটার পর একটা বই নেড়েচেড়ে পৃষ্ঠা উল্টে–পাল্টে দেখতে লাগলো। "হ্যাঁ" বিষাদ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে মন্তব্য করলো, "অধিকাংশই নিখোঁজ হয়ে গেছে।"

"এতো বিদ্যা তুমি অর্জন করলে কি করে?" মিটিং শেষ হয়ে গেছে এমন ইঙ্গিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে হেসে বললো, "পড়ার বইপত্তরও কি চুরি করে যোগাড় করেছো নাকি?"

শুধু সায়ীদ ছাড়া আর সবাই ঠোঁট টিপে হাসলো। সে বইগুলো বগলদাবা করে বেরিয়ে গেলো।

দুই

জবল সড়ক ধরে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়িটির দরোজার দিকে চেয়ে সে দেখলো যে অন্য সব সময়ের মতো আজও তা খোলা। মুকাত্তাম পাহাড়ের দেয়াল দিয়ে ঘেরা অনেক সুখময় স্মৃতির দারাসা কোয়ার্টার এখানেই অবস্থিত। বালুময় ভূমির সবখানে বাচ্চাকাচ্চা সমেত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন রকমের পশু। আবেগ ও পরিশ্রমে হাঁসফাঁস করতে থাকা ছোটো-ছোটো মেয়েগুলোর দিকে সায়ীদ সন্তুষ্টচিত্তে চেয়ে দেখতে লাগলো। অস্তগামী সূর্যের উল্টোদিকে পাহাড়ের ছায়ায় তার চতুর্দিকে এখানে সেখানে ইতস্তত লোকেরা গা-এলিয়ে বসেছিলো।

খোলা দরোজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে সে কবে এখানে শেষবার এসেছিলো তা স্মরণ করতে চেষ্টা করলো। প্রায় বাবা আদমের সময়কার মতো বাড়িটির সৌষ্ঠবহীনতা চোখে পড়ার মতো। বেশ বড়ো আকারের উন্মুক্ত উঠানের বাম কোণে বাঁকা মাথা নিয়ে দাঁড়ানো লম্বা এক তালগাছ; ডানদিকে খোলা দরোজাঅলা একটা লম্বা করিডোর একটা একক কক্ষে গিয়ে শেষ হয়েছে, এই অদ্ভুত ঘরে কোনো দরোজাই বুঝি কখনো বন্ধ থাকে না। তার হৃদপিন্ড বেশ জোরে-জোরে ধপ-ধপ করতে-করতে তাকে যেন সুদূর অতীতে বাল্যকালের প্রশান্ত সময়ে নিয়ে গেলো যখন স্বপ্ন ছিলো, ছিলো এক স্নেহময় পিতা এবং তার নিষ্পাপ মনের অনেক প্রত্যাশা। তার মনে পড়লো, সমস্ত উঠানভর্তি মানুষ, অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে আল্লাহ্‌র নাম প্রতিধ্বনিত করে যিকির করতে-করতে মৃদু দুলছিলো। "দেখ এবং শোনো, শেখ এবং মন খুলে দাও," তার বাবা বলতো। ঈমাম ও স্বপ্নের দ্বারা তার মধ্যে যে স্বর্গীয় আনন্দের সঞ্চার হতো তাছাড়া আরও আনন্দের ব্যাপার ছিলো। আর তা' হলো সবুজ চা ও গান গাওয়ার আনন্দ। আলী আল জুনায়েদী কেমন আছে সে ভাবতে লাগলো।

কক্ষের মধ্য দিয়ে কারো মোনাজাতের শব্দ ভেসে আসছিলো। মৃদু হেসে সায়ীদ বইগুলো নিয়ে ভেতরে ঢুকে শেখকে জায়নামাজের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে নিঃশব্দে তেলাওয়াতে মগ্ন দেখতে পেলো। পুরোনো কক্ষটি প্রায় আগের মতোই আছে। শেখ শাহেবের মুরীদবর্গকে ধন্যবাদ, মেঝের শতরঞ্চি পাল্টেছে, কিন্তু তার ওপরের খোলা জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি এসে সায়ীদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। ঘরের অন্য দেয়ালগুলো বইভর্তি শেল্‌ফ দিয়ে প্রায় অর্ধেকটাই ঢাকা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আতর-আগরবাতির সুঘ্রাণে সারা ঘর ম-ম করছে, যেন বহু বছর পূর্বের সেই ঘ্রাণ এখনও লেগে আছে সারাঘরে। বইয়ের বোঝা নামিয়ে রেখে গুটিগুটি পায়ে সে শেখের কাছে এগিয়ে গেলো।

"আচ্ছালামু আলাইকুম, হুজুর।"

মোনাজাত শেষ করে শেখ শাহেব মুখ তুলে তাকালো। কপালের দুপাশে শাদা হয়ে আসা একরাশ লম্বা চুলের ওপর চেপে বসানো একটি টুপি, স্বর্গীয় আভা বিস্তার করে খানিকটা কৃশ কিন্তু জীবনীশক্তি বিচ্ছুরণকারী মুখমন্ডলের চারদিকে ছড়িয়ে আছে শ্বেতশুভ্র দাড়ি। গত আশি বছর ধরে এই পৃথিবী এবং আভাসে খানিকটা পরজগতও দেখা চোখ দিয়ে শেখ শাহেব তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো, সেই চোখ যার আবেদন, তীক্ষ্নতা ও আকর্ষণে এখনও কিছু ঘাটতি পড়েনি। সায়ীদ তার বাপের জন্য নস্টালজিয়া, তার নিজের বালসুলভ আশা-আকাঙ্খা, দূর অতীতের নিস্পাপ পবিত্রতার স্মরণে দু'চোখ উপচিয়ে আসা পানি কোনো রকমে সংবরণ করে ঝুঁকে পড়ে শেখ শাহেবের হাতে চুমু খেলো।

"ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।" মহাকালের মতো কন্ঠে শেখ শাহেব বললো।

তার বাবার কণ্ঠস্বর কেমন ছিলো? সে তার বাপের মুখ ও ঠোঁট দেখতে পেলো এবং তার চোখ দিয়ে কানের কাজ করাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কণ্ঠস্বরটি অন্তর্হিত হয়ে গেলো। এবং সেই শিষ্যগণ যারা "হে প্রভু, পয়গম্বর তোমার দরজায় উপস্থিত" বলে সুফী মতে যিকির করতো তারা কোথায় এখন?

শেখের সামনে শতরঞ্চির ওপর সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

"আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি বসলাম," সে বললো। "আমার মনে আছে আপনি তাই পছন্দ করেন।" সে অনুভব করলো শেখ শাহেব একটু হাসলো, যদিও শাদা দাড়ি-গোঁফে ঢাকা সে ঠোঁটে কোনো হাসিই পরিদৃশ্যমান হবার কথা নয়। শেখ শাহেবের কি তাকে মনে আছে? "এমন হুট করে আপনার বাড়িতে এসে পড়ার জন্য মাফ করবেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমার যাওয়ার অন্য কোনো জায়গা নেই।"

শেখ শাহেবের মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়লো। "তুমি তো দেয়াল খোঁজ কর, হৃদয় নয়," সে ফিসফিস করে বললো। সায়ীদ হতবুদ্ধি হয়ে গেলো; কি বলা উচিৎ বুঝতে না পেরে সে একটি নিঃশ্বাস ছেড়ে আস্তে মন্তব্য করলো, "আমি আজ জেল থেকে মুক্তি পেলাম।"

"জেল?" শেখ শাহেব বললো, চোখ এখনও বন্ধ।

"হ্যাঁ, আপনি গত দশ বছর যাবৎ আমাকে দেখেননি এবং ঐ সময়ের মধ্যে আমার ওপর দিয়ে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে। আপনার শিষ্যদের মধ্যে যারা আমাকে চেনে তাদের কারো কাছ থেকে হয়তো আপনি তা শুনে থাকবেন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"যেহেতু আমি অনেক কিছু শুনি, তাই প্রায় কিছুই শুনতে পাই না।"

"যা হোক, ছদ্মাবরণে আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাইনি, তাই বলছি যে, আমি আজই জেল থেকে খালাস পেলাম।"

শেখ শাহেব মৃদুভাবে মাথা নাড়তে লাগলো, তারপর চোখ খুলে বললো, "তুমি জেল থেকে আসোনি।" কণ্ঠস্বরটি বিষাদ মাখানো।

সায়ীদ মৃদু হাসলো। আবার সেই পুরোনো দিনের ভাষা, শব্দ যেখানে দ্ব্যর্থক।

"হুজুর, সরকারি জেল ছাড়া অন্য সব জেলই সহনীয়।"

পরিষ্কার চোখে শেখ শাহেব তার দিকে সরাসরি তাকালো, তারপর বিড়বিড় করে বললো, "সে বলছে সরকারি জেল ছাড়া আর সব জেলই সহনীয়।"

সায়ীদ আবার মৃদু হাসলো, যদিও ভাব বিনিময়ের আশা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে এবং জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে কি আপনার মনে পড়ে?"

"বর্তমান সময় নিয়েই তোমার মাথাব্যথা।"

তার কথা মনে আছে এ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হয়েও সে পাকাপাকি করার জন্য জিজ্ঞেস করলো ; "আমার বাবা মাহরানের কথা আপনার মনে আছে, আল্লাহ তাঁর রুহের মাগফেরাত করুন।"

"আল্লাহ আমাদের সবার প্রতি দয়া করুন।"

"আহ্, কি চমৎকারই না-ছিলো সেই দিনগুলো!"

"যদি পারো তাহলে বর্তমান সম্পর্কে সে কথা বলো।"

"কিন্তু..."

"আল্লাহ আমাদের সবার প্রতি সহায় হোন।"

"বলছিলাম, আজই আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি।"

শেখ শাহেব হঠাৎ করে বেশ শক্তি দেখিয়ে মাথা নাড়ালো। এবং ক্রুশের ওপর সে যখন নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগলো সে মৃদু হেসে বললো, "আল্লাহর ইচ্ছা এই-ই ছিলো যে এভাবে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে।"

আমার বাবা আপনাকে বুঝাতে পারতো। কিন্তু আমার দিক থেকে আপনি তো চোখ ফিরিয়েই থাকলেন, যেন আমাকে আপনার ঘর থেকেই বের করে দিলেন। এবং তবুও আমি স্বেচ্ছায় এখানে ফিরে এসেছি, এই অস্থিরতা ও ধূপদানের গন্ধের বাতাবরণে, কারণ মাথার ওপর ছাদবিহীন একটি নিঃসঙ্গ লোকের আর কিছু করার ছিলো না।

"হুজুর, আমার নিজের একমাত্র মেয়ের প্রত্যাখ্যানের রিক্ততা নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।"

শেখ একটি নিঃশ্বাস ছাড়লো। "আল্লাহ্ তাঁর ক্ষুদ্রতম প্রাণীর কাছে তাঁর গোপন তথ্য ফাঁস করে থাকেন।"

"ভাবলাম আল্লাহ যদি আপনাকে দীর্ঘায়ু করে থাকেন, তাহলে আপনার দরোজা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি খোলা পাবো।"

"এবং বেহেশতের দরোজা? সেটা কেমন পেলে?"

"কিন্তু পৃথিবীতে আমার যাওয়ার অন্য কোনো জায়গা নেই। এবং আমার নিজের মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।"

"সে যেন একদম তোমারই মতো।"

"কিভাবে, হুজুর?"

"তুমি আশ্রয় খোঁজ করছো, উত্তর নয়।"

খাটো করে ছাঁটা কোঁকড়ানো চুলসমেত মাথাটি তার কালচে চিকন হাতের ওপর এলিয়ে দিয়ে সায়ীদ বললো, "বিপদে পড়লে আমার বাবা আপনাকেই খুঁজে বের করতো, সুতরাং আমিও তাই..."

"তুমি একটু আশ্রয় ছাড়া আর কিছুই খোঁজ না।"

সায়ীদ বোঝাতে পারলো না কেন, তবু শেখ তাকে চিনতে পেরেছে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। "মাথার ওপর শুধু একটু ছাদই নয়," সে বললো। "আমি তার চেয়ে আরও বেশি কিছু চাই। আল্লাহ যেন আমার প্রতি মেহেরবান হন আমি সেই প্রার্থনা জানাতে চাই।"

স্তব পাঠের মতো যেন সুর করে শেখ উত্তর করলো। "স্বর্গলোকের দেবী বললো, "তুমি নিজে যখন তাঁর ওপর তেমন সন্তুষ্ট নও, তখন তাঁর সন্তুষ্টি ভিক্ষা করতে লজ্জা করছে না?"

বাইরের শূন্য চত্বরে একটি গাধা ডেকে উঠলো, যা কান্নার মতো একটি ঘর্‌ঘরে আওয়াজে এসে শেষ হলো। কাছে কোথাও কেউ কর্কশ কণ্ঠে গেয়ে উঠলো, "কোথা গেলো ভাগ্যময় সুন্দর শুভদিন?" মনে আছে একবার "তুমি তিনটি মাত্র আন্দাজ করো" গান গাইতে গিয়ে সে তার বাবার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলো। বাবা মৃদু চপেটাঘাত করে বলেছিলো, "পুণ্যবান শেখের কাছে যাওয়ার জন্য এই কি যথোচিত গান হলো?" তার মনে পড়ে আধ্যাত্মিক গান গাইতে-গাইতে পরম পুলকে বাবা কেমন মোচড় খেতে থাকতো, চোখ উর্ধ্বগামী, গলার স্বর ভাঙা, মুখমন্ডল দিয়ে দর দর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। আর সে তখন তালগাছের নিচে বসে স্বর্গীয় আশীর্বাদ স্নাত হয়ে লন্ঠনের আলোয় শিষ্যদেরকে দেখতে-দেখতে আস্তে-আস্তে কাঁসড়ে এক-আধটি ফল খেতো। এ সমস্তই তখন ঘটেছিলো যখনও সে ভালোবাসার তপ্ত প্রস্রবণের জ্বালাময় অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি।

• যেন ঘুমিয়ে আছে এমনিভাবে শেখের চোখ মোদা ছিলো এবং ইতিমধ্যে সায়ীদ এই প্রতিবেশ ও বাতাবরণে এতোটা খাপ খাইয়ে ফেলেছিলো নিজেকে যে, আতর-লোবানের গন্ধ আর তার নাকে বাজছিলো না। তার মনে হলো, অভ্যাসই হচ্ছে আলস্য, একঘেঁয়েমি ও মৃত্যুর মূল ; মনে হলো, তার দুর্ভোগ, বিশ্বাসঘাতকতা,

www.BanglaBook.org

অকৃতজ্ঞতা এবং কঠোর পরিশ্রমলব্ধ ফলের অপচয়, এই সব কিছুর জন্য অভ্যাসই দায়ী। "এখনও কি এখানে জিকিরের জমায়েত হয়?" শেখকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় সে বললো।

কিন্তু শেখ কোনো উত্তর করলো না। এখন আরো অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো সায়ীদ। পুনরায় জিজ্ঞেস করলো ঃ "আপনি কি আমাকে এখানে থাকতে বলবেন না?"

এবারে চোখ খুলে শেখ বললো, "অনুসন্ধানকারী ও অনুসন্ধেয় উভয়ই দুর্বল।"

"কিন্তু আপনিই তো বাড়ির মালিক।"

"বাড়ির মালিক তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে," হঠাৎ বেশ পুলকিতভাবে শেখ বলে উঠলো, "যেমন সে প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীকে জানায়।" সাহস পেয়ে সায়ীদ মৃদু হাসলো, কিন্তু যেন অনুচিন্তন রূপে শেখ যোগ করলো, "আমি অবশ্য কোনো কিছুরই মালিক নই।"

সতরঞ্চির ওপর থেকে সূর্যালোক পিছাতে-পিছাতে দেয়ালে এসে ঠেকেছে।

"যাই হোক," সায়ীদ বললো, "আমার পিতার জন্য যেমন, প্রত্যেক অনুকম্পাপ্রার্থীর জন্য যেমন সবসময়ই এটা নিজের বাড়ি ছিলো, আমারও সেরূপ এটা আসল বাড়ি। আপনি, মনিব হিশেবে আমাদের সমস্ত কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য।"

"আল্লাহ, তুমি জানো ধন্যবাদ দিয়ে তোমার প্রতি সুবিচার করতে আমি কতো অপারগ, তাই আমার পক্ষ থেকে তুমি নিজেকেই ধন্যবাদ দিয়ে নাও।" জনৈক কৃতজ্ঞচিত্ত এমনি বলেছিলো।"

"এখন আমার সান্ত্বনার দরকার।" সায়ীদ আকুতি জানালো।

"মিথ্যে বলো না।" আস্তে করে শেখ বুকের চতুর্দিকে দাড়ি ছড়িয়ে দিয়ে মাথা নিচু করলো এবং মনে হয় চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গেলো।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সায়ীদ খানিকটা পেছনের দিকে পিছিয়ে গিয়ে একটা বইয়ের শেলফের সঙ্গে হেলান দিয়ে সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধটিকে দেখতে লাগলো। অবশেষে অধৈর্য হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, "আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি?"

শেখ এ কথার উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না। যখন তখন যে অখন্ড নীরবতা বিরাজ করছিলো সায়ীদ তখন লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো যে, সতরঞ্চির একটি ভাঁজ দিয়ে পিঁপড়ের একটি সারি দল বেঁধে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ শেখ বলে উঠলো, "একখানা কোরান নিয়ে পড়।"

কিছুটা বিভ্রান্ত, সায়ীদ ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে বললো, "আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং এখনও অজু করিনি।"

"এখন অজু করে এসে পড়ো।"

"আমার নিজের মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি যেন শয়তান, আমাকে দেখে সে তেমনি ভয় পেয়েছে। এবং তার পূর্বে ওর মা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছে।"

"অজু করে এসো," কোমলভাবে শেখ বললো।

"আমার অনুগত, আশ্রিত, দাস্যভাবাপন্ন একটি অতি সাধারণ লোকের সাথে সে এর আগে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। আমার জেলে যাওয়ার ছুতায় সে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন জানায় এবং গিয়ে সেই লোকটিকে বিয়ে করে।"

"অজু করে এসে কোরান শরীফ তেলাওয়াত করো।"

"এবং আমার যা কিছু ছিলো, টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি, সমস্ত কিছুই সেই লোকটি নিয়ে গেছে। এখন সে বড়লোক এবং আশপাশের যতো গুন্ডা-বদমাশ, সব এখন তার শিষ্য।"

"অজু করে পড়ো।"

"আমাকে গ্রেফতার করতে পুলিশের ঘাম ছুটাতে হয়নি।" সায়ীদ বলে চললো, রাগে তার কপালের শিরা দপ দপ করতে লাগলো। "না, তা ছুটাতে হয়নি। আমি যথারীতি আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম। ঐ মহিলার সাথে ষড়যন্ত্র করে সেই সারমেয়টিই আমাকে ধরিয়ে দেয়। তারপর দুর্ভাগ্যের পর দুর্ভাগ্য এসে আমাকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। সব শেষে আমার নিজের মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করলো।"

"অজু করে এসে এই আয়াতগুলো পড়ো ঃ "তাদেরকে বলো ঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো এবং আল্লাহও তাহলে তোমাদেরকে ভালোবাসবেন" এবং "আমি তোমাকে আমার জন্য মনোনীত করেছি।" এই কথাগুলো বারবার বলো। "ভালোবাসাই গ্রহণ তার মানে আল্লাহর আদেশ মেনে চলা এবং তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা এবং যা বলেন ও দান করেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।"

আমি দেখতে পাচ্ছি, শুনে-শুনে আমার বাবা আনন্দে মাথা দোলাচ্ছে এবং হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে যেন বলছে: "শুনে শিখে নাও।" তখনই সুখী ছিলাম, শিষ্যদের সুরে-সুরে গান গাইতাম, ভাবতাম কেউ দেখছে না। সেই ফাঁকে খেজুর গাছ বেয়ে উঠে কিংবা ঢিল ছুঁড়ে খেজুর পাড়তাম। তারপর শহরে হোস্টেলে ফিরে আসার পর এক সন্ধ্যায় তাকে দেখলাম একটি ঝুড়ি নিয়ে আমারই দিকে আসছে, সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া, বেহেশতের সমস্ত আনন্দ ও দোযখের সকল যন্ত্রণা যার অভিজ্ঞতা লাভ আমার বিধিলিপি ছিলো তা সবই তখন তার মধ্যে লুকোনো ছিলো।

তারা সুর করে যখন গাইতো তখন এই গানের মধ্যে কি আমি এমন পছন্দ করতাম: "তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে-সঙ্গেই ঈমানের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো" এবং ঃ "বাঁকা-চাঁদের বুকে আমি হেরেছি প্রিয়ার মুখ?" কিন্তু সূর্য এখনও অস্ত যায়নি। আলোর শেষ সোনালি রশ্মি জানালা থেকে ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে। সুদীর্ঘ রাত, মুক্তির প্রথম রাত, আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার স্বাধীনতা নিয়ে আমি একাকী, বরঞ্চ বলা যেতে পারে শেখের

www.BanglaBook.org

সঙ্গে আছি। সে স্বর্গে মগ্ন হয়ে এমন সব বাণী দিচ্ছেন যা নরকগামীজনের কাছে দুর্বোধ্য। আমার অন্য আর কি আশ্রয় আছে?

তিন

গতরাতে সে যেখানে কাটিয়েছে সেই শেখ আলী আল-জুনায়েদীর বাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে পৌঁছুতেই খুব আগ্রহ সহকারে "আল-যাহরা" পত্রিকার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে রউফ ইলওয়ানের কলাম পেয়ে সায়ীদ পড়া শুরু করে দিলো। কিন্তু ইলওয়ানের প্রেরণা আজকাল আসে কোত্থেকে? মেয়েদের ফ্যাশান লাউডস্পীকারের ওপর মন্তব্য এবং অজ্ঞাতনাম্নী এক স্ত্রীর কোনো অভিযোগের উত্তর লেখার মধ্যে সায়ীদ এর বেশি কিছু পেলো না। যথেষ্ট বিনোদনমূলক, কিন্তু সে যে রউফ ইলওয়ানকে চিনতো, সে কোথায় গেলো? ছাত্র হোস্টেলের সেই পুরোনো সোনালি দিনগুলোর, বিশেষ করে মস্ত হৃদয়বান অবিন্যস্ত পোশাকধারী সেই কৃষক যুবা যার চেহারা থেকে ঝরে পড়তো এক আশ্চর্য আন্তরিকতা এবং যার লেখার স্টাইল ছিলো সরাসরি ও চকচকে শানানো- তার কথা সায়ীদের মনে পড়লো। পৃথিবীতে কি ঘটে গেছে? এই সমস্ত অদ্ভুত ও রহস্যজনক ঘটনাবলির পেছনে কি কারণ লুকানো আছে? আল-সেরাফি লেনে যে ঘটনা ঘটেছে অনুরূপ ঘটনা কি অন্য সবখানেই ঘটে গেছে? নবাইয়া, ইলীষ ও পিতা-পরিত্যাগকারী প্রিয় ছোট্টো মেয়েটি- ওদের সবার অবস্থা কি? আমি অবশ্যই ওর সাথে দেখা করবো, সে ভাবলো। শেখ আমাকে ঘুমানোর জন্য একটি মাদুর দিয়েছে, কিন্তু আমার টাকার প্রয়োজন। *আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করবো, ইলওয়ান শাহেব এবং সেই কারণে তুমি শেখ আলীর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নও। বস্তুত, এই নিরাপত্তাহীন জগতে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।*

হাঁটতে-হাঁটতে সে মারিফ স্কোয়ারে অবস্থিত "যাহরা"-এর মস্ত ভবনের কাছে পৌঁছলো। বাড়িটি দেখে তার প্রথম চিন্তাই হলো যে এর দরোজা-জানালা গলিয়ে বা ভেঙে ভিতরে ঢোকা খুব কষ্টসাধ্য হবে। জেলের চারপাশে প্রহরীর মতো বাড়িটির চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে সার-সার গাড়ি; বেইজমেন্টের জানালার গ্রীল থেকে ভেসে আসা ছাপাখানার ঘর্‌ঘর শব্দ ডরমিটরিতে ঘুমন্ত মানুষের মৃদু নাক ডাকার শব্দের মতো শোনাচ্ছিলো। দালানে প্রবেশরত জনস্রোতের মধ্যে মিশে গিয়ে সে ঢুকে গিয়ে "অনুসন্ধান" ডেস্কে পৌঁছে গম্ভীর গলায় রউফ ইলওয়ানের সাথে দেখা করার কথা বললো। তার সাহসী, প্রায় উদ্ধত চাহনির দিকে খানিকটা অসন্তুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অভ্যর্থনাকক্ষের কেরানিটি মুখ ফিরিয়ে বললো, "পাঁচ তলায়।" তড়িঘড়ি করে লিফটের কাছে গিয়ে অন্যদের সাথে যোগ দিলো। কিন্তু তার নীল রঙা স্যুট ও খেলাধুলার জুতো, বিশেষ করে সরু লম্বা নাকের দুপাশে মটমটিয়ে তাকানো বড়ো বড়ো চোখ দুটোর জন্য

www.BanglaBook.org

তাকে দলের অন্যান্য লোকদের মধ্যে বেখাপ্পা লাগছিলো। একটা মেয়ের চোখে চোখ পড়তেই সে মনে-মনে তার প্রাক্তন স্ত্রী ও তার প্রেমিককে রুদ্ধশ্বাসে অভিশাপ দিতে-দিতে তাদের ধ্বংস কামনা করতে লাগলো।

কোনো পিয়ন-চাপরাশি থামাবার আগেই সে পাঁচতলার করিডোর দিয়ে সড়্যুৎ করে সেক্রেটারীর অফিসে ঢুকে গেলো। রাস্তার দিকের দেয়ালটি সম্পূর্ণ কাঁচে তৈরি। বড়ো-সড়ো একটি আয়তাকার কক্ষ এটি, কিন্তু বসার কোনো জায়গা নেই। সে সেক্রেটারীকে টেলিফোনে কাউকে বলতে শুনলো যে, রউফ শাহেব প্রধান সম্পাদকের সাথে মিটিং-এ ব্যস্ত আছেন এবং দু'ঘন্টার মধ্যে সেখান থেকে ফিরবেন না। অনভ্যস্ত স্থানে বেখাপ্পা অনুভব করে সায়ীদ খুব সাহসিকতার সঙ্গে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে কক্ষের অন্যান্য লোকদের প্রতি প্রায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখতে-দেখতে আগের সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে লাগলো যখন এরকম লোকদের প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে যেন তাদের গলা কেটে ফেলতে চাইতো। সে ভাবলো, এই সমস্ত লোকেরা আজকাল কেমন?

মনে হলো, রউফ খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, মহামানব, যেন এই কক্ষটির মতোই বিশাল। পুরোনো বন্ধুদের পুনর্মিলনের জন্য এটি যথোপযুক্ত জায়গা নয়। রউফের পক্ষে এখানে স্বাভাবিক ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। ছিলো একটা সময় যখন সে শরিয়া মোহাম্মদ আলী লেনের এক কোণায় ঠাঁই পাওয়া "আল-নাযির" ম্যাগাজিনের এক সামান্য মসীজীবী ছিলো, একজন গরীব লেখক, স্বাধীনতার দাবিতে কণ্ঠ যার সোচ্চার হয়ে উঠতো। *ভাবছি এখন তুমি কি রকম হয়েছ, রউফ? নবাইয়াও কি তোমারই মতো পরিবর্তিত হয়ে গেছে? সানার মতো সেও কি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে? না, না, এসব বাজে চিন্তা আমাকে ত্যাগ করতে হবে। এই বিলাসবহুল অফিসকক্ষ শ্রেণী, পত্রিকায় ঐ বিভ্রান্তকারী লেখাসমূহ এবং মনে ছাপ ফেলার মতো এই সমস্ত জৌলুশ সত্ত্বেও সে এখনও প্রিয় বন্ধু ও সাহায্যকারী, স্বাধীনতার প্রতিরক্ষায় সদা নিষ্পেষিত তরবারি এবং চিরকালই সে তেমনি থাকবে। তোমাকে আলিঙ্গন করতে এই দুর্গ যদি বাধা হয়ে থাকে, রউফ, টেলিফোন নির্দেশিকা দেখে তোমার বাড়ির ঠিকানা বের করে সেখানেই তোমার সাথে দেখাকরবো।*

শরীয়া আল-নীলের পাশে নদী-তীরে ভেজা-ভেজা ঘাসের উপর বসে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। রাস্তার বিজলিবাতির আলোয় তৈরি হওয়া এক গাছের প্রলম্বিত ছায়ায় বসে সে তারও চেয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলো। কৃষ্ণপক্ষের সরু চাঁদ অনেক আগেই ডুবেছে, নিকষ কালো আকাশের এখানে-সেখানে দু'একটি তারা নিবুনিবু করে জ্বলছে। খরতাপে দগ্ধ ছাতিফাটা দিনের পরে এসেছে প্রশান্তিময় রাত। তারই পেলবতায় স্নাত হয়ে রমণীয় হয়ে একটু বাতাস ফুরফুর করে বইছে। এইখানে সে নদীর দিকে পিঠ দিয়ে খাড়া দুই হাঁটুর দু'পাশ দিয়ে দু'হাত ঘুরিয়ে এনে আঙুলে-আঙুলে গিঁট পাকিয়ে

www.BanglaBook.org

১৮ নং বাংলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঠায় বসে রইলো।

কী বিশাল প্রাসাদ, সে ভাবলো। তিন দিক খোলা, চতুর্থ দিকে প্রশস্ত বাগান। শাদাবাড়ির দেহ ঘিরে লম্বা গাছগুলো যেন ফিসফিস করে কী বলছে! এ দৃশ্য যেন কতো পরিচিত, পেছনে ফেলে-আসা তার একদা-সুন্দর জীবনযাত্রার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রউফ কি করে এই অবস্থায় পৌঁছুলো? এবং এতো অল্প সময়ের মধ্যে! ডাকাতরাও এতো তাড়াতাড়ি এতো কিছু করার কল্পনাও করতে পারে না। অসদুদ্দেশে ভেতরে ঢুকে পড়ার পরিকল্পনা করা ব্যতিরেকে এমন প্রাসাদোপম বাড়ির দিকে আমি কখনও তাকিয়ে দেখিনি। এই রকম একটি স্থানে বন্ধুত্ব পাওয়ার এখন সত্যিই কি কোনো আশা আছে? তুমি সত্যিই একটি রহস্য, রউফ ইলওয়ান, কিন্তু তোমার গোপন কথা তোমাকে ফাঁস করতে হবে।

ইলওয়ান ও মাহরান-এ ছন্দের মিল, কি অবাক কান্ড, তাই না? এবং সেই সারমেয় ইলীষ, আমার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফসল আত্মসাৎ করে নিয়ে তারই প্রাচুর্যে গড়াগড়ি দেবে, তাও কি অদ্ভুত নয়?

বাড়িটির বিশাল গেটের সামনে একটি গাড়ি থামতেই সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দারোয়ান গেট খুলে দিতেই সে রাস্তার আড়াআড়ি দৌড়ে গিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে একটু নিচু হয়ে দাঁড়ালো যাতে গাড়িচালক তাকে সহজে দেখতে পায়। গাড়ির ভিতরকার আরোহী যখন স্পষ্টতই তাকে অন্ধকারে চিনতে ব্যর্থ হলো, সায়ীদ হাঁক দিয়ে বললো, "রউফ, আমি সায়ীদ মাহরান।" গাড়ির ভেতরের লোকটি গাড়ির দরোজার নামানো কাঁচের খুব কাছে মাথাটি নিয়ে এসে, স্পষ্ট বিস্ময়ে, খুব নিচু কিন্তু সযত্ন ও স্পষ্ট উচ্চারণে নিজের নামটি পুনর্বার উচ্চারণ করে। রউফের মুখের ভাব সায়ীদ বুঝতে পারলো না, কিন্তু কণ্ঠস্বরে আশান্বিত বোধ করলো। মুহূর্তের স্থবির নীরবতার পর গাড়ির দরোজা খুলে গেলে সায়ীদ তাকে বলতে শুনলো, "উঠে এসো।"

সূচনা হিশেবে ভালোই, সে ভাবলো। দামি কাঁচে ঘেরা অফিস-কক্ষ-শ্রেণী এবং চোখ জুড়ানো বিশাল বাংলো সত্ত্বেও, যে রউফ ইলওয়ানকে সে চিনতো সে তেমনিই আছে। বেহালা-আকৃতির গাড়ি-পথ দিয়ে বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে সোপানশ্রেণীর নিচে এসে গাড়িটি দাঁড়ালো।

"কেমন আছো, সায়ীদ? বেরোলে কখন?"

"গতকাল।"

"গতকাল?"

"হ্যাঁ, তোমার সাথে কালকেই দেখা করতে আসা উচিৎ ছিলো, কিন্তু কতগুলো জিনিশের প্রতি জরুরি নজর দেয়ার প্রয়োজন ছিলো এবং বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো, তাই শেখ আলী আল-জুনায়েদীর বাড়িতে রাতটা কাটিয়েছি। তাঁর কথা মনে আছে তো?"

"নিশ্চয়ই। তোমার মরহুম আব্বার পীর। বহুবার তোমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেছি।" গাড়ি থেকে বেরিয়ে অভ্যর্থনাকক্ষে গিয়ে তারা বসলো।

"বেশ মজাদার ব্যাপারই ছিলো সেগুলো, তাই না?"

"হ্যাঁ এবং ওদের গানে বেশ নেশা-নেশাই লাগতো আমার।"

একটি কাজের লোক এসে ঝাড়বাতিটি জ্বালিয়ে দিলে এর বিশালত্ব, অসংখ্য চাঁদ-তারা শোভিত উল্টো-বসানো বাল্বগুলো সায়ীদের চোখ ঝলশে দিলো। সমগ্র কক্ষে ঠিকরে পড়া উজ্জ্বল আলো কোণায় বসানো কাঁচে প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। ছোটো-খাটো সুন্দর-সুন্দর শিল্পবস্তু সুন্দর স্ট্যান্ড ও ফ্রেমে ঘরে এমন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে, মনে হয় যেন ইতিহাসের অপরিজ্ঞাত দূরবস্থা থেকে সেগুলোকে শুধু এই উদ্দেশেই উদ্ধার করা হয়েছে। সিলিং অলংকরণ প্রাচুর্যে ভরপুর। সুন্দর ডিজাইনের ঘরময় বিস্তৃত কার্পেটের ওপর এখানে-ওখানে বসানো সুন্দর-সুন্দর আরামদায়ক কুশন ও চেয়ার। সবশেষে তার চোখ এসে স্থির হলো গৃহকর্তা ইলওয়ানের মুখমন্ডলের ওপর যা, এখন খাদ ভর্তি হয়ে গোলাকৃতির পূর্ণতা পেয়েছে। একদিন এই মুখ সে ভালোবেসেছিলো, রউফের বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার মুখের দিকে চেয়ে এর প্রত্যেকটি ভাঁজ ও বৈশিষ্ট্য তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো ; মাঝে-মাঝে শিল্প-বস্তুর এটি-ওটির দিকে চোরাচাউনি দেয়ার মাঝে ঐ মুখটি ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। এর মধ্যে একজন চাকর এসে বাগানের দিকের উঁচুতে বসানো ফরাশি জানালা খুলে দিলে ফুটন্ত ফুলের সুমিষ্ট ঘ্রাণ নিয়ে আসা বাতাসে ঘর ভরে গেলো।

সুন্দর আলো ও প্রাণ-মাতানো সৌরভ মনকে বিহ্বল করে দেয়, কিন্তু তবুও সায়ীদ খেয়াল না করে পারলো না যে এর পরিপূর্ণতায় রউফের মুখমন্ডলটি প্রায় গো-মুখো হয়ে উঠেছে এবং তার আপাত-বন্ধুত্ব ও সৌজন্য সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা শীতলতা বিরাজ করছিলো। রউফের খানিকটা থ্যাবড়াটে নাক ও ভারি চোয়াল হওয়া সত্ত্বেও কৌলিন্য-সঞ্জাত এক অপরিচিত ও অস্বস্তিকর সুমিষ্ট ব্যবহার শীতলতার দেয়াল আরো দুর্ভেদ্য করে তোলে। বিদ্যমান এই একটিমাত্র ভরসার স্থলও যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তার আর কি থাকলো?

পৌরাণিক চিত্র সংবলিত একটি আলোকোজ্জ্বল পিলারের চতুর্দিকে একটু ছোটো চত্বরমতো জায়গায় তিন দিকে আরামকেদারাবেষ্টিত হয়ে বাগানের দিকের একটি খোলা জানালার কাছে রউফ বসলো। কোনো রকম উদ্বেগ ও ইতস্ততা না-দেখিয়ে সায়ীদও বসে পড়লো।

ইলওয়ান তার লম্বা পা দুটি ছড়িয়ে দিলো। "তুমি কি খবর-কাগজের অফিসে আমাকে খুঁজেছিলে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু মনে হলো, আমাদের দেখা হওয়ার জন্য ওটা উপযুক্ত জায়গা নয়।"

মাড়ির কাছে কালচে দাগ পড়া দাঁত দেখিয়ে রউফ হাসলো।

"অফিস তো সদা ঘূর্ণ্যমান একটি ঘূর্ণাবর্তের মতো। এখানে কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছিলে?"

"মনে হয় সমস্ত জীবন।"

রউফ আবার হাসলো। "একটা সময় ছিলো সন্দেহ নেই যখন এই রাস্তা তোমার খুব পরিচিত ছিলো?"

"অবশ্যই।" সায়ীদও হাসলো। "এখানে অবস্থিত আমার মক্কেলদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণেই তাদের বাড়িঘর আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ ফাযিল হাসনাইন পাশার বাংলোর কথাই ধরো, যেখানে এক সফরেই সত্তর হাজার টাকা পেয়েছিলাম, অথবা চিত্রাভিনেত্রী কাওয়াকিবের বাসা যেখান থেকে পেয়েছিলাম অতি মূল্যবান একজোড়া হীরার কানফুল।"

একটি বোতল, দুটো গ্লাশ, বেগনি রঙের সুন্দর ছোট্টো একটি বরফের বাকেট, পিরামিড আকারে সাজানো এক প্লেট আপেল, আরো কয়েক প্লেট নানা রকমের খাবার ও রৌপ্য-নির্মিত একটি পানির জগ ট্রলিতে ভর্তি করে সেটি ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো একজন চাকর।

রউফ ইশারায় চাকরকে চলে যেতে বলে নিজের হাতে গ্লাশ দুটো ভরে একটি সায়ীদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অন্যটি নিজে নিয়ে উঁচিয়ে তুলে বললো ঃ "স্বাধীনতার উদ্দেশে।" সায়ীদ যখন একটানেই গ্লাশ নিঃশেষ করে ফেলে তখন রউফ এক চুমুক পান করে বললো- "ভালো কথা, তোমার মেয়ে কেমন আছে? ওহ হো জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি- তুমি শেখ আলীর বাড়িতে রাত কাটালে কেন?"

সায়ীদ ভাবলো, কী হয়েছে ও জানে না, কিন্তু এখনও আমার মেয়ের কথা মনে রেখেছে। এর পর তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী সে ঠান্ডা মস্তিষ্কে রউফকে শোনালো।

"সুতরাং গতকাল একবার আল-সেরাফি লেনে গিয়েছিলাম," সে পরিসমাপ্তি টেনে বললো। "যেমন ভেবেছিলাম, সেখানে একটি গোয়েন্দা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো এবং আমার নিজের মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আমার মুখের ওপরই চেঁচামেচি শুরু করে দিলো।" সে আর এক পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলো।

"করুণ কাহিনী। কিন্তু তোমার মেয়েকে দোষ দেয়া যায় না। তোমার কথা এখন আর মনে নেই। পরে বড়ো হতে হতে সে তোমাকে চিনবে এবং ভালোবাসবে।"

"মেয়েজাতের কারো ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই।"

"এখন তোমার এ রকমই মনে হবে। কিন্তু আগামীকাল, কে জানে তোমার কেমন মনে হবে? নিজে-নিজেই তুমি মত পাল্টাবে। এই-ই পৃথিবীর নিয়ম।"

টেলিফোন বেজে উঠলো। রউফ উঠে গিয়ে রিসিভার কানে তুলে এক মুহূর্ত শুনলো। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এবং সে টেলিফোনটি নিয়ে বাইরের দিকে চলে গেলো। এই সুযোগে সায়ীদের শানিত চোখ সব কিছু দেখতে লাগলো। নিশ্চয়ই কোনো মহিলার টেলিফোন। ঐ রকম হাসি, বারান্দার অন্ধকারে চলে যাওয়া- এর অর্থ একটাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতে পারে– মেয়েমানুষ। সে ভাবলো, ইলওয়ান এখনও অবিবাহিত কিনা। যদিও তারা বেশ আরামে জাঁকিয়ে বসে গালগল্প করতে–করতে হুইস্কি পান করছিলো, সায়ীদ অনুভব করলো যে এরকম সাক্ষাৎকারের পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হবে। অনির্ণীত কোনো ক্যান্সারের সম্ভাব্য ভীতিপ্রদ উপস্থিতির মতো অনুভূতিটা ঠিক বর্ণনা করা যাচ্ছিলো না, কিন্তু ষষ্টেন্দ্রিয়ের ইশারার ওপর নির্ভর করে সে এটাকে বিশ্বাস করতে লাগলো। যে সমস্ত এলাকায় সায়ীদ পূর্বে ঘর ভেঙে চুরি করতে এসেছে মাত্র এখন তেমনি এক অভিজাত এলাকার বাসিন্দা এই লোকটি যদিও তাকে বাড়িতে অভ্যর্থনা জানাতে বাধ্য হয়েছে, তবুও সে এতোই পরিবর্তিত হয়েছে যে, এখন সে পূর্বের ছায়ামাত্র। বারান্দায় রউফের হঠাৎ হাসির ঝনঝনানি শুনে, সে আরও ঘাবড়ে গেলো। যা হোক, খুব শান্তভাবে একটি আপেল তুলে কামড়াতে–কামড়াতে সে ভাবতে লাগলো, যে লোকটি এখন টেলিফোনে খিলখিল করে হাসছে তার মগজ থেকে বেরিয়ে আসা ভাবনাসমূহকে বাস্তবে রূপায়ন ব্যতীত তার জীবনে তেমন করে আর অন্য কোনো কিছুই ছিলো না। সেই ধ্যান ধারণাসমূহের সাথে প্রতারণা করে থাকলে কেমন হতো?

তাহলে তাকে চরম মূল্য দিতে হতো। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

বারান্দা থেকে ফিরে এসে টেলিফোনটা রেখে দিলো রউফ ইলওয়ান। তাকে খুব খুশি–খুশি লাগছিলো। "অতএব। মুক্তির জন্য অভিনন্দন গ্রহণ করো। স্বাধীন হওয়া সত্যিই খুব মূল্যবান। অন্য যে কোনো কিছু– তা যতো মূল্যবানই হোক– হারানোর বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া গেলে সেই হারানোর ব্যথা পুষিয়ে যায়।" এক টুকরো পেস্ট্রি মুখে তুলে দিয়ে সায়ীদ সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো, কিন্তু এই মাত্র কি বলা হলো সে ব্যাপারে সে সত্যিকার কোনো আগ্রহ দেখায়নি। দুটো গ্লাশেই হুইস্কি ঢালতে–ঢালতে রউফ বলতে লাগলো, "জেল থেকে বেরিয়ে তুমি এখন এক নতুন জগত দেখতে পাচ্ছো।" সায়ীদ কোনো কথা না–বলে খাবার খেয়ে যেতে লাগলো।

সঙ্গীর দিকে দৃষ্টি ফেলে সায়ীদ তার মুখে বিরক্তির মেঘ দেখতে পেলো, যা অতি তাড়াতাড়ি হাসির রৌদ্রচ্ছটায় ঢেকে ফেলা হলো। সে সরল মনে তোমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে ভাবা পাগলামি। সঠিক কাজটি করা– এরকম একটি কৃত্রিম শিষ্টাচার এটি এবং শিগগিরই তা উবে যাবে। এর সামনে তাবৎ প্রতারণা ফ্যাকাশে হয়ে যায় ; কী গভীর শূন্যতা তাহলে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করবে।

আলোকোজ্জ্বল পিলারের একটি গর্তমতো জায়গা থেকে হাত বাড়িয়ে রউফ সুন্দর করে চীনে অক্ষর–শোভিত একটি সুদৃশ্য সিগারেট–কেস বের করে আনলো। "দেখ সায়ীদ," একটা সিগারেট হাতে নিতে–নিতে সে বললো, "যে সমস্ত উপাদান আমাদের জীবনের শান্তি বিঘ্নিত করতো এখন তা তিরোহিত হয়েছে।"

"জেলে খবরটা আমাদেরকে হতবাক করে দিয়েছিলো।" খাবার ভর্তি মুখে সায়ীদ বললো। "এমন জিনিশ কে ভাবতে পেরেছিলো?" মৃদু হাসি সহযোগে সে রউফের দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকালো। "এখন আর কোনো শ্রেণী সংগ্রাম নেই?"

"এবার যুদ্ধ বিরতি হোক ! প্রত্যেক সংগ্রামেই যুদ্ধের একটা যথোপযুক্ত ক্ষেত্র আছে।"

"এবং এই জমকালো ড্রয়িংরুম," চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সায়ীদ বললো, "একটি প্যারেড ময়দানের মতো বিশাল।" সে তার বন্ধুর চোখে শীতল চাউনি দেখতে পেয়ে কথাটা বলে ফেলার জন্য তক্ষুণি অনুতপ্ত বোধ করলো। তোমার জিহ্বা কেনো ভদ্র, সংযত হতে জানে না?"

"কি বলতে চাও?" হিমশীতল কণ্ঠে রউফ জিজ্ঞেস করলো।

"না, মানে বলতে চেয়েছিলাম যে, এটি হচ্ছে পরিশীলিত রুচিবোধের আদর্শ এবং–"

"বলে ফেলো। আমি তোমাকে ঠিক–ঠিক বুঝতে পারি, কারণ যে কোনো কারো চেয়ে আমি তোমাকে ভালো চিনি।"

সায়ীদ একটু সহজ হাসির চেষ্টা করে বললো, "আমি খারাপ কিছু একদমই বোঝাতে চাইনি।"

"কখনো ভুলে যেও না, আমি হাড়ভাঙা পরিশ্রমের অর্থে জীবন ধারন করে থাকি।"

"সে সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যও আমার সন্দেহ হয়নি। দয়া করে রাগ করো না।"

রউফ জোরে–জোরে সিগারেট টানতে লাগলো। কিন্তু আর কোনো মন্তব্য করলো না।

খাওয়া এবার বন্ধ করা উচিৎ সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে সায়ীদ বললো, "জেলখানার বাতাবরণ থেকে এখনো পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি। ভদ্র বাক্যালাপ ও শিষ্টাচার আবার আয়ত্ব করতে বেশ কিছু সময় লাগবে মনে হচ্ছে। তাছাড়া সেই দুর্ভাগ্যজনক সাক্ষাৎকার যেখানে আমার নিজের মেয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে– তার ফলে মাথা আমার এখনো ঘুরছে।"

নীরব মার্জনায় যেন রউফের ইবলিশী ভ্রূ–যুগল একটু উপরে বেঁকে উঠলো। তার মুখের ওপর দিয়ে সায়ীদের চোখ জোড়া ঘুরে এসে খাবার ওপর স্থির হয়ে পুনরায় শুরু করার অনুমতি চাইছিলো বলে মনে হলো, তখন প্রশান্তভাবে সে বললো, "শুরু করো।"

যেন কিছু হয়নি এমন একটি ভাব করে সায়ীদ পুণোদ্যমে আবার খাওয়া শুরু করে একদম প্লেটের সব খাবার শেষ না–করা পর্যন্ত আর এদিক–ওদিক চাইলো না। মিটিং এখনই শেষ হওয়া উচিৎ এমনি তাড়াতাড়ি করে এই সময় রউফ বললো, "অবস্থার এবার আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ভেবেছো?"

সায়ীদ একটা সিগারেট ধরালো। "আমার অতীত এখনো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ দেয়নি।"

"আমার মনে হয় পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে মেয়েলোকের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেবল একটি মেয়েমানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় নিজেকে এতোটা উতলা হতে দিও না। তোমার মেয়ে বড়ো হয়ে একদিন তোমাকে চিনতে পারবে ও ভালোবাসবে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কাজ যোগাড় করা।"

মর্যাদা ও স্থিরতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি একটি চীনা দেবতামূর্তির দিকে চেয়ে দেখতে–দেখতে সায়ীদ বললো, "জেলে থাকতে আমি দর্জির কাজ শিখেছি।"

"তাহলে কি তুমি দর্জির দোকান খুলতে চাও?" বিস্মিত হয়ে রউফ বললো।

"অবশ্যই না," শান্তভাবে সায়ীদ উত্তর দিলো।

"তাহলে কি করবে?"

সায়ীদ তার দিকে তাকালো। "সারা জীবনে তো একটা কাজই আমি শিখেছি।"

"তাহলে কি আবার সিঁদ কাটা শুরু করবে নাকি?" রউফকে প্রায় আতংকিত মনে হলো।

"তুমিই তো জানো, এটা সবচেয়ে লাভজনক।"

"আমি জানি ! আমি ঘোড়ার ডিম জানবো কি করে?"

"এতো ক্ষেপে যাচ্ছো কেন?" অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে সায়ীদ বললো। "বলতে চেয়েছি ঃ আমার অতীত থেকেই তো তুমি জানো, তাই না?"

রউফ দৃষ্টি নত করে সায়ীদের মন্তব্যের আন্তরিকতা যেন মূল্যায়ন করে দেখলো, স্পষ্টতই স্বাভাবিক ভদ্রতা রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে পড়লো এবং সাক্ষাৎকারটি শেষ করার জন্য সে পথ খুঁজতে লাগলো। "শোনো, সায়ীদ। অবস্থা আর আগের মতো নেই। অতীতে তুমি চোর ও আমার বন্ধু একই সাথে ছিলে, কি কারণে তা তুমিই ভালো জানো। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আবার তুমি সিঁদ কাটায় ফিরে গেলে কেবল একটি চোর ছাড়া আর কোনো পরিচয়ই তোমার থাকবে না।"

রউফের বক্তব্যের নির্মম অসংকোচের ধাক্কায় সায়ীদ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। পরে রাগ অবদমন করে বসলো এবং শান্তভাবে বললো, "ঠিক আছে। আমি যানিয়ে নিতে পারি এমন একটা কাজের নাম করো তো।"

"যা হোক যে কোনো কাজ। তুমি কেবল বলে যাও, আমি শুনবো।"

"আমি সুখী হবো।" স্পষ্ট বিদ্রূপহীনতার সাথে সায়ীদ শুরু করলো, "তোমার কাগজে সাংবাদিক হিশেবে কাজ করতে পারলে। আমি একজন সুশিক্ষিত মানুষ এবং তোমার পুরোনো শিষ্য। তোমার তত্ত্বাবধানে আমি অসংখ্য বই পড়েছি এবং আমার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কেও তোমার প্রশংসা অর্জন করেছি।"

রউফ অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়তে লাগলো। উজ্জ্বল আলোয় তার মাথার কালো চুলরাশি চকচক করতে লাগলো। "এটা কোনো তামাশার সময় নয়। তুমি কখনো লেখক ছিলে না এবং সবেমাত্র কাল তুমি জেল থেকে খালাস পেয়েছো। এই সমস্ত ভাঁড়ামিতে আমার সময় নষ্ট হচ্ছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাহলে কি আমাকে চাকরসুলভ কোনো কাজ বেছে নিতে হবে?"

"সততাপূর্ণ হলে কোনো কাজই চাকরসুলভ নয়।"

সায়ীদের মধ্যে একটা চরম বেপরোয়া ভাব এসে গেলো। সে ফিটফাট সাজানো ড্রইংরুমের চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, "ধনীদের পক্ষে আমাদের দারিদ্র্যের সুপারিশ করা কি বিস্ময়কর ব্যাপার!" রউফ তার ঘড়ির দিকে তাকাবার মতো প্রতিক্রিয়াটুকুই ব্যক্ত করলো।

"নিশ্চয়ই আমি তোমার অনেক সময় নষ্ট করেছি।" আস্তে করে সায়ীদ বললো।

"তা, ঠিক," ভাদ্র-দুপুরের জ্বলন্ত সূর্যের নিষ্ঠুর দহনের মতো রউফ সরাসরি বললো। "আমার অনেক কাজ আছে।"

দাঁড়াতে-দাঁড়াতে সায়ীদ বললো, "তোমার সহৃদয় আতিথেয়তা ও খাবারের জন্য ধন্যবাদ।"

রউফ মানিব্যাগ বার করে ওকে দুটো পাঁচ টাকার নোট ধরিয়ে দিলো। "এ দিয়ে কোনো রকমে চালিয়ে নাও। আমার অনেক কাজ আছে বলার জন্য মেহেরবানী করে মাফ করে দিও। আজ সন্ধ্যায় যেমন কাজবিহীন ছিলাম কদাচিৎ তুমি আমাকে এ অবস্থায় পাবে।"

সায়ীদ খানিকটা হেসে নোট দুটো নিয়ে উষ্ণভাবে রউফের করমর্দন করে তাকে শুভেচ্ছা জানায়; "আল্লাহ্ তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করুন।"

চার

অতএব এই হচ্ছে আসল রউফ ইলওয়ান, নগ্ন বাস্তবতা—ভদ্রভাবে সমাধিস্থ না—করা একটি জিন্দা লাশ। অন্য রউফ ইলওয়ান— বিগত দিনের মতো, মানব ইতিহাসের প্রথম দিবসের মতো, কিংবা নবাইয়ার ভালোবাসা অথবা ইলীষের আনুগত্যের মতো— নিঃশেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাইরের চেহারা দেখে আর কিছুতেই প্রতারিত হবো না। তার সদয় বাক্য চতুরালিতে ভরা, হাসি ঠোঁটের বাঁকা ভঙ্গিমা যে কিছুই নয় এবং ঔদার্য প্রতিরক্ষামূলক আঙুলের টুস্‌কি মাত্র। এক প্রচণ্ড অপরাধবোধের তাড়নায়ই কেবল সে, আমাকে তার দোরগোড়া মাড়িয়ে ঘরের ভিতর ঢুকতে দিয়েছে। আমাকে এমনিভাবে তৈরি করে এখন আবার তুমি প্রত্যাখ্যান করছো ; তোমার ভাবনারাজি আমার মধ্যে একটু করে দানা বাঁধতে—বাঁধতে আদর্শের একটি প্রতিমূর্তি গড়ে তোলার পর তা হঠাৎ করেই পাল্টে দিচ্ছো— আমাকে তা আশাহীন, দিকচিহ্নহীন ও অস্তিত্বহীন এক শূন্যতায় নিক্ষেপ করছে। এই প্রতারণা এতো জঘন্য যে, সমস্ত মুকাত্তাম পাহাড় ভেঙে পড়ে একে ঢেকে দিলেও আমি হয়তো খুশি হবো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে মনে ভাবি, তুমি কি কখনো নিজের কাছেও স্বীকার করো যে তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছো! হয়তোবা তুমি অন্যকে প্রতারিত করার যতোটা চেষ্টা করো নিজেকে ততোটাই প্রতারিত করে বসে আছো। রাতের অন্ধকারেও কি বিবেক তোমাকে দংশন করেনি? ইচ্ছে হয় দামি কাঁচ ও শিল্পসামগ্রী দিয়ে সাজানো তোমার বাড়ির ভেতরে যেমন করে আমি ঢুকতে পেরেছি তেমন করে যদি তোমার অন্তর্লোকেও প্রবেশ করতে পারতাম, কিন্তু সেখানেও সম্ভবত বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতাম না: রউফের ছদ্মবেশে নবাইয়া, নবাইয়ার ছদ্মবেশে রউফ, অথবা দু"জনেরই জায়গায় শুধু ইলীষ সিদ্রা— এবং মূর্তিমান প্রতারণা প্রচন্ড চিৎকারে বলে উঠতো, এর চেয়ে ন্যক্কারজনক অপরাধ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি হয়নি। আমার চোখের আড়ালে তারা নিশ্চয়ই বহুবার লালসাপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করেছে, যা মৃত্যুর মতো হামাগুড়ি দেয়া স্রোতে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, অথবা বিভ্রান্ত চড়ুইয়ের দিকে পেটের ওপর ভর দিয়ে একটু—একটু করে এগিয়ে এসে গ্রাস করেছো। তাদের সুযোগ যখন এলো তখন সমস্ত দ্বিধা—সংকোচ ও সৌজন্যবোধ পুরোনো লেবাসের মতো পরিত্যাগ করে গলির এক কোণে আমার নিজেরই বাড়িতে ইলীষ সিদ্রা অবশেষে বলে উঠলো, "আমি পুলিশকে বলে দেবো। এবারে এই উটকো ঝামেলা থেকে আমরা মুক্তি চাই," এবং আমার সন্তানের মন নীরব হয়ে বসে থাকলো— যে রসনা যা এতোবার এবং এতো প্রভুত পরিমাণে কতো রকম করে আমাকে বলেছে, "আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ তুমি," একদম চুপ করে থাকলো। এবং আমি দেখতে পেলাম আল—সেরাফি লেনে পুলিশ এসে আমাকে ঘিরে ফেলে চতুর্দিক থেকে কিল—ঘুষি—লাথি মারতে লাগলো, যদিও তখন পর্যন্ত দৈত্যও তার সমস্ত চতুরতা দিয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

তুমিও একই, রউফ— জানি না তোমাদের মধ্যে কে বেশি ছলনাপূর্ণ— পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে, তোমার বুদ্ধিমত্তা ও অতীত বন্ধুত্বের কারণে তোমার অপরাধ গুরুতর : আমাকে জেলে ঠেলে দিয়ে তুমি সটকে পড়ে স্বাধীন থাকলে তোমার আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদো বস্তি ও প্রাসাদ সম্পর্কে তোমার সেই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ বাণী তুমি নিশ্চয়ই ভুলেছো, তাই না? আমি তা কোনোদিনই ভুলবো না।

আব্বাস ব্রিজের কাছে একটা পাথরের বেঞ্চের ওপর বসে তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সে প্রথমবারের মতো সচেতন হলো।

"সে ধাক্কা কুলিয়ে ওঠার সময় পাওয়ার পূর্বে কাজটি এখনই করা সর্বোত্তম," অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করেই যেন সে সশব্দে বলে উঠলো। নিজেকে আমি আর ধরে রাখতে পারছি না, সে ভাবলো। আমার পেশা চিরকাল আমারই থাকবে, সঠিক ও আইনসংগত ব্যবসায়, বিশেষ করে এর প্রণেতা ও দার্শনিকের উদ্দেশ্যেই যখন তা পরিচালিত। বেজন্মাদের শায়েস্তা করার পর আমার লুকিয়ে থাকার মতো যথেষ্ট স্থান পৃথিবীতে পাওয়া যাবে। যদি নবাইয়া, ইলীষ ও রউফকে উপেক্ষা করে অতীতবিহীন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে বাঁচতে পারি তাহলে একটা প্রচন্ড বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়া যেত; ফাঁসির দড়ি থেকে অনেক দূরে এক সহজ-সরল জীবন পরিচালনার জন্য নিজেকে অধিকতর প্রস্তুত মনে হতো। কিন্তু এদের সাথে চরম বোঝাপড়ার আগে অতীত যেহেতু ভোলা যাবে না, জীবনও ততোক্ষণ পর্যন্ত বিস্বাদ ঠেকবে। এর সহজ-সরল কারণ এই যে আমার মনে ব্যাপারগুলো অতীত নয়, এখানের এই মুহূর্তের জীবন্ত বর্তমান। আজ রাতের অভিযানই হবে আমার কার্যধারার সর্বোত্তম সূচনা। এবং বেশ জাঁকালো অভিযানই হবে বটে।

তীরবর্তী রাস্তার প্রতিফলিত আলোর লম্বালম্বি রশ্মির সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে কালো-কালো ঢেউ তুলে নাচতে-নাচতে বয়ে চলেছে নীল নদী। সম্পূর্ণ ও প্রশান্তিময় এক অখন্ড নীরবতা চারদিকে।

ভোরের আলো ফুটতে তারকারা যখন ধরণীর আরো কাছে সরে এলো, সায়ীদ তখন আড়মোড়া ভেঙে উঠে নদী তীর ধরে যেখান থেকে এসেছিলো সেই পথে আস্তে-আস্তে পা বাড়ালো, যে দুএকটি বাতি এখনো জ্বলছিলো তা এড়িয়ে যেতে যেতে বাড়িটার নিকটবর্তী হলে গতি আরো কমিয়ে দিলো। সড়ক, চারিদিকের ভূমি, বড়ো-বড়ো বাড়িগুলোর দেয়াল তথা নদীর তীর পর্যবেক্ষণ করে এগোতে-এগোতে অপ্রাপ্য প্রশান্তিতে ছলনা যেখানে ঢুলু-ঢুলু করছে সেই ভূতের মতো খাড়া-দাঁড়ানো গাছ দিয়ে ঘেরা বিরাট ঘুমন্ত বাংলোর ওপর তার চোখ স্থির হলো।

সত্যিই খুব অভিমান হবে এবং চির জীবনের শঠতার এক যোগ্য প্রত্যুত্তর।

ডাইনে-বাঁয়ে না চেয়ে এবং কোনো রকমে সতর্কতা না দেখিয়ে সে অনেকটা অমনোযোগিভাবে রাস্তা অতিক্রম করলো। তারপর সামনে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে একটা পার্শ্বগলি ধরে ছোটো-ছোটো ঝোপের আড়াল ধরে এগুতে লাগলো। রাস্তার নির্জনতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে সাঁ করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে জেসমিন ও ভায়োলেট ফুলের ঝাড়ের মধ্যে একদম নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ঃ ঘরের মধ্যে যদি কোনো কুকুর থেকে থাকে- এর মালিক ব্যতীত, অবশ্য- তাহলে এখন ঘেউ-ঘেউ করে সারা পৃথিবী মাথায় তুলবে।

কিন্তু একটু নিঃশ্বাস পতনের শব্দও কোনোদিকে শোনা গেলো না।

তোমার শিষ্য আসছে, রউফ, পৃথিবীর নশ্বর দু'একটি বস্তুর ভার থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য।

জড়ানো পেঁচানো বেশ মোটা-সোটা শাখা-প্রশাখা এবং প্রচুর ফুল ও লতাপাতার বাধা সত্ত্বেও বানরের মতো সঞ্চালন-অভিজ্ঞ হাত-পা দিয়ে চটুল গতিতে সে ঝোপ গাছের মাথায় উঠে এলো। দু'হাতে শক্ত করে রেলিং ধরে তার সূঁচালো অগ্রভাগের ওপর দিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে ভেতরের বাগানের একটি গাছের শাখায় এসে সে নিজেকে নামালো। এই ডালের সাথে লেপটে থেকে শ্বাস ফিরাতে সে চারদিকের জায়গা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো ঃ একটা ঝোপ, গাছপালা এবং অন্ধকার ছায়াবাজি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রথমে ছাদে উঠে নিচে নেমে কোনখান থেকে ভেতরে ঢুকতে হবে। আমার কাছে হাতুড়ি, শাবল, টর্চলাইট অথবা এই বাড়ি সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা— এর কোনোটাই নেইঃ চাকরানি অথবা ধোপানির কাজের ছলনা করে নবাইয়া আগে এখানটা ঘুরে যায়নি; সে এখন ইলীষ সিদ্রাকে নিয়ে মেতে আছে।

অন্ধকারে বিদ্বিষ্ট ভ্রূকুটি সহযোগে এই সমস্ত চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে–করতে সে আলতো করে মাটিতে নামলো। হামাগুড়ি দিয়ে বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে হাতে একটা দেয়াল ঠেকলে তা ধরে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে একটা ড্রেনপাইপে হাত পড়ায় সে থামলো। তারপর সার্কাস খেলোয়াড়ের মতো ড্রেনপাইপ দিয়ে ছাদের দিকে উঠতে লাগলো। খানিকটা ওপরে ওঠার পর নাগালের সামান্য একটু বাইরে একটা খোলা জানালা দেখতে পেয়ে সেখান দিয়েই ভেতরে ঢোকার মনস্থ করলো। একটা পা প্রসারিত করে দিয়ে জানালার ওপরের সরু সানশেডের ওপর রাখলো। তারপর প্রথমে এক ও পরে অন্য হাতটি দিয়ে কার্ণিশ ধরলো। অবশেষে, যখন মনে হলো সমস্ত ওজন এবার সামলানো যাবে তখন সে ভিতরে সটকে পড়লো, মনে হলো রান্নাঘর মতো কোনো একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে দু'চোখে কিছুই দেখতে না পেয়ে সে দরোজা পাওয়ার জন্য হাতড়াতে লাগলো। ভিতরের দিকে অন্ধকার আরও গভীরতর হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেখানে ছাড়া দু'একটি মূল্যবান শিল্পদ্রব্য অথবা রউফের মোটা মানিব্যাগ আর কোথায় পাওয়া যাবে? তাকে যেতেই হবে ভেতরের দিকে।

দরোজা গলিয়ে ভেতরে ঢুকে অন্ধকারের প্রায়–দৈহিক বাধা সত্ত্বেও দু'হাতে দেয়াল ছুঁয়ে–ছুঁয়ে বেশ খানিকটা দূর এগিয়ে যাবার পর একটু সামান্য ঠান্ডা বাতাস এসে তার মুখমন্ডল স্পর্শ করলো বলে মনে হলো। এখানে কোত্থেকে এই বাতাস আসতে পারে ভাবতে–ভাবতে সে একটি কোণায় পৌঁছে বাঁক ঘুরে হাত সামনে লম্বা বাড়িয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে ছুঁতে–ছুঁতে মসৃণ দেয়াল ঘেঁষে এগোতে লাগলো। হঠাৎ তসবীহদানার মতো কিছু হাতে ঠেকে একটু সর্‌সর করে উঠলো। সে কেঁপে উঠলো। একটা পর্দা। অভীষ্টের খুব কাছাকাছি সে এখন নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে। পকেটে রাখা দিয়াশলাই বাক্সটির কথা মনে পড়লো। কিন্তু তা বের করার পরিবর্তে দু'হাত দিয়ে পর্দা সামান্য একটু ফাঁক করে নিঃশব্দ পায়ে আস্তে ভেতরে ঢুকে আবার কোনো রকম শব্দ না করেই আস্তে আস্তে ফাঁকটুকু বুজিয়ে দিলো। এক পা সামনে ফেলতেই কোনো একটা চেয়ার হবে, এর থেকে একটু সরে গিয়ে মাথা উঁচিয়ে কোনো ডিমলাইট জ্বলছে কিনা দেখলো। যা দেখতে পেলো তা হচ্ছে দুঃস্বপ্নের মতো চেপে থাকা এক নিকষ কালো অন্ধকার। মুহূর্তের জন্য আবার তার মনে বাতি জ্বালাবার চিন্তা এলো।

হঠাৎ করে আলোকরাশি জর্জরিত করে দিলো। চতুর্দিকে এতো শক্তিশালী আলো জ্বলে উঠলো যে মনে হয় তাকে কেউ প্রচন্ড শক্তিতে ঘুষি মারলো ; এর তেজে সে

www.BanglaBook.org

দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো। যখন সে চোখ খুললো দেখতে পেলো যে লম্বা একটি ড্রেসিংগাউন পরে তার এক পকেটে ঢুকানো হাতে যেন কোনো হাতিয়ার আছে এমনিভাবে তার থেকে দুএক গজ দূরে–সামনে রউফ ইলওয়ান দাঁড়িয়ে ; তাকে দেখতে একটা বিরাটকায় দৈত্যের মতো লাগছিলো। তার চোখের শীতল চাউনি, তার শক্ত করে চেপে ধরা ঠোঁট সায়ীদের মেরুদন্ড দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দিলো ; গভীর ঘৃণা, শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই নেই। জেলের দেয়ালের চেয়ে গভীর শ্বাসরোধকারী এক দুঃসহ নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো। কারাধ্যক্ষ আবদুরাবু শিগগিরই ঠাট্টা করবে; "এতো তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এলে?"

"পুলিশ ডাকবো নাকি?" তার পেছন থেকে কেউ কাঠখোট্টার মতো বলে উঠলো। সায়ীদ পেছনে ঘুরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো তিনজন চাকরকে দেখতে পেলো। "বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর," নীরবতা ভেঙে রউফ বললো।

দরোজাটা খুলে আবার বন্ধ হতে হতে সায়ীদ লক্ষ্য করলো যে ফুল লতা পাতায় কারুকার্যমন্ডিত একটি কাঠের দরোজা এটি; এর উপরের দিকে কোনো প্রবাদ বাক্য কিংবা কোরানের আয়াত খোদাই করা। সে ঘুরে রউফের মুখোমুখি দাঁড়ালো।

"আমার উপর এই খোদকারী দেখাতে যাওয়া তোমার গর্দভগিরি ছাড়া আর কিছুই নয়; আমি তোমাকে চিনি। খোলা পুস্তকের মতো আমি তোমার ভেতরটা সম্পূর্ণ পড়তে পারি।" নির্বাক, অসহায় ও ভাগ্যসমর্পিত আকস্মিক চমকের ধাক্কা সামলাতে এখনো ব্যস্ত, তবুও একটা সহজাত অনুভূতির দ্বারা সায়ীদ বুঝতে পারলো যে, গত পরশু দিন যেখান থেকে মুক্তি পেয়ে এসেছে সেখানে তাকে আপাতত আবার পাঠানো হবে না। "সম্পূর্ণ তৈরি হয়েই আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সত্যি বলতে কি, তোমার কর্ম–পরিকল্পনাও আমি মনে–মনে এঁকে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, হয়তো হতাশই হবো। কিন্তু স্পষ্টতই তোমার উপর কোনো অবিশ্বাসই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় না।" মুহূর্তের জন্য চোখ নামালে সায়ীদ খেয়াল করলো যে মোমখসা মেঝে শক্ত করা কাষ্টখন্ডে নির্মিত। তারপর কিছু না বলেই চোখ তুলে চাইলো। "এর কোনো মানে হয় না। তুমি একটা সর্বকালের অপদার্থ এবং অপদার্থ হিশেবেই তোমার মৃত্যু হবে। এখন আমার সবচেয়ে আগে যা করা উচিৎ তাহলো তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া।" সায়ীদ চোখ পিট–পিট করে ঢোক গিলে আবার নিচের দিকে তাকালো।

"কিশের জন্য এসেছো?" রউফ রাগত স্বরে জানতে চাউলো। "তুমি আমাকে শত্রু ভাবো। আমার বদান্যতা, আমার সহৃদয়তা তুমি ভুলে গেছো। ঈর্ষা ও শত্রুতা ছাড়া তোমার আর কোনো অনুভূতি নেই। তোমার চিন্তা–চেতনা তোমার কার্যপ্রণালীর মতোই আমি ভালো করে জানি।"

মেঝের উপর এদিক থেকে ওদিক চোখ ঘোরাতে–ঘোরাতে সায়ীদ বিড়বিড় করে বললো, "আমার মাথা ঘুরছে। অদ্ভুত। জেল থেকে বেরোবার পর এমন হচ্ছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"মিথ্যাবাদী ! আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। ভেবেছো যাদের আক্রমণ করে কথা বলেছি আমি তাদেরই যে কোনো জনের মতো ধনী হয়েছি। এবং সেটা মনে করেই তুমি আমাকে–"

"এ কথা সত্য নয়।"

"তাহলে কেনো ঢুকেছিলে আমার ঘরে? আমার ঘরে কেনো তুমি ডাকাতি করতে চাও?"

"জানি না," মুহূর্তের ইতস্ততার পরে সায়ীদ বললো। "আমার মনের অবস্থা ঠিক নেই। কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না।"

"অবশ্যই করছি না। তুমি নিজেই জান, মিথ্যা বলছো। আমার সদুপদেশে কোনো কাজ হয়নি। তোমার ঈর্ষা ও ঔদ্ধত্য জাগ্রত হলে সব সময়ের মতো আগপাছ না ভেবে পাগলের মতো ঝাঁপ দিয়েছো। তোমার খেয়ালখুশি মতো যা ইচ্ছে করতে পারো, তবে শিগগিরই আবার তুমি জেলে যাবে।"

"আমাকে দয়া করে মাফ করে দাও। জেলের আগেও যেমন, মধ্যেও তেমন, আমার মন যা তাই রয়ে গেছে।"

"তোমাকে মাফ করা যায় না। তোমার মনের মধ্য দিয়ে যা প্রবাহিত হয়, তোমার মনের চিন্তা আমি বুঝতে পারি। আমার সম্পর্কে ঠিক কী তুমি ভাবো তা দেখতে পাই। এবং তোমাকে পুলিশে দেবার এই–ই সময়।"

"দয়া করে এটি করো না।"

"করবো না? তাই কি তোমার প্রাপ্য নয়?"

"হ্যাঁ, আমার প্রাপ্য, কিন্তু তবুও পুলিশে দিও না।"

"আবার যদি চোখের সামনে কখনো পড়ো," রউফ হাঁক ছেড়ে বললো, "তাহলে তোমাকে পতঙ্গের মতো পিষে মারবো।" এমনি বিদায় হয়ে সায়ীদ তাড়াতাড়ি চলে যেতে উদ্যত হলে ধমক দিয়ে রউফ তাকে থামিয়ে দিলো ঃ "আমার টাকাটা ফেরৎ দিয়ে যাও।" মুহূর্তের স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে সায়ীদ পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোট দুখানা বের করে আনলো। সে দু'টো নিয়ে রউফ বললো, "কোনোদিন আর আমাকে মুখ দেখিও না।"

সায়ীদ হাঁটতে–হাঁটতে নীল নদীর পারে এসে উপস্থিত হলো, মুক্তি পেয়েছে একথা এখনো যেন বিশ্বাস হচ্ছিলো না। মুক্তির স্বাদ অবশ্য পরাজয়ের গ্লানিতে ঢেকে আছে। অতি প্রত্যুষের শিশিরভেজা সকালে সে ভাবতে লাগলো, যে কক্ষে তাকে আটকানো হলো কি করে দরোজার কারুকাজ ও মেঝের কাঠ–টুকরো নির্মিত মোমপালিশ ছাড়া সে ঘরের আর কোনো কিছুই সে ভালো খেয়াল না–করে পারলো। কিন্তু ঊষা তার শিশিরস্নাত করুণা ঢেলে সব কিছু হারানোর, এমনকি নোট দুখানাও ব্যথার সাময়িক সান্ত্বনা দিয়ে গেলো এবং তার কাছেই সে আত্মসমর্পণ করলো। মাথা উঁচিয়ে আকাশের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে চেয়ে সূর্যোদয়ের ঠিক এই পূর্বক্ষণের আকাশে তারকারাজির দীপ্তিময় ঔজ্জ্বল্য দেখে সে নির্বাক হয়ে গেলো।

পাঁচ

অবিশ্বাসের চোখে সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর রেস্তোরাঁর সবাই একসঙ্গে উঠে ওকে অভ্যর্থনা জানালো। মালিক ও তার পরিচারকের নেতৃত্বে সবাই ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে ভরা নানা রকম কথাবার্তা বলতে বলতে কেউ কোলাকুলি করতে লাগলো। কেউবা গালে চুমু খেতে লাগলো। সায়ীদ মাহরান সবার সাথে করমর্দন করতে –করতে বিনীতভাবে বলতে লাগলো, "ধন্যবাদ, টারজান। ধন্যবাদ তোমাদেরকে, বন্ধুগণ।"

"কখন ছাড়া পেলে?"

"গত পরশুদিন।"

"একটা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার কথা ছিলো। আমরা তো সেই অপেক্ষায় বসেছিলাম।"

"আল্লাহর মেহেরবাণীতে বেরিয়ে এসেছি।"

"অন্য সবাই?"

"ওরা সবাই ভালো আছে; যথাসময়ে ওদেরও সুযোগ আসবে।" চাপা উত্তেজনায় এর ওর সাথে সংবাদের আদান–প্রদান চললো কিছুক্ষণ, তারপর রেস্তোরাঁর মালিক সবাইকে যার যার জায়গায় ফিরে যেতে বলে সায়ীদকে হাতে ধরে নিয়ে এক কোণায় তার পাশে সোফায় বসালে আবার পূর্বের নীরবতা ফিরে এলো। কিছুই বদলায়নি। সায়ীদের মনে হলো যেন কেবল গতকাল সে এই জায়গা ছেড়ে গিয়েছিলো। খড়ের গদিআঁটা কাঠের চেয়ার, পেতলের হাতল, কড়া–কব্জা, ইত্যাদিসহ সেই গোলাকৃতির ঘরটি ঠিক তেমনই আছে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে খোশগল্পেরত হাতে গোনা গুটিকয়েক খদ্দের, তার মধ্যে কয়েকজন তার আগেরই চেনা। উল্টোদিকের বড়ো জানালা ও খোলা দরোজা দিয়ে আলোকণাহীন ঘন আঁধারে ঢাকা সুদূর বিস্তৃত পতিতভূমি চোখে পড়ে। নির্মল, সতেজ ও মরুভূমিরই মতো শুকনো কিন্তু তেজোদ্দীপক যে বায়ু দরোজা ও জানালার মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়ছিলো তাতে ক্ষণে–ক্ষণে ভেসে আসা দূরাগত হাসির শব্দই কেবল এই মনে দাগ কাটা নীরবতা মাঝে মাঝে ভঙ্গ করছিলো।

বেয়ারার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঠান্ডা হবার ফুরসৎ না দিয়ে ঠোঁটে চুমুক দিয়ে মালিকের দিকে ঘুরে তাকালো। "ব্যবসা আজকাল কেমন চলছে?"

টারজান নিচের ঠোঁট বাঁকালো খানিকটা। "বিশ্বাস করা যায় তেমন লোক আজকাল খুব একটা বেশি নেই," ঘৃণার সাথে সে বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি বলছো? এতো খুব খারাপ কথা।"

"সব বেটা আমলাদেরই মতো অলস!" সায়ীদ সহানুভূতিসূচক একটু হুম করে উঠলো। "অলস লোক অন্তত বিশ্বাসঘাতকের চেয়ে ভালো। ধন্যবাদ এক বিশ্বাসঘাতককে–তার কারণেই আমাকে জেলে যেতে হয়েছিলো, টারজান।"

"সত্যি? না–না কি বল!"

অবাক হয়ে সায়ীদ তার দিকে চেয়ে থাকলো। "তাহলে তুমি কি কাহিনীটি শোনোনি?" সহানুভূতির সাথে টারজান মাথা দোলাতে থাকলে সায়ীদ তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললো, "আমার একটা ভালো রিভলবার দরকার।"

"কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমি তোমার সেবায় আছি।"

সায়ীদ ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিছুটা বিব্রতভাবে বলা শুরু করলো, "কিন্তু আমার কাছে তো..." সায়ীদের ঠোঁটের ওপর টারজান তার মোটা আঙুল দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বললো, "কারো কাছে তোমার এমন ক্ষমা চাওয়ার ভঙিতে কখনও কিছু বলার দরকার নেই।"

পেয়ালার অবশিষ্ট চাটুকু বেশ মজা করে শেষ করে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে সায়ীদ দাঁড়ালো, সুঠাম, সবল ও ঋজু দেহের মাঝারী উচ্চতা সম্পন্ন একজন লোক। বাতাস তার জ্যাকেটের মধ্যে ঢুকে ফুলিয়ে ঢোল করলো, কিন্তু সে দিকে কোনো খেয়াল না করে সায়ীদ একদৃষ্টে সামনের নিকষ কালো পতিতভূমির নিরবচ্ছিন্ন শূণ্যতার মধ্যে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মাথার ওপরের তারকারাজিকে মনে হচ্ছিলো বালুকণা; এবং রেস্তোরাঁটিকে মনে হচ্ছিলো সমুদ্রে ভাসমান কোনো নিঃসঙ্গ দ্বীপ কিংবা নিঃসীম আকাশে একাকী কোনো উড়োজাহাজ। তার পেছনে, যে ছোট্টো পাহাড়ের ওপর রেস্তোরাঁটি অবস্থিত তার পাদদেশে, আঁধারে বসে থাকা তাজা বায়ু সেবনার্থীদের হাত থেকে হাতে কাছের তারার মতো সিগারেট জায়গা বদলাচ্ছিলো। পশ্চিমের দিগন্ত রেখার ওপর "আব্বাসীয়ার" আলোগুলো অ–নে–ক দূরের মনে হচ্ছিলো, ঐ দূরত্ব দিয়েই বুঝতে পারা যায় মরুভূমির কতো গভীরে এনে রেস্তোরাঁটি বসানো হয়েছে।

সায়ীদ জানালা দিয়ে বাইরে চাইলে পাহাড়ের চারদিকে হাত–পা ছড়িয়ে বসে যারা রাতের মরুভূমির ঠান্ডা মৃদু বাতাস উপভোগ করছিলো তাদের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে সচেতন হলো–কল্কের জ্বলন্ত কয়লা থেকে চড়চড় করে আগুনের ফুলকি চারদিকে ছড়াতে ছড়াতে হুকা হাতে বেয়ারা এখন তাদের দিকেই নেমে যাচ্ছিলো–মাঝে–মাঝে হাসির হররাসহ তাদের জীবন্ত আলোচনা চলছিলো–স্পষ্টতই আলোচনা বেশ উপভোগ করছিলো এমন একজন তরুণকে সে বলতে শুনলো, "নিরাপত্তা আছে পৃথিবীর যে কোনো খানে এমন একটি জায়গা আমাকে দেখাওতো।"

এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করলো আরেকজন। "উদাহরণ স্বরূপ এখন আমরা যেখানে বসে আছি। এখন কি আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা উপভোগ করছি না?"

www.BanglaBook.org

"লক্ষ্য করো, তুমি বলছো "এখন"। বিপদ তো সেখানেই।"

"কিন্তু উদ্বেগ ও ভীতিকে কেনো অভিশাপ দিচ্ছি? শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যত-ভাবনা থেকে তারা কি আমাদেরকে রেহাই দেয় না?"

"সুতরাং তুমি তাহলে শান্তি ও যুদ্ধহীনতার শত্রু।"

"গলায় জল্লাদের ফাঁসির দড়ির কথাই যদি শুধু চিন্তা করতে হয়, তাহলে শান্তির নামে ভীতি আসাই স্বাভাবিক।"

"আচ্ছা, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার-এটা তুমি জল্লাদের সাথে রফা করে নিলেই পারো।"

"অন্ধকার ও মরুভূমির দ্বারা এখানে সুরক্ষিত বলেই খুশিতে বকবক করতে পারছো। কিন্তু শিগগিরই তো নগরীর মধ্যে ফিরে যেতে হবে। অতএব, লাভ কি?"

"আসল ট্রাজেডি এই যে, আমাদের শত্রু একই সময় আমাদের বন্ধু।"

"বরঞ্চ উল্টো-আমাদের বন্ধু আমাদের শত্রুও।"

"না, আমরা ভীরু এটাই ট্রাজেডী। একথা আমরা স্বীকার করছি না কেনো?"

"হতে পারে আমরা ভীরু। কিন্তু এই যুগে তুমি সাহসী হবে কি করে?"

"সাহস সাহসই।"

"এবং মরণও মরণই।"

"এবং মরুভূমি ও অন্ধকারই এ সমস্ত কিছু।"

আলোচনার কি ছিরি! কি বুঝাতে চাইলো এরা? ঐ রাতের রহস্যময়তার মতোই এক ধরনের অদ্ভুত ও নিরাবয়ব যে অবস্থা আমার তারই যেন অভিব্যক্তি ঘটাচ্ছে এরা। ছিলো সে এক সময় যখন যৌবন, শক্তি ও আস্থা সবই ছিলো- সেই সময় যখন জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করেছি, নিছক হত্যার জন্য নয়। এই পাহাড়েররই উল্টো দিকে ছেঁড়া কাপড় পরা কিন্তু হীরার টুকরো ছেলেরা সংগ্রামের প্রশিক্ষণ নিতো। এবং বর্তমানে ১৮ নং ভিলার বাসিন্দাই ছিলো তাদের নেতা। নিজে প্রশিক্ষণ নিতো, অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতো এবং জ্ঞানগর্ভ বাণী উচ্চারণ করতো। "সায়ীদ মাহরান," সে আমাকে বলতো, "রুটির চেয়ে রিভলবার বেশি জরুরি। বাপের মতো তুমি যে সুফী সাধকের দরবারে ছুটে যাও তারও চেয়ে এটা বেশি প্রয়োজনীয়।" এক সন্ধ্যায় সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "এই দেশে একজন লোকের কি দরকার, সায়ীদ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বললো, "দরকার একখানা বই ও একটি বন্দুকের ঃ অতীতের ব্যবস্থা করবে বন্দুক আর ভবিষ্যতের পথ বাতলাবে বই। অতএব, তুমি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং পড়াশুনা চালিয়ে যাবে।" ছাত্র হোস্টেলে সেই রাতে তার চেহারা, তার অট্টহাসি আমি এখনও মনে করতে পারি এবং তার সেই কথা ঃ "তো তুমি চুরি করেছো। তুমি সত্যি সত্যিই চুরি করার সাহস দেখিয়েছো। সাবাশ! চুরিকে হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করে শোষণকারীদের অপরাধের বোঝা আংশিক হলেও লাঘব করা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়ীদ। এ সম্পর্কে কখ্খনো কোনো সন্দেহ পোষণ করো না।"

এই উন্মুক্ত পতিত প্রান্তর সায়ীদের নিজের কৌশলের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই কথা কি বলা হতো না যে, সে ছিলো মৃত্যুর জীবন্ত প্রতিমূর্তি, যে তার তাক কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না? চোখ বুঁজে, শরীর আলগা করে সে তাজা বাতাস উপভোগ করতে লাগলো; হঠাৎ তার কাঁধের ওপর কার যেন স্পর্শ লাগলো। ঘুরে তাকিয়ে সে দেখতে পেলো যে টারজান তার অন্য হাতটি দিয়ে ওর দিকে একটি রিভলবার এগিয়ে ধরে আছে।"

"ইনশাল্লাহ, এটা তোমার শত্রুর ধ্বংস ডেকে আনুক," টারজান তাকে বললো।

সায়ীদ রিভলবারটি হাতে নিলো। "এর দাম কতো, টারজান?" ট্রিগারের কাজ পরীক্ষা করতে-করতে সে বললো।

"এটি আমার উপহার।"

"না, ধন্যবাদ, তা আমি গ্রহণ করতে পারি না। আমি যা চাই তা হলো কিছুটা সময়-যখন এর দাম আমি দিয়ে দিতে পারবো।"

"কটি গুলির দরকার হবে?"

পায়ে পায়ে তারা আবার টারজানের সোফার কাছে ফিরে গেলো। খোলা দরোজা অতিক্রম করার সময় তারা বাইরের দিকে একটি স্ত্রী লোকের উচ্চ হাসির শব্দ শুনতে পেলো। টারজান একটু হাসলো।

"এ হচ্ছে নূর, মনে আছে তার কথা?"

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সায়ীদ কিছুই দেখতে পেলো না।

"ও কি এখনও এখানে আসে?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"মাঝে-মধ্যে। তোমাকে দেখলে ও খুশি হবে।"

"কাউকে সে ধরতে পেরেছে?"

"অবশ্যই। এবার এক মিছরি কারখানার মালিকের ছেলে।" তারা আসন গ্রহণ করলে টারজান ডেকে পরিচারককে বললো, "একটু বুদ্ধি খাটিয়ে নূরকে এখানে আসতে বলো।"

ভালোই হলো তার সাথে দেখা হবে, দেখা যাবে সময় তার ওপর কি চিহ্ন রেখে গেছে।

মেয়েটা তার ভালোবাসার কাঙাল ছিলো, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। তার যতোখানি ভালোবাসা ছিলো তার সবখানিরই একচ্ছত্র মালিক ছিলো সেই অন্য, দ্বিচারিণী মেয়েলোকটি। সায়ীদ ছিলো যেন পাথরের তৈরি। এরকম কাউকে ভালোবাসার চেয়ে হৃদয়বিদারক আর কিছু নেই। ও যেন ছিলো মধুকণ্ঠী ঈগলের শিলাময় পর্বতকে গান শোনানো, শানানো বর্শাফলককে যেন সমীরণের আলিঙ্গন। এমন কি ওর দেয়া উপহারগুলোও সে নবাইয়া কিংবা ইলীষকে বিলিয়ে দিতো। পকেটে রাখা রিভলবারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত বোলাতে বোলাতে সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরলো।

নূর দরজার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। অপ্রস্তুত থাকার কারণে সায়ীদকে দেখে সে অবাক বিস্ময়ে তার থেকে কয়েক পা দূরে থমকে দাঁড়ালো। সায়ীদ ওর দিকে অভিনিবেশ সহকারে চেয়ে মৃদু হাসলো। শরীর আগের চেয়ে কিছুটা হাল্কা, মুখমন্ডল কড়া প্রসাধনীর আবরণে ছদ্মবেশী এবং সে এমন একটি যৌনাবেদনকারী ফ্রক পরেছিলো যাতে তার বাহু ও পা-ই দেখা যাচ্ছিলো না, বরঞ্চ এটা তার শরীরে এমন আঁটো-সাঁটো হয়ে লেপ্টেছিলো যেন এটা প্রলম্বিত রাবার। আত্মসম্মানের সমস্ত দাবী সে যে চুকিয়ে দিয়েছে এ যেন তারই বিজ্ঞাপন। বাতাসে ফুরফুর করা তার ববকাটা চুলও তাই-ই করছিলো। ও দৌড়ে তার কাছে এলো।

"আল্লাহর শুকরিয়া, তুমি নিরাপদ আছো," টারজানও তাকে জড়িয়ে ধরে, আবেগ ঢাকার জন্য জোরে জোরে হাসতে হাসতে ও বললো।

"তুমি কেমন আছো, নূর?" সায়ীদ বললো।

"যেমন দেখতে পাচ্ছো", মৃদু হাসি সহযোগে ওর পক্ষ নিয়ে টারজান বললো, "ওর নামেরই মতো; ও শুধুই আলোকোজ্জ্বল।"

"আমি ভালোই আছি।" ও বললো। "তুমি? তোমাকে তো বেশ স্বাস্থ্যবান মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার চোখে কি হয়েছে? রাগ করলে তোমার চোখে কেমন এক ধরনের দৃষ্টি যেন দেখা যেতো তোমাকে এখন দেখে সেই কথাই মনে পড়ছে।"

"কি বুঝাতে চাচ্ছো তুমি?" ছোট্টো হাসি দিয়ে সায়ীদ বললো।

"জানি না, বুঝিয়ে বলা মুশকিল। তোমার চোখ যেন কেমন লাল লাল হয়ে যায় এবং ঠোঁট নড়তে থাকে।"

সায়ীদ হাসলো। তারপর, ঈষৎ বিষাদ মাখানো কণ্ঠে বললো, "তোমার বন্ধু তোমাকে নিশ্চয়ই শিগগিরই নিতে আসবে?"

"হা-হ্, সেতো এখন বদ্ধ মাতাল হয়ে আছে," মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ওপর থেকে চুল সরাতে সরাতে নূর বললো।

"যাই হোক, তুমি এখন তার সাথেই বাঁধা।"

"তুমি কি চাও", চতুরালিপূর্ণ হাসিতে চোখ বাঁকিয়ে ও বললো, "যে আমি ওকে বালিতে পুতে ফেলি?"

"না, আজ রাতেই নয়। পরে আবার আমাদের দেখা হবে। শুনেছি, সে নাকি ধরার মতো খাঁটি মাল", সে যোগ করলো, তার দৃষ্টির আগ্রহ নূরের চোখ এড়ালো না।

"তা বলতে পারো অবশ্য। তার গাড়িতে চড়ে শহীদের কবরের কাছে যাবো। খোলামেলা জায়গা ওর খুব পছন্দ।"

তো খোলামেলা জায়গা তার খুব পছন্দ। শহীদের মাজারের কাছে।

নূরের চোখের পাতা ঘনঘন ওঠানামা করতে লাগলো। দৃষ্টি বিভ্রান্ত। তার দৃষ্টি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়ীদের দৃষ্টিতে এসে মিললে বিভ্রান্তি আরো বেড়ে গেলো। "দেখ", ঠোঁট ফুলিয়ে সে বললো, "তুমি আমার কথা কখনো ভাবনা।"

"এ কথা সত্য নয়", সায়ীদ বললো। "তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

"তুমি কেবল সেই বেহদ্দ মাতালটার কথাই ভাবছো।"

সায়ীদ হাসলো। "তোমার কথা চিন্তা করলেই সে মনে এসে যায়।"

"ওর লোকেরা জানতে পারলে আমাকে একদম শেষ করে দেবে," হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে নূর বললো। "ওর বাবা খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং ওদের পরিবারও খুব ক্ষমতাবান। তোমার কি টাকা লাগবে?"

"আমার সত্যিই যা দরকার তাহলো একটি গাড়ি," দাঁড়াতে দাঁড়াতে সে বললো। "তার সাথে খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করবে," নূরের গালে ছোট্টো একটি চিমটি কেটে ও যোগ করলো। "তোমার ভীত হওয়ার মতো কিছু ঘটবে না এবং তোমাকে কেউ সন্দেহও করবে না। আমি বাচ্চা ছেলে নই। এই ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলার পর তুমি যা কোনোদিন সম্ভব বলে ভাবোনি তারও চেয়ে বেশি আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে।"

ছয়

এই জায়গাটা তার ভালো করেই চেনা ছিলো। ব্যারাকের পাশের রাস্তা এড়িয়ে সে মরুভূমির মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি চলা শুরু করলো যাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শহীদের মাজারে পৌঁছতে পারে। মাজার অভিমুখে সে এমনভাবে চলছিলো যেন তার মাথার মধ্যে কম্পাস বসানো আছে। তারার অস্পষ্ট আলোয় মাজারের বিশালকায় গম্বুজটি চোখে পড়তেই গাড়িটি কোনখানে রাখা হয়ে থাকতে পারে সেই জায়গাটি খুঁজতে লাগলো। অতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে মাজারের চারদিকে ঘুরতে-ঘুরতে যখন দক্ষিণ দিকে এলো তখন খানিকটা দূরে গাড়িটা তার দৃষ্টিপথে পড়লো। দ্বিতীয় কোনো চিন্তা না করে মাথা নুইয়ে গাড়ির দিকে এগুতে শুরু করে দিলো। খুব কাছে আসতে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে-এগুতে একেবারে পাশে এসে ফিসফিসানি সহযোগে নীরবতা ভেদ করে প্রেম করার শব্দ সে শুনতে পেলো।

এবার, সে নিজেকে বললো, আনন্দের স্থলে সন্ত্রাস হবে এবং সুখ হঠাৎই উবে যাবে, কিন্তু তার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই। আকাশের চাঁদোয়ার মতোই বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তি আমাদের সবাইকে আবৃত করে রাখে। উফ কি বলতো না যে, আমাদের উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু সুবিন্যাস ও শৃঙ্খলার অভাব আমাদের?

গাড়ির মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস এতোক্ষণে হাঁফানিতে রূপান্তরিত হয়েছে। শুধু মাত্র হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে হামাগুড়ি দিয়ে সায়ীদ দরোজার হাতল ধরলো। শক্ত হাতে হাতল ধরে এক ঝটকায় দরোজা খুলে ফেলে সে চিৎকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে বলে উঠলো, "খবরদার! একচুল নড়াচড়া করবে না!"

আহত বিস্ময়ে দুটি মানব সন্তান চেঁচিয়ে উঠলো এবং দুই জোড়া চোখ সন্ত্রাসে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। রিভলবারের নল দুলিয়ে সে বললো, "একটু নড়েছো কি গুলি করবো। বেরিয়ে এসো।"

"মাফ করে দিন," নূরের কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেলো।

আর একটি কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাসে, যেন বালু আর পাথরকণায় খসখসানো, বললো, "কি-কি চান আপনি মেহেরবানী করে বলুন!"

"বেরিয়ে এসো।"

একহাতে কাপড়-চোপড় কোনো রকমে পেঁচিয়ে ধরে নূর গাড়ি থেকে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের মধ্যে প্যান্ট ঢুকাতে-ঢুকাতে হুমড়ি খেয়ে বাইরে এসে ছিটকে পড়লো এক যুবক। সায়ীদ এমন ভীতিপ্রদ নৈকট্যে এনে রিভলবারের নল ঠেকালো যে, যুবকটি মিনতির স্বরে বলতে লাগলোঃ "না! না। দোহাই আপনার আমায় মেরে ফেলবেন না," প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে সে বললো।

"টাকা", সায়ীদ ঘড়ঘড় করে উচ্চারণ করলো।

"আমার জ্যাকেটে। গাড়ির মধ্যে।"

সায়ীদ ঠেলে নূরকে আবার গাড়িতে ঢুকালো। "তুমি ভিতরে ঢোক।"

ব্যাথায় কাতরাতে কাতরাতে সে কোনো রকমে আবার গাড়িতে ঢুকলো। "দয়া করে আমাকে যেতে দিন। দোহাই আল্লাহর, আমাকে ছেড়ে দিন," সে তোতলাতে তোতলাতে বললো।

"জ্যাকেটটা আমার কাছে দাও।" নূরের কাছ থেকে সেটি কেড়ে নিয়ে মানিব্যাগটা হস্তগত করে জ্যাকেটটি পুনরায় যুবকের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো। "নিজের চামড়া বাঁচানোর জন্য তোমার হাতে ঠিক এক মিনিট সময় আছে।" যুবকটি ধূমকেতুর গতিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে না-যেতে সায়ীদ লাফ দিয়ে চালকের আসনে বসে গাড়ি ছেড়ে দিলো। গর্জন করে গাড়ি সামনে ছুটে চললো।

"আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।" কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করতে করতে নূর বললো, "যেন সত্যি সত্যিই তোমাকে তখন ওখানে আশা করিনি।"

"আসো গলাটা ভিজিয়ে নেয়া যাক," গাড়ি চলন্ত অবস্থায় রাস্তায় পৌঁছে সে বললো। নূর ওর হাতে বোতল এগিয়ে দিলে তা থেকেই ঢকঢক করে সে অনেকখানি গলায় ঢেলে দিলো। বোতল ফেরত নিয়ে নূরও তাই করলো।

"বেচারা! ওর হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপছিলো", নূর বললো।

"তুমি খুব দয়ালু। আমার অবশ্য কারখানা-মালিকদের প্রতি বিশেষ কোনো পক্ষপাত নেই।"

"আসল কথা, তুমি কাউকেই পছন্দ করো না।" সোজা হয়ে বসে সামনের দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দৃষ্টিমেলে ধরে নূর বললো। ওর মন ভোলানোর চেষ্টা করার মতো ইচ্ছে তখন সায়ীদের ছিলো না। সে তাই কিছু না বলে চুপ করে গাড়ি চালাতে লাগলো।

"আব্বাসীয়া" রেস্তোরাঁর দিকে গাড়ি এগোচ্ছে দেখে নূর আর্তনাদের স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, "ওরা আমাকে তোমার সঙ্গে দেখতে পাবে যে! একই চিন্তা ওর মাথায়ও এসেছিলো, তাই দিক পরিবর্তন করে পার্শ্ববর্তী একটি অপ্রশস্ত সড়কে গাড়ি ঢুকিয়ে গতি অনেকটা কমিয়ে দিলো।

"টারজানের রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম একটি বন্দুক যোগাড় করতে এবং এক ট্যাক্সিচালক পুরনো বন্ধুর সাথে কোনো একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না তা দেখতে। এখন দেখ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে এই গাড়িটা আমাকে জুটিয়ে দিলো!"

"তাহলে কি মনে করো না যে আমি সব সময় তোমার কাজে লাগি?"

"স-ব সময়। এবং তোমার ভূমিকাটিও হয়েছিলো অপূর্ব! নাটকে নামছো না কেনো?"

"প্রথম কিন্তু আমি সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।"

"পরের দিকে?"

"আশা করি, ভালোই উতরে গেছি, ও কিছু সন্দেহ করবে মনে হয় না।"

"ভয়ে তার পিলে এমন চমকে গিয়েছিলো যে কোনো কিছু সন্দেহ করার ক্ষমতা তার ছিলো না।"

"তোমার বন্দুক ও গাড়ির কেনো প্রয়োজন?" মাথাটা ওর খুব কাছে সরিয়ে এনে ও জিজ্ঞেস করলো।

"এত ব্যবসার যন্ত্র বিশেষ।"

"হায় আল্লাহ! তুমি জেল থেকে কখন বেরোলে?"

"গত পরশু।"

"এবং এরই মধ্যে আবার সেই কাজ করার চিন্তা শুরু করে দিয়েছো?"

"পেশা পরিবর্তন করা এখনও কি তোমার কাছে খুব সোজা মনে হয়েছে?"

সামনের সড়ক অন্ধকার। গাড়ির হেডলাইটের আলো যেখানে পড়ে শুধু সেটুকুই দেখা যাচ্ছিলো। সেই রাস্তার দিকে সোজা দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে নূর চুপ করে থাকলো। মোড় ঘুরতেই রাতের স্বাভাবিক আঁধারের চেয়ে আরো গভীরতর এক প্রস্থ অন্ধকার নিয়ে মুকাত্তাম পাহাড়ের অবয়ব দেখা দিলো।

"তুমি কি অনুভব করতে পারো", আলতো করে সে বললো, "তোমার জেলে যাওয়ার খবরে আমি কতোটা বিমর্ষ হয়েছিলাম?"

"না। কতোটা?"

"ব্যঙ্গোক্তি করার বদঅভ্যাসটা তুমি কি কোনোদিনও ছাড়তে পারবে না?" নূরের গলায় একটু বিরক্তির সুর বেজে উঠলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিন্তু আমি অত্যন্ত সিরিয়াস। এবং আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত।"

"তোমার হৃদয় বলতে কোনো পদার্থ নেই।"

"নিয়ম মাফিক ওটা তারা জেলে তালাবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে!"

"জেলে যাবার অনেক আগে থেকেই তুমি হৃদয়হীন ছিলে।"

ও কেনো আবার ভালোবাসার কথা তুলছে? সেই বিশ্বাসঘাতিনী মহিলার সঙ্গে, সেই কুকুরগুলোর সাথে এবং বাপকে যে প্রত্যাখ্যান করেছে সেই ছোট্টো মেয়েটির সাথে ওর কথা বলা উচিৎ। "একদিন ওটা পেতে আমরা সফলকাম হবো," সে বললো।

"আজ রাত কোথায় কাটাচ্ছো? তোমার স্ত্রী কি জানে তুমি এখন কোথায়?"

"মনে হয় না।"

"তাহলে কি বাড়ি ফিরে যাচ্ছো?"

"মনে হয় না। অন্তত আজ রাতে তো নয়ই।"

"তাহলে আমার সঙ্গে থাকো।"

"হ্যাঁ, বাবেল নাসের গোরস্থানের ওপারে শারীয়া নাজিমুদ্দিন এ।"

"কত নম্বর?"

"ও রাস্তায় একটিই মাত্র বাড়ি আছে; গোরস্থানের লাগোয়া পেছনে বস্তার একটা আড়তের ওপরেই বাড়িটা।"

"বাহ্, কি মহান অবস্থান!" সায়ীদ হাসলো।

নূরও হাসলো। "সেখানে কেউ আমাকে চেনে না, এবং কেউ কোনোদিন আমার বাসায়ও আসেনি। সবচেয়ে ওপরের তলায় আমি থাকি।" ওর উত্তরের জন্য নূর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো, কিন্তু সায়ীদ তখন রাস্তার দিকে খেয়াল রাখতেই ব্যস্ত। শেখ আলী আল-জুনায়েদীর বাড়ির পর থেকে একদিকে বাড়িগুলো এবং অন্যদিকে পাহাড়ের মধ্যে ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। শারীয়া দারাগার একদম মাথায় এলে গাড়ি থামিয়ে ও নূরের দিকে ফিরে বললো, "নেমে যাওয়ার জন্য এই জায়গাই মনে হয় তোমার জন্য উত্তম।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে আসছো না?"

"আমি পরে আসবো।"

"কিন্তু এতো রাতে তুমি কোথায় যাবে?"

"তুমি এখন সোজা থানায় চলে যাও। তুমি যেন আমার একদম কেউ নও এমন ভাব করে ঠিক ঠিক যা ঘটেছে তার বর্ণনা দাও এবং তাদের কাছে এমন একটি লোকের বর্ণনা দাও যে আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। বলো যে, লোকটি মোটা, ফর্শামতো এবং ডানগালে পুরনো একটি কাটা দাগ আছে। বলো, তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে, সর্বস্ব অপহরণ করে তারপর ধর্ষণ করেছি।"

"ধর্ষণ করেছো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"মরুভূমির মধ্যে বিনহুম নামক স্থানে", নূরের বিস্মিত অভিব্যক্তি উপেক্ষা করে ও বলে চললো, "এবং বলো, তারপর গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে আমি গাড়ি চালিয়ে চলে গেছি।"

"তুমি আমাকে দেখতে সত্যিই কি আসবে?"

"হ্যাঁ, সে কথা পাকা। গাড়িতে যেমন অভিনয় করেছিলে থানায় গিয়ে তেমন পারবে তো?"

"আশা করি।"

"তাহলে বিদায়।" তারপর সে গাড়ি নিয়ে চলে গেলো।

সাত

নবাইয়া ও ইলীষ—দু"জনকে একই সঙ্গে খতম করে দেয়া একটা বিজয় বটে। আরও ভালো হয় একই সাথে রউফ ইলওয়ানের সাথে সমস্ত হিশাব—নিকাশ চুকিয়ে ফেলা এবং তারপর পালিয়ে যাওয়া, সম্ভব হলে বিদেশে। কিন্তু সানাকে দেখাশোনা করবে কে? এইটেই হচ্ছে আমার যন্ত্রণার কারণ। চিন্তা না করে তুমি সব সময়ই ঝোঁকের মাথায় কাজ করে বস, সায়ীদ। কিন্তু এবার তাড়াহুড়া চলবে না; সব কিছু ঠিকঠাক না করা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে, তারপর তুমি ঈগলের মতো ছোঁ দিয়ে পড়ো। কিন্তু দেরি করারও কোনো মানে হয় না ঃ তোমার পেছনে পুলিশ লাগানো —তুমি জেল থেকে বেরোচ্ছো জানতে পেরেই তোমার পেছনে পুলিশ লাগানো হয়েছে—এবং এখন, গাড়ির এই ঘটনার পর তল্লাশী আরও জোরদার করা হবে। কারখানা মালিকের ছেলের মানিব্যাগে মাত্র গুটি কয়েক টাকা—আর একটি দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। খুব শিগগির আঘাত না হানলে সব কিছু ভেস্তে যাবে। তবুও, সানাকে কে দেখাশোনা করবে? আহ্, আবার সেই যন্ত্রণা। সে আমাকে পরিত্যাগ করলেও আমি এখনও তাকে ভালোবাসি। তাহলে কি তোমারই জন্য তোমার দ্বিচারিনী মাকে ক্ষমা করবো? এর উত্তর আমাকে অবশ্যই এখন পেতেহবে।

ইমাম সড়কের কাছে দু'টো গলি যেখানে এসে মিশেছে সেই সড়ক সংযোগের কাছের বাড়িটার চারদিকের নিকষ কালো অন্ধকারে সে পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলো। রাস্তার মাথায় অনেকটা পেছনে- দূর্গ চত্বরের কাছে গাড়ি পার্ক করা হয়েছে। দোকান পাট বন্ধ, রাস্তা নির্জন এবং তাকে কেউ লক্ষ্য করছে মনে হলো নাঃ এরকম সময় সমস্ত জনপ্রাণী নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে যার যার আবাসস্থলে আশ্রয় নিয়েছে। সায়ীদ সহজেই আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে পারতো, কিন্তু তার উদ্দেশ্য থেকে কিছুতেই সে নড়বে না, তাতে সানাকে সারাজীবন যদি একাও থাকতে হয় তো থাকবে। কারণ বিশ্বাসঘাতকতা, রউফ, জঘন্য ঘৃণার কাজ।

www.BanglaBook.org

পকেটের রিভলবারে হাত রেখে ঘাড় উঁচিয়ে সে ওপরের জানালাগুলোর দিকে চাইলো। বিশ্বাসঘাতকতা জঘন্য অপরাধ, ইলীষ এবং যারা বেঁচে থাকে তাদের জীবন মধুর ও উপভোগ্য করার জন্য ক্রিমিনাল ও দুষ্ট জানোয়ারগুলোকে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল ক'রে দেয়া অবশ্য কর্তব্য। দেয়ালের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে দরোজার কাছে পৌঁছে সে ঘরে ঢুকে গেলো। তারপর পিচকালো অন্ধকার সিঁড়িতে সাবধানে পা ফেলে ফেলে দোতলা, তিনতলা পেরিয়ে চারতলায় গিয়ে পৌঁছলো। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এইতো, সেই ফ্ল্যাট, আর ঘৃণ্যতম কামনা ও হেয়তম উদ্দেশ্যকে আটকে রাখা সেই তো দরোজা এই। দরোজায় টোকা দিলে এখন কে আসবে? নবাইয়া কি আসবে? গোয়েন্দা পুলিশটি কি কোথাও ওঁত পেতে আছে? ঘরের দরোজা ভেঙ্গেও যদি ঢুকতে হয় তবুও ওদের দু'জনকে দোযখের আগুনে দগ্ধ করা হবে। এক্ষুণি তাকে কাজ শুরু করতে হবে। সায়ীদ মাহরান মুক্ত থাকা অবস্থায় ইলীষ সিদ্রার একদিনও চেঁচে থাকা কিছুতেই ঠিক নয়।

আগেও বহুবার যেমন হয়েছে এবারেও তেমনি নখের আঁচড়টি পর্যন্ত না লাগিয়ে তুমি অতি সহজেই কেটে পড়তে পারবে ঃ তুমি তো সেকেন্ডের মধ্যে বড়ো বড়ো এপার্টমেন্ট ভবন ডিঙিয়ে যেতে পারো, অক্ষত অবস্থায় চারতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারো,-এমন কি ইচ্ছা করলে উড়তেও পারো!

দরোজায়ই মনে হয় টোকা দিতে হবে। কিন্তু দরোজা ধাক্কালে, বিশেষ করে এতো রাতে, সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। চেঁচামেচি করে নবাইয়া সারাদুনিয়া মাতিয়ে তুলবে এবং ভীরু কিছু গর্দভ তাতে জড়ো হবে। গোয়েন্দাটিও আসবে। তার চেয়ে বরং দরোজার কাঁচের ছোটো শার্শীটি ভেঙ্গে ঢুকে পড়ো।

গাড়ীতে এখানে আসতে-আসতে এই ভাবনাটা তার মাথায় প্রথম এসেছিলো, ঘুরে-ফিরে সেই চিন্তাতেই আবার এলো সে। রিভলবার বের করে যে বাঁকা শিক দিয়ে কাঁচ সুরক্ষিত সে রকম শিকের মাঝখান দিয়ে বাটের এক ঘা মারলো। টুকরো-টুকরো কাঁচ ঝুর-ঝুর করে মেঝেতে ঝরে পড়ার শব্দ নিস্তব্ধ রাতে চাপা চিৎকার ধ্বনির মতো মনে হলো। দরজার পাশে দেয়ালের সাথে একদম মিশে গিয়ে সামনের অন্ধকার হল ঘরের দিকে রিভলবার তাক করে সতর্ক দৃষ্টি মেলে চুপচাপ সে চেয়ে থাকলো। বক্ষস্পন্দন দ্রুততর, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন। বাঁ দিকের একটি দরোজা খুলে কেউ একজন অতি সন্তর্পনে বেরিয়ে এলো, আবছা আলোয় তাকে একটি মানুষের মূর্তি বলে সনাক্ত করাও গেলো। "কে ওখানে?" ছায়ামূর্তিটি বলে উঠলো এবং উত্তেজনায় কপালের শিরা দপদপ শব্দ করতে থাকলেও শব্দটিকে ইলীষ সিদ্রার কণ্ঠস্বর বলে সায়ীদ চিনতে পারলো। সায়ীদ ট্রিগার টিপলে অন্ধকার রাতে বুলুকের শব্দ দৈত্যের মতো গর্জে উঠলো। চিৎকার করে উঠে লোকটি পড়ে যেতে লাগলো, কিন্তু পড়ে যাবার আগে আরেকটি গুলি এসে তার শরীরে বিঁধলে সে মেঝেতে বস্তার মতো নিশ্চুপ হয়ে পড়ে গেলো। সাহায্যের জন্য

www.BanglaBook.org

একটি নারীকণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠলো–নবাইয়ার কণ্ঠস্বর। "তোমারও পালা আসবে! আমার হাত থেকে রেহাই নেই! আমি এখন মূর্তিমান শয়তান!" বেপরোয়াভাবে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নামতে নামতে সে চেঁচিয়ে বললো। এতো বেপরোয়াভাবে নামলো যে সেকেন্ডের মধ্যে নিচে পৌঁছে গেলো। তারপর ক্ষাণিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে খেয়াল করে দেখে শুনে আস্তে কেটে পড়লো। বাইরে একবার বেরিয়ে এলে দেয়াল ঘেষে শান্ত পায়ে হেঁটে এগুতে লাগলো। পেছনে তখন ধুপধাপ জানালা খোলার শব্দ, প্রশ্নকারী কণ্ঠস্বর এবং দুর্বোধ্য অস্পষ্ট স্বরে চিৎকার তার কানে আসতে লাগলো। রাস্তার মাথায় যেখানে গাড়ি রেখে গিয়েছিলো সেখানে পৌঁছে গাড়ির দরোজা খুলে ভিতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় একজন পুলিশকে দৌড়ে চত্বর থেকে ইমাম সড়কের দিকে যেতে দেখলো। মাথা নুইয়ে গাড়ির মেঝের ওপর শুয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে থেকে ধাবমান পুলিশের পায়ের শব্দ শুনতে থাকলো। পায়ের শব্দ যখন অনেক দূরে অস্পষ্ট হয়ে আসলো তখন সটান উঠে বসে তীরবেগে গাড়ি চালিয়ে দিলো। চত্বরের কাছে এসে গাড়ির গতি কমিয়ে স্বাভাবিকে নিয়ে এলো। গুলি ও চিৎকারের প্রচন্ড শব্দ তখনও পর্যন্ত তার বোধশক্তিকে তাড়া করতে করতে তার স্নায়ুমন্ডলে গেড়ে বসছিলো। নিজেকে বোধশক্তিহীন অবশ মনে হলো তার। এলোমেলো বিভ্রান্তি তার সমস্ত সত্ত্বাকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে এবং গাড়ি চালিয়ে যেতে–যেতে সে এইমাত্র যা করে এসেছে সে সম্পর্কে এক ধরনের অর্ধ্ব সচেতনতা অনুভব করছিলো।

হত্যাকারী! কিন্তু এখনও রউফ ইলওয়ান রয়ে গেছে; সেই উচ্চ শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক ইলীষ সিদ্রার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়ংকর! হত্যাকারী! যারা খুন করে বেড়ায় এখন তুমি তাদেরই একজন; তোমার এখন একটি নতুন পরিচয় ও নতুন নিয়তি তৈরি হয়েছে! আগে তুমি মূল্যবান জিনিশপত্র নিতে—এখন মূল্যহীন জীবন নাও!

তোমার পালা আসবে, নবাইয়া! আমার হাত থেকে রেহাই নেই! আমি মূর্তিমান শয়তান! সানাকে ধন্যবাদ, তোমার জীবন ভিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে অধিকতর ভয়ংকর শাস্তির মধ্যে তোমাকে আমি নিক্ষেপ করেছি; মৃত্যুভীতি, নিরুপম সন্ত্রাস! যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, ততদিন শাস্তির স্বাদ তুমি উপভোগ করতে পারবে না!

কোথায় যাচ্ছে আগুপিছু না ভেবে ঘোরের মধ্যে সে শারিয়া মোহাম্মদ আলী দিয়ে চলা শুরু করলো। অনেক লোকই এখন একজন হত্যাকারীর কথা ভাববে। খুনীকে আত্মগোপন করতে হবে। ফাঁসির দড়ি এড়ানোর জন্য তাকে যত্নবান হতে হবে।

তোমার শেষ ইচ্ছা কি একথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ জল্লাদকে দেয়া যাবে না, সায়ীদা! কিছুতেই না! তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে, তবে সে অন্য কোনো সুসময়ে!

পুরো হুঁস ফিরে এলে সে আবিষ্কার করলো যে শারীয়া আলগায়েশ–এর শেষাংশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাটিয়ে সে "আব্বাসীয়া"র দিকে ছুটে চলেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদের স্থানে ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে গাড়ির গতি দ্বিগুণ করে. কয়েক মিনিটের মধ্যে মানশিয়াত আলবাকরী পৌঁছে বড়ো রাস্তা দিয়ে প্রথমেই যে গলি বেরিয়ে গেছে দেখতে পেলো সেখানে আস্তে গাড়ি পরিত্যাগ করে, ডানে বাঁয়ে কোনোদিকে না চেয়ে পায়ের ব্যায়াম করছে এমনিভাবে আস্তে-আস্তে সামনে এগুলো। সমস্ত শরীর অবশ মনে হলো প্রথমে, তারপরে স্নায়ুর ওপর যে প্রচন্ড ধকল গেছে তারই প্রতিক্রিয়ায় যেন সর্বাঙ্গ ব্যথা করছে মনে হলো।

তোমার জন্য এখন আর কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়। অথবা পরে আর কখনো। আর নূর? যে সন্দেহ ও তদন্ত এরপর তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তার কারণে অন্যসময় বাদ দিলেও আজ রাতে নূরের ওখানে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত শুধুই অন্ধকার সব কিছু ঢেকে রাখুক।

আট

শেখের দরোজা সামান্য ঠেলে কোনো বাধা না-পেয়ে আস্তে ভেতরে ঢুকে দরোজাটা সে ফের ভেজিয়ে দিলো। লম্বা খেজুরগাছ যেখানে একটানা শূণ্যে উঠে গিয়ে আকাশের তারা ছুঁই ছুঁই করছে সেই উন্মুক্ত উঠানের মধ্যে এসে সে দাঁড়ালো। পালানোর জন্য কি উত্তম জায়গা, সে ভাবলো। দিনের মতোই রাতেও শেখের দরোজা খোলাই ছিলো। গাঢ় অন্ধকার কক্ষটি ওখানে তারই জন্য যেন অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিলো, তাই সে আস্তে করে হেঁটে তার নিকটে গেলো। ভিতর থেকে একটি কণ্ঠস্বরের মৃদু গুঞ্জরণ তার কানে আসতে লাগলো, কিন্তু "আল্লাহ" শব্দ স্পষ্ট করে তার কানে বাজলো না। শেখ যেন তার উপস্থিতি সম্পর্কে অসচেতন, কিংবা টের পেলেও আমল দিতে চাইলো না এমনি করে কণ্ঠস্বরে মৃদু গুঞ্জরণ ধ্বনি চালিয়েই যেতে লাগলো।

কক্ষটির বাঁদিকে যেখানে তার বইয়ের স্তুপ সাজানো সেখানে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে তার কোমরে রিভলবার এবং স্যুট ও জুতা সমেত সতরঞ্চির উপর সটান শুয়ে পড়লো। পা টানা দিয়ে সমস্ত শরীরের ভর দু'হাতের তালুর ওপর ছেড়ে দিয়ে আস্তে করে মাথাটা এলিয়ে দিলো। মৌচাকের মৌমাছির মতো সমস্ত মাথা যেন ভন্ ভন্ করছিলো, কিন্তু তার কিছু করার ছিলো না। *গুলির শব্দ ও নবাইয়ার চিৎকার তুমি স্মরণ করতে চাও এবং সানাকে চিৎকার করতে শোনোনি বলে তুমি সুখি বোধ করছো। শেখকে তোমার এখন শুভেচ্ছাসম্ভাষণ জানানো উচিৎ, কিন্তু "আচ্ছালামু আলাইকুম" উচ্চারণ করার মতো শক্তি তোমার গলায় এখন আর অবশিষ্ট নেই। ডুবে যাচ্ছো এমনি এক অসহায়ত্ববোধ তোমাকে ঘিরে ধরেছে। আর তুমি কিনা ভেবেছিলে যে শরীর মেঝে স্পর্শ করা মাত্রই তুমি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে।*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৎ ও খোদা ভীরু কিভাবে কেঁপে উঠতো– এবং আল্লাহর নাম জপ করতে করতে তাঁদের অন্তকরণ আরো কোমল ও দয়ার্দ্র না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর কী রকম বিমুখ হয়ে থাকতো! এই অদ্ভুত লোকটি কখন ঘুমোবে? কিন্তু আশ্চর্য ধরনের এই বৃদ্ধটি গলা একটু উঁচু করে গান ধরলোঃ "আমার মতে, আমার সাক্ষীগণের কাছ থেকে না বেরোলে আবেগ অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।" এবং সমস্ত কক্ষ গুম গুম করে ওঠা কণ্ঠে সে বললো, "তাদের হৃদয়ের চোখ খোলা হলেও মাথার ওপরের চোখ দু'টো বন্ধ!" অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও সায়ীদ একটু মুচকি হাসলো। তো, এই কারণে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সে সচেতন নয়। কিন্তু আমি নিজেই তো নিজের সম্পর্কে আর পুরোপুরি সচেতন নই।

রাতের প্রশান্ত তরঙ্গের উপর দিয়ে ফজরের আজান ভেসে আসতে লাগলো। তার মনে পড়লো এমনি আরো একটি নির্ঘুম রাতের কথা যে রাতের শেষে ফজরের আজানের শব্দ পরবর্তী দিনের কি একটা আনন্দের চিন্তা তার মনে রঙ ধরিয়ে দিয়েছিলো। সেদিন আজানের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলো, যেন পরিত্রাণ পেয়েছিলো সমস্ত রাত্রির নিদ্রাহীনতার যন্ত্রণা থেকে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিযে নীলাভ ঊষার হাস্যোজ্জ্বল সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে এখন ভুলে যাওয়া সুখের আশায় ও আনন্দে সে হাত কচলিয়েছিলো। তারপর থেকে ঊষালগ্ন তার খুব প্রিয়। আজানের মধুর শব্দ, গভীর নীল আকাশ, ঘনিয়ে আসা সূর্যোদয়ের স্মিত হাসি এবং সেই স্মরণে না পড়া আনন্দ, সবই কাকডাকা ভোরের সাথে তার মনে জড়িত হয়ে আছে। এখন খুব ভোর, কিন্তু তার অবসাদ এতো বেশি যে সে সামান্যতমও নড়াচড়া করতে, এমনকি রিভলবারটিও এদিক–ওদিক করতে পারছিলো না। নামাজ পড়ার জন্য শেখ শাহেব উঠলো। সায়ীদের উপস্থিতি তার জানা আছে এমন কোনো ভাব না দেখিয়ে সে তেলের কুপি জ্বালিয়ে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠলো, "তুমি কি ফজরের নামাজ পড়বে না?"

সায়ীদ এতো পরিশ্রান্ত ছিলো যে, উত্তর দেওয়ার মতো ক্ষমতাও তার আর অবশিষ্ট ছিলো না এবং শেখ শাহেব নামাজ শুরু করতে করতে সে আবার গভীর ঘুমে ঢলে পড়লো।

সে স্বপ্ন দেখতে লাগলো যে, সে জেলে আছে, তার আচার–আচরণ ভালো হওয়া সত্ত্বেও তাকে বেদম প্রহার করা হচ্ছে এবং সে তীব্র এবং নির্লজ্জ চিৎকারে চতুর্দিক কাঁপিয়ে তুললেও প্রতিহত করার কোনোই চেষ্টা করছে না। তারা তাকে দুধ পান করতে দিলো। হঠাৎ করে সে দেখতে পেলো সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে সানা যেন রউফ ইলওয়ানকে চাবুক মারছে। কোথায় যেন কোরান তেলাওয়াতের শব্দ শুনে তার মনে ধারণা হলো যে, কেউ মারা গিয়েছে, কিন্তু পরে সে দেখতে পেলো যে ফেরারী আসামী হিশেবে পুলিশ তাকে গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করছে! যে গাড়িটা সে চালাচ্ছিলো তা চলতে অক্ষম–ইঞ্জিনের একটা কিছু গড়বড় ছিলো অবশ্যই–এবং তারপর সে চতুর্দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিলো। হঠাৎ ড্যাশবোর্ডের মধ্যকার রেডিও থেকে রউফ ইলওয়ান বেরিয়ে এসে সায়ীদ গুলি করার আগেই তার হাতের কব্জি ধরে ফেলে এমন জোরে মচকানি দিলো যে অতি সহজেই সে সায়ীদের হাত থেকে রিভলবারটি ছাড়িয়ে নিতে সমর্থ হলো। ঠিক এই সময় সায়ীদ মাহরান ওকে বললো, "ইচ্ছা হয় আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু আমার মেয়ে নির্দোষ। সিঁড়ির তলায় বসে ও তোমাকে চাবুক মারেনি, মেরেছে বরং ইলীষ সিদ্রার প্ররোচনায় ওর মা নবাইয়া।" তার পশ্চাদ্ধাবনকারীদেরকে এড়িয়ে শেখ আল জুনায়েদীকে ঘিরে থাকা যিকিররত মরমী সাধকদের বৃত্তের মধ্যে সে ঢুকে পড়লো, কিন্তু শেখ তাকে অস্বীকার করলো। "তুমি কে?" সে জিজ্ঞেস করলো। "আমাদের মাঝে তুমি এলে কেমন করে?" পুরনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে বললো যে, সে তার পুরানো শিষ্য আমম্ মাহরানের ছেলে সায়ীদ মাহরান, কিন্তু শেখ তার পরিচয়পত্র দেখতে চাইলো। অবাক হয়ে সায়ীদ আপত্তি তুলে বললো যে, সুফী শিষ্যের কোনো পরিচয় পত্রের প্রয়োজন হয় না, যে সুফী মতবাদে পাপী ও পূণ্যবানকে একই চোখে দেখা হয়। শেখ যখন উত্তর করলো যে সে পূণ্যবানদের পছন্দ করে না এবং সায়ীদ যে পাপী এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যই তার পরিচয়পত্র দেখতে চায়, তখন সায়ীদ তার হাতে রিভলবারটি ধরিয়ে দিয়ে বললো যে, ওর মধ্যে না-পাওয়া প্রত্যেকটি গুলি মানেই একটি হত্যা, কিন্তু তবুও শেখ তার পরিচয়পত্র দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, সরকারী নির্দেশ এ ব্যাপারে খুব কঠোর, সে জানালো। সায়ীদ হতবাক হয়ে গেলো ঃ সুফী ধারার মধ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ কেন? সে জিজ্ঞেস করলো। শেখ তাকে জানালো যে, তাদের গুরু রউফ ইলওয়ান, যাকে সম্প্রতি মহাশেখ পদে মনোনীত করা হয়েছে, তার সুপারিশের ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। তৃতীয়বারের মতো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে সায়ীদ বললো যে, ক্রিমিনাল চিন্তায় টইটম্বুর রউফ একটি বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু পাল্টা জবাবে শেখ বললো যে, ঠিক সে কারণেই এই দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য তার নাম সুপারিশ করা হয়েছে। সে আরও যোগ করলো যে সাধারণ রকমের ব্যাখ্যাসহ রউফ পবিত্র কোরান শরীফের নতুন তফসীর দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে যাতে করে প্রত্যেকটি লোকই তার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে লাভবান হতে পারে; এই হিতকর প্রচেষ্টার বদৌলতে যে টাকা আসবে তা বন্দুক চালনা, শিকার ও আত্মহত্যা করার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করতে বিনিয়োগ করা হবে। সায়ীদ ঘোষণা করলো যে নতুন তফসীর প্রশাসনের কোষাধ্যক্ষ হিশেবে কাজ করতে সে প্রস্তুত আছে এবং তার অন্যতম মেধাবী প্রাক্তন ছাত্র হিশেবে রউফ ইলওয়ানও নিঃসন্দেহে তার চরিত্রের নিরাপোষকারী সততা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করবে। এই সময় কোরান শরীফের প্রথম সূরাহ থেকে শেখ শাহেব সুর করে পড়ে উঠলো খেজুর গাছের ডগা থেকে তখন জ্বলন্ত লণ্ঠন ঝুলছিলো এবং একজন তেলাওয়াতকারী বলে উঠলো, "হে মিশরবাসী, আল্লাহ তোমাদের আশীর্বাদ করুন, প্রভু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হোসেন এখন তোমাদের।"

যখন সে চোখ খুললো সমস্ত পৃথিবী তখন তার কাছে রক্তাভ, শূণ্য ও নিরর্থক মনে হতে লাগলো। তার ঢিলা জোব্বা ও মাথায় সাঁটানো টুপি থেকে তার উজ্জ্বল শাদা দাড়িসহ সবকিছু নিয়ে প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সাথে বসে ছিলো শেখ। সায়ীদ প্রথম নড়াচড়া করে উঠতেই তার চোখ গিয়ে সায়ীদের ওপর পড়লো। তাড়াহুড়া করে উঠে বসে সায়ীদ ক্ষমাভিক্ষার দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলো, তীব্র দহন আগুনের লেলিহান শিখার মতো মনে তার ছুটে আসা স্মৃতির বহর।

"একদম শেষ বিকেল এখন," শেখ বললো, "অথচ সারাদিনে তুমি কিছুই মুখে দাওনি।"

সায়ীদ প্রথমে দেয়ালের ছিদ্রের দিকে তাকালো, তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে শেখের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কতার সাথে বিড় বিড় করে বললো, "শেষ বিকেল হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ। আমি ভাবলাম ঃ ঘুমাক বেচারা। আল্লাহ যেমন ইচ্ছা করেন তেমন করেই তাঁর দান কাউকে দেন।"

হঠাৎ করে সায়ীদ অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। সে ভাবলো, সারাদিনই এমনি ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ দেখেছে কিনা। "ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক লোকের আনাগোনা আমি টের পেয়েছি", মিথ্যা করে সে বললো।

"তুমি কিছুই টের পাওনি। একজন এসে আমার দুপুরের খাবার দিয়ে গেছে, মাত্র আরেকজন এসেছিলো টবের ক্যাকটাসে পানি দিতে, খেজুর গাছটির পরিচর্যা করতে, জায়গাটিকে ঝাড়ু দিয়ে উঠানটিকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নামাজের উপযোগী করে তুলতে।"

"তারা কখন আসবে?" একটু চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে সায়ীদ বললো।

"মাগরেবের নামাজে–সূর্যাস্তের সময়। তুমি কখন পৌঁছেছিলে?"

"খুব সকালে।"

খানিক্ষণ চুপ করে থাকার পর দাড়িতে হাত বুলাতে–বুলাতে শেখ বললো, "তুমি খুব দুরবস্থায় পড়েছো, বাবা!"

"কেনো?" উদ্বেগের সাথে প্রশ্ন করলো সায়ীদ।

"লম্বা এক ঘুম তুমি দিয়েছো, কিন্তু কোনো বিশ্রাম পাওনি। খর রৌদ্রতাপের নিচে শুইয়ে রাখা কোনো শিশুরই মতো। তোমার জ্বলন্ত হৃদয় ছায়ার অন্বেষায় উন্মত্ত, তবুও সূর্যের জ্বলন্ত আগুনের নিচ দিয়েই এগিয়ে চলছে সামনে। এখনও কি তুমি হাঁটতে শেখনি।"

সায়ীদ তার পটলচেরা রক্তাভ চোখ দু'হাত দিয়ে কিছুক্ষণ রগড়ালো। "ঘুমন্ত অবস্থায় অন্য মানুষ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হওয়া –এ চিন্তা মানসিক প্রশান্তিকে এলোমেলো করে দেয়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"পৃথিবী সম্পর্কে যে অচেতন, উদাসীন, পৃথিবীও তার সম্পর্কে উদাসীন," নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে শেখ জবাব দিলো।

যে পকেটে রিভলবারটি রাখা ছিলো তার ওপর দিয়ে খুব আলতোভাবে সায়ীদের হাত ঘুরে গেলো। সে ভাবলো যে রিভলবারের নলটিকে যদি শেখের দিকে তাক করা হয় তাহলে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে! তার এই অনড় প্রশান্তি কি একটুও কম্পিত হবে না?

"তোমার কি খিদে পেয়েছে?" শেখ জিজ্ঞেস করলো।

"না।"

"একথা যদি সত্য হয় যে আল্লাহর সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ হতে পারে, তাহলে এও সত্য যে তাঁর সম্পর্কে মানুষ বিশেষজ্ঞও হতে পারে", প্রায় হাসি হাসি চোখে শেখ বলে গেলো।

অর্থাৎ, যদি প্রথম প্রস্তাবনা ঠিক ঠিকই সত্যি হয়! সায়ীদ ভাবলো। "আচ্ছা, হুজুর", হাল্কা স্বরে সে বললো, "আমার স্ত্রীর মতো একটি স্ত্রী থাকার দুর্ভাগ্য যদি আপনার হতো এবং আমার মেয়ে যেমন আমাকে অস্বীকার করেছে আপনার মেয়েও যদি তেমনি আপনাকে করতো, তাহলে আপনি কি করতেন?"

বুড়োর নির্মল দৃষ্টিতে করুণা ফুঠে উঠলো। "আল্লাহর বান্দার মালিক একমাত্র আল্লাহই।"

তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার অপরাধের স্বীকারোক্তি দেয়ার পূর্বে তোমার জিহ্বা কেটে ফেল। ওকে তুমি সব কিছু বলতে চাচ্ছো। তাকে সম্ভবত কোনো কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। সে এমনকি তোমাকে গুলি ছুঁড়তেও দেখে থাকতে পারে। এবং তারও চেয়ে অনেক বেশি কিছু সে দেখে থাকতে পারে।

"ফিংক্স" পত্রিকা বিক্রিরত একজন হকারের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো বাইরে। সায়ীদ তাড়াতাড়ি উঠে জানালার কাছে গিয়ে হকারের কাছ থেকে একটি পত্রিকা কিনে এনে আবার আগের জায়গায় এসে বসলো। ততক্ষণে শেখের অস্তিত্ব সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে; কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় কালো কালিতে বড়ো বড়ো হেডলাইন: "দুর্গ অবাসিক এলাকায় জঘন্য হত্যাকান্ড!" তার দৃষ্টি চুম্বকের মতো আটকে রেখেছে। নিচের লাইনগুলো সে কিছুই হৃদয়ঙ্গম না করে ঝট্‌পট্ পড়ে গেলো। একি জন্য কোনো হত্যাকান্ড? তার নিজের ছবি সেখানে আছে আরো আছে নবাইয়া ও ইলীনা সিদ্দার ছবি; কিন্তু রক্তাক্ত ঐ লোকটি কে? তার নিজের জীবন-বৃত্তান্ত খবরের কাগজের পাতার ভেতর থেকে চোখ বড়ো বড়ো করে তার দিকে চেয়ে আছে। জেল থেকে বেরিয়ে আসা এক লোক দেখতে পেলো যে তার স্ত্রী তারই অন্যতম আশ্রিতকে দিয়ে করে সটকে পড়েছে-এমনি এক রোমাঞ্চকর কাহিনী ঝোড়ো হাওয়ার মুখে ধুলোবালি যেমন চতুর্দিকে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় তেমনি ফুলিয়ে- ফাঁপিয়ে রঙ-চঙ মাখিয়ে চটকদার করে পরিবেশন করা হয়েছে। কিন্তু রক্তাক্ত লোকটি কে? তার রিভলবারের গুলি এই অপরিচিত লোকের বুকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিঁধলো কি করে? এতো সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো লোক, এবং সায়ীদ তো জীবনে তাকে এই প্রথম দেখছে! *তুমি বরং প্রথম থেকে আবার পড়া শুরু করো।*

গোয়েন্দা পুলিশ ও ইলীষের বন্ধু–বান্ধবসহ যেদিন সে তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলো সেইদিনই ইলীষ সিদ্রা ও নবাইয়া তাদের বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্য বাসায় চলে গেছে এবং তাদের পুরনো বাসায় নতুন ভাড়াটে এসে উঠেছে। সুতরাং যার কণ্ঠস্বর সে শুনেছিলো সে ইলীষ সিদ্রা নয় এবং যার চিৎকার শুনেছিলো সেও নবাইয়া নয়। শারীয়া মোহাম্মদ আলীর এক চুড়ি ফিতার দোকানে কাজ করতো এমন জনৈক শাবান হোসেইনের মৃতদেহ এটি। তার স্ত্রী ও পুরনো বন্ধুকে হত্যা করার বদলে সায়ীদ মাহরান সেখানকার নতুন ভাড়াটেকে হত্যা করে ফেলেছে। একজন প্রতিবেশী পুলিশকে জানিয়েছে যে, হত্যাকান্ডের পর পরই সে সায়ীদ মাহরানকে ঐ বাড়ি থেকে দ্রুত প্রস্থান করতে দেখেছে। সে আরো বলেছে যে পুলিশী সাহায্যের জন্য সে চেঁচিয়েছিলো কিন্তু হত্যাকান্ডের অব্যবহিত পরে যে প্রচন্ড গন্ডগোল চেঁচামেচিতে সমস্ত এলাকা ভরে ওঠে তাতে তার কন্টস্বর আর শোনা যায়নি।

একটি ব্যর্থতা। নিরেট পাগলামী। এবং নিরর্থক। ইলীষ যখন প্রশান্ত নিরাপত্তায় দিন কাটাবে তার পেছনে তখন ধাওয়া করে ফিরবে ফাঁসির দড়ি। খোলা কবরের তলদেশের মতোই সত্যটি অত্যন্ত পরিস্কার।

জোর করে খবর–কাগজ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শেখের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলো যে মৃদু হাসিমুখে সে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। যে কারণেই হোক, শেখের মৃদু হাসি সায়ীদকে ভয় পাইয়ে দিলো ঃ তার মনে হলো জানালায় দাঁড়িয়ে শেখ আকাশের যে ক্ষুদ্র অংশটির ওপর চোখ রেখে চেয়ে আছে, সেও ঠিক সেই জায়গাটুকুর ওপর চেয়ে যদি দেখতে পারতো যে, ওখানে এমন কি জিনিশ আছে যা তার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে! কিন্তু এ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেলো।

শেখ মৃদু হাসুক এবং তার গোপন রহস্য তার কাছেই থাক, সে ভাবলো। শিগগিরই শিষ্য–সাগরেদরা এখানে এসে যাবে এবং তাদের মধ্যে যারা খবর কাগজে তার ছবি দেখেছে তাকে নির্ঘাত চিনে ফেলবে; ভীতি ও আকর্ষণের এক অদ্ভুত মিশ্রিত মনোভাব নিয়ে হাজারে হাজারে লোক তার ছবি চেয়ে চেয়ে দেখবে। সায়ীদের জীবন নিঃশেষ হয়ে গেলো, কোনো কাজেই লাগলো না; এখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুলিশ তাকে তাড়া করে ফিরবে; সে সম্পূর্ণ একাকী, আয়নায় নিজের ছবি থেকেও সাবধান হতে হবে এখন থেকে–জীবন্ত কিন্তু সত্যিকারের প্রাণহীন একজন মানুষ সে এখন থেকে। মমির মতো। বিষ্ঠা, বিড়াল ও বিরক্ত মানুষের লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এক গর্ত থেকে আরেক গর্তে ছুটে পালিয়ে বেড়ানো ইঁদুরের মতো সে এখন। সুযোগ পেলেই শত্রুরা এখন তাকে পায়ের তলায় পিষে মারবে।

তার দিকে মুখ ফিরিয়ে শেখ নরমস্বরে বললো, "তুমি ক্লান্ত। যাও হাত মুখ ধুয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসো।

"হ্যাঁ", খবর-কাগজ ভাঁজ করতে করতে সায়ীদ বললো, কণ্ঠে তার ঝাঁঝ, "আমি চলে যাবো-এবং আমার মুখ দেখার অস্বস্তি থেকে আপনাকে অব্যাহতি দেবো।"

আরো অধিকতর নমনীয়তার সঙ্গে শেখ বললো, "এতো তোমার বাড়ি।"

"সত্যি, কিন্তু আশ্রয়ের অন্য কোনো জায়গা আমার কেনো থাকবে না?"

মাথা নিচু করে শেখ উত্তর করলো, "অন্য কোনো আশ্রয় থাকলে আমার কাছে কখ্খনো তুমি আসতে না।"

পাহাড়ের ওপর গিয়ে চারদিক আঁধার না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে হবে। আলো এড়িয়ে চলো। অন্ধকারে আশ্রয় নাও। ধ্যাৎ, এসবই সময়ের অপচয়। তুমি শাবান হোসেইনকে হত্যা করেছো। তুমি কে তাই ভাবছি, শাবান হোসেইন। পরস্পরকে আমরা কোনোদিন চিনতাম না। তোমার কি ছেলেপিলে আছে? কোনোদিন কি ভাবতে পেরেছিলে যে, বিনা অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হবে-ভাবতে কি পেরেছিলে যে, নবাইয়া সোলেমান ইলীষ সিদ্রাকে বিয়ে করার কারণে আত্মহুতি দিতে হবে তোমাকে? ভেবেছিলে কি যে ভুলক্রমে তোমাকে মেরে ফেলা হবে, অথচ ন্যায় বিচারে যাদের মেরে ফেলা উচিতং সেই নবাইয়া, রউফ ও ইলীষ -তারা থাকবে বেঁচে? খুনী আমি কিছুই বুঝতে পারি না। এমনকি শেখ আলী আল-জুনায়েদী নিজেও কিছু বুঝতে পারে না। এই ধাঁধার আংশিক সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে জটিলতর আরেকটি সমস্যাই উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছি কেবল।

সে জোরে নিশ্বাস ফেললো।

"তুমি কতো ক্লান্ত," শেখ বললো।

"আপনার এই পৃথিবী আমাকে ক্লান্ত করে তোলে।"

"মাঝে-মাঝে গানে আমরা একথা বলে থাকি," প্রশান্ত স্বরে শেখ বললো।

সায়ীদ উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেয়া সুরে বললো, "এবার বিদায় দিন হুজুর।"

"এ দিয়ে তুমি যা-ই বুঝাতে চেয়ে থাকো না কেনো, এ সবই সম্পূর্ণ নিরর্থক কথা," মৃদু ভর্ৎসনার সুরে শেখ বললো। "তার চেয়ে বরঞ্চ বলো ঃ আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত আসি।"

নয়

ইয়া আল্লাহ্ কি অন্ধকার! এখন আমি বাদুর হলেই বরং ভালো হতো। এতো রাতে কোন দরোজার ফাঁক দিয়ে পোড়া চর্বির গন্ধ যেনো ভেসে আসছে? নূর কখন ফিরে আসবে? সে কি একা আসবে? আমার কথা সবাই ভুলে যাবে। এতো লম্বা সময় ধরে এই ফ্ল্যাটে কি থাকতে পাবো? তুমি হয়তো ভাবতে পারো, রউফ, যে তুমি চিরকালের জন্য আমার হাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে রেহাই পেয়ে গেছো। কিন্তু এই রিভলবার দিয়ে, ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, আমি অবাক করা কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারি। যারা ঘুমিয়ে আছে এই রিভলবার দিয়ে তাদের ঘুম আমি ভাঙিয়ে দিতে পারি। তারাই হচ্ছে সমস্ত গণ্ডগোলের মূল। তাদের কারণেই নবাইয়া, ইলীষ এবং রউফের মতো প্রাণীদের তৈরি হওয়া সম্ভব হয়েছে।

কেউ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে এমন শব্দ পাওয়া গেলো। কেউ সত্যিই উপরে উঠে আসছে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গুটিসুটি মেরে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে চোখ হাতলের সামনে রেখে নিচে চাইলো। দেয়ালের কোল ঘেঁষে একটি মৃদু আলোর শিখা আস্তে-আস্তে এগোচ্ছিলো। দিয়াশলাইয়ের কাঠির আলো হবে, সে ভাবলো। ভারী কিন্তু আস্তে ফেলা পায়ের শব্দ ক্রমশ উপরের দিকে উঠে আসতে লাগলো। নূর যাতে হঠাৎই হকচকিয়ে না ওঠে এবং আগে ভাগেই জানতে পারে সে এখানে আছে সেই উদ্দেশ্যে সায়ীদ বেশ খানিকটা জোরেই গলা খাঁকারি দিলো।

"কে?" ও আশংকিত কণ্ঠে বললো।

সিঁড়ির দুই দিকের হাতলের মধ্যখান দিয়ে যতোটা সম্ভব নিচের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে সায়ীদ ফিসফিসিয়ে উত্তর দিলো, "সায়ীদ মাহরান।"

বাকি ধাপ কটি সে দৌড়ে উপরে উঠে সায়ীদের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগলো। মৃদু আলোশিখাটি প্রায় নিবু নিবু।

"তুমি।" সায়ীদের বাহু ধরে রুদ্ধশ্বাস কিন্তু সুখের আবেশে ও বলে উঠলো। "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তুমি কি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছো?"

ফ্লাটের প্রবেশ দরোজা খুলে হাত ধরে সায়ীদকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে একটি আশবাবহীন আয়তাকার কক্ষে সে বাতি জ্বালালো। তারপর খানিকটা বড়ো ও বর্গাকৃতির অভ্যর্থনা কক্ষে তাকে নিয়ে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে বন্ধ জানালা খুলে দিলে বাইরের তাজা হাওয়া এসে ঘরটা ভরিয়ে দিলো।

"এখানে যখন এসে পৌঁছেছি তখন রাত দুপুর", মুখোমুখি বসানো দুটি সোফার একটির ওপর দেহের ভার এলিয়ে দিতে দিতে সে বললো। "মনে হয় যুগ যুগ ধরে যেন অপেক্ষা করছিলাম।"

উল্টোদিকের সোফাটির ওপর থেকে পোষাক তৈরীর জন্য রাখা একগাদা কাটা কাপড় সরিয়ে নূর সেখানে বসে পড়লো। "হয়েছে কি জান?" সে বললো। "আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভাবিনি, তুমি সত্যিই কখনো আসবে।"

তাদের ক্লান্ত চোখ পরস্পরের ওপর নিবদ্ধ হলো। "আমার অনড় প্রতিশ্রুতির পরেও?" মৃদু হাসির আড়ালে হিমায়িত অনুভূতি গোপন করে সায়ীদ বললো।

নূর কোনো উত্তর করলো না। তার ঠোঁটের কোণে কেবল একটি শীর্ণ হাসি ফুটে উঠলো। পরে সে বললো, "গতকাল থানায় গেলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জেরার পর জেরা করে আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলো। গাড়িটি কোথায় এখন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"যদিও এখনও প্রয়োজন আছে, তবু ভাবলাম কোনো জায়গায় ওটা ফেলে দেয়াই ভালো।" জ্যাকেটটি খুলে ফেলে তার পাশেই সোফার ওপর সেটি ছুঁড়ে ফেললো। তার বাদামি রংয়ের জামাটি ঘাম ও ধুলায় জবজবে হয়ে গেছে। "কিছু চোরের চেয়ে অন্য কিছু চোরকে বেশি প্রশ্রয় দেয়, এমন একটি সরকারের কাছ থেকে যা আশা করা যায় তেমনিই হবে–গাড়িটি খুঁজে পেয়ে তারা মালিকের কাছে ফেরত পাঠাবে।"

"গতকাল ওটা দিয়ে তুমি কি করেছো?"

"আসলে কিছুই না। যাহোক, সময়ে সব কিছুই জানতে পারবে।" খোলা জানালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গভীর শ্বাস গ্রহণ করে সে আবার বললো, "জানালাটি নিশ্চয়ই উত্তর দিকে। কি তাজা বাতাস।"

"এখান থেকে বাবেল নূর পর্যন্ত খোলা মাঠ। এখানে চারদিকে শুধুই কবরস্থান।"

"এই জন্যই এখানকার বাতাস দূষিত হয়নি," একটু শুকনো হাসি হেসে সে বললো। *সে (নূর) তোমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছে যেন তোমাকে গিলে খেয়ে ফেলবে, কিন্তু তুমি একঘেঁয়েমি ও বিরক্তি ছাড়া আর কিছুই অনুভব করছো না। আহত অহমিকা ভুলে গিয়ে কেনো তুমি ওকে উপভোগ করতে পারছো না?*

"তোমাকে দরোজার সামনে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য আমি অতিমাত্রায় দুঃখিত।"

"ঠিক আছে, আমি বেশ কিছু কালের জন্যই তোমার মেহমান হতে যাচ্ছি", নূরের দিকে এক অদ্ভুত, সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে সায়ীদ বললো।

মাথা তুলে চিবুক উঁচিয়ে আনন্দের সাথে নূর বললো, ''তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে সারা জীবনই থেকে যাও।"

"প্রতিবেশির কাছে চলে যাওয়া পর্যন্ত।" জানালা দিয়ে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সে আর একটু শুষ্ক হাসি হেসে বললো। নূরকে অন্যমনস্ক মনে হলো। তার তামাশার দিকে সে খেয়ালই করেনি।

"তোমার লোকেরা তোমার খোঁজ করবে না?" মাথা নিচু করে জুতার ওপর চোখ রেখে সে বললো।

"তোমার বউ–এর কথা বলছি।"

ও যন্ত্রণা, ক্ষোভ ও নিষ্ফল গুলির কথা বলছে। ও যা চাচ্ছে তাহলো এক অবমাননাকর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী; ও শুধু আবিষ্কার করবে যে, হৃদয়ের বদ্ধ দরোজার তালা খোলা ক্রমাগতই অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু খবর–কাগজগুলো যখন রোমাঞ্চকর কাহিনী দিয়ে সারাদেশ মাতিয়ে তুলছে, তখন ওর কাছে আর মিথ্যা বলে কী হবে?

"বলেছিতো আমার কেউ নেই।" এখন তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো আমার কথার অর্থ কী। মুখ তোমার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আনন্দকে আমি ঘৃণা করি। এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মুখমন্ডলে, বিশেষত চোখের নিচে, যে আভা ছিলো তা হারিয়ে গেছে।

"তালাক হয়েছে?" নূর জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। আমি জেলে থাকতে। কিন্তু এ ব্যাপারে আর কথা বলতে চাই না", অধৈর্যের সাথে হাত নেড়ে সে বললো।

"কুত্তী।" রাগত স্বরে নূর বললো। "তোমার মতো পুরুষের যাবজ্জীবন জেল হলেও তার জন্য অপেক্ষা করা উচিৎ যে কোনো মেয়ের!"

কী ধূর্ত সে! কিন্তু আমার মতো লোক করুণার পাত্র হওয়া পছন্দ করে না। সহানুভূতি সম্পর্কে সাবধান হও! "আসল কথা হচ্ছে, আমি তাকে অনেক বেশি অবহেলা করেছি।" নিরপরাধ লোককে ধরাশায়ী করা গুলির কি অমার্জনীয় অপচয়।

"যাই হোক, তার মতো মেয়েমানুষ তোমার যোগ্য নয়।"

খাঁটি কথা। অন্য কোনো মেয়েমানুষও নয়। কিন্তু নবাইয়া এখনো জীবনীশক্তিতে ভরপুর, অথচ তুমি প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত; বাতাসের একটা গমক তোমাকে অপর পারে ঠেলে ফেলে দেবে। তোমাকে দেখে আমার শুধু করুণাই হয়। "আমি এখানে একথা যেন কেউ ক্ষূর্ণাক্ষরেও জানতে না পারে।"

চিরকালের জন্য ওর মালিকানাস্বত্ব পেয়ে গেছে এমনি নিশ্চয়তার হাসি হেসে নূর বললো, "কোনো চিন্তা করো না; আমি ঠিকই তোমাকে লুকিয়ে রাখবো।" তারপর, খানিকটা আশাব্যঞ্জকভাবে, সে যোগ করলো, "কিন্তু তুমি সত্যিই সিরিয়াস কিছু করে বসোনি, তাইতো?"

নির্বিকার এক কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে প্রশ্নটি সে উড়িয়ে দিলো।

উঠে দাঁড়িয়ে নূর বললো, "তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। খাবার ও পানীয় আমার ঘরেই আছে। মনে আছে, আমার প্রতি তোমার অনুভূতি কতো শীতল ছিলো?"

"ভালোবাসার কোনো সময় তখন আমার ছিলো না।"

তিরস্কারের ভঙ্গিতে সে তার দিকে চোখ ফেরালো। "ভালোবাসার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু আছে না কি? মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়েছে যে, তোমার হৃদয় কি পাষাণ দিয়ে গড়া? তোমার জেলে যাওয়ার খবর শুনে আমার মতো আর কেউই মর্মাহত হয়নি।"

"সেই জন্যই অন্য কারো কাছে না গিয়ে তোমার কাছেই এসেছি।"

"কিন্তু আমার সাথে তো তোমার দেখা হয়েছে ঘটনাচক্রে," ঠোঁট ফুলিয়ে ও বললো। "আমার কথা এমনকি তুমি সম্পূর্ণ ভুলেও যেতে পারতে!"

"তুমি কি মনে করো আমার পক্ষে আর কোনো আশ্রয়স্থান পাওয়া সম্ভব নয়?" বকা দেয়ার ভঙ্গিতে চোখ-মুখ কুঁচকে সে বললো।

একটা ঝগড়া এড়াবার জন্যই যেন সে সায়ীদের কাছে ঘনিয়ে এসে তার দু'গালের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওপর আলতো করে দু'হাতের তালু রাখলো।

"চিড়িয়াখানার প্রহরীরা দর্শকদেরকে সিংহের গায়ে খোঁচা দিতে দেবে না কোনো মতেই। একথা আমি ভুলে গেছিলাম। মাফ করে দাও আমাকে। কিন্তু তোমার মুখমন্ডল পুড়ে যাচ্ছে, আর সারা মুখে গোঁজ-গোঁজ দাড়ি। ঠান্ডা পানিতে গোছল করে নাও না?" ওর মুখের হাসি নূরকে বুঝিয়ে দিলো যে প্রস্তাবটা তার ভালো লেগেছে। "তাহলে শিগগির বাথরুমে যাও! বেরিয়ে এসে খাবার তৈরি পাবে। শোয়ার ঘরেই আমরা খেয়ে নেবো, সে ঘরটি এটির চেয়ে অনেক ভালো। সে ঘর থেকে বাইরে তাকিয়ে কবরস্থান দেখা যায়।"

দশ

আহ্, কী বিশাল ব্যাপ্তি কবরের, যতদূর চোখ যায় শুধু কবর আর কবর! মস্তক শিলাগুলো যেন আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তোলা হাত, যদিও তারা এখন যে কোনো ভীতির উর্ধ্বে। সাফল্য ও ব্যর্থতা, হত্যাকারী ও নিহত যেখানে এক হয়ে যায়, চোর ও পুলিশ যেখানে প্রথম ও শেষবারের মত শান্তিতে পাশাপাশি শুয়ে থাকে এ তেমনি এক সত্য ও নীরবতার নগরী।

শেষ বিকেলে ঘুম থেকে ওঠার আগে নূরের নাক-ডাকা বন্ধ হবে বলে মনে হলো না।

পুলিশ তোমার কথা ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত এই কারাগারেই তোমাকে বন্দী থাকতে হবে। এবং তারা কি সত্যিই কোনোদিন ভুলে যাবে? কবর স্মরণ করিয়ে দেয় যে মৃত্যু জীবন্তকে ঠকায়। তারা প্রতারণার কথা বলে এবং এমনি করেই তোমাকে নবাইয়া, ইলীষ ও রউফের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, বলে দেয় যে সেই অদৃশ্য ছোঁড়ার পেট থেকে তুমি নিজেইমৃত।

কিন্তু এখনও আগুনের গুলি তোমার আছে।

প্রায় কাতরানির মতো নূরের সশব্দ হাই তোলার আওয়াজে সায়ীদ বন্ধ জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বিছানার দিকে তাকালো। চুল এলোমেলো ও নগ্ন অবস্থায় নূর বিছানায় বসা, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু হাসিমুখেই সে বললো, "স্বপ্নে দেখলাম তুমি যেন অনেক দূরে কোথায় আছো আর তোমার জন্য অপেক্ষা করে করে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।"

"ওটা ছিলো একটা স্বপ্ন," সায়ীদ গম্ভীর হয়ে বললো। "বাস্তবে তুমি বাইরে যাচ্ছো, এবং অপেক্ষা আমিই করবো।"

গোসলখানায় ঢুকলো নূর এবং একটু পরে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এলো; এবং ওর হাত দুটো কি করে সামান্য প্রসাধনীর প্রলেপে মুখ খানাকে আবার নবীন ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সতেজ করে তুললো সায়ীদ তা মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলো। সায়ীদের মতো ওরও বয়স ত্রিশেরই ঘরে, কিন্তু ডাহা মিথ্যা কথা বলে, আরও কম বয়েসী দেখাবার কসরৎ করে, যে অসংখ্য অন্যায় ও বোকামী সে হরহামেশা করে যাচ্ছে, তারই সাথে আরও খানিকটা যোগ করছে মাত্র। কিন্তু ঐ হাজারো অপরাধের মধ্যে, দুর্ভাগ্যক্রমে, চুরির দোষ তার নেই।

বাইরে চলে যাবার সময় নূরকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ও বললো, "খবর কাগজ আনতে ভুলো না যেন।"

নূর বেরিয়ে গেলে ও বসার ঘরে এসে একটি সোফার উপর শরীর এলিয়ে দিলো। এখন সে সম্পূর্ণ অথৈ একা, বইগুলিও তার সঙ্গে নেই, শেখ আলীর বাড়িতে ফেলে এসেছে। কার্পেটটির নিরাবরণ জীর্ণতা এবং যুতসই জোড় ফাটল ধরা সাদা সিলিং এর দিকে চেয়ে সে সময় ধ্বংস করার চেষ্টা করতে লাগলো। সময়ের একবিন্দু থেকে পরবর্তী বিন্দুতে এক ঝাঁক পায়রা মনিমানিক্যের একটি মালা নিয়ে গেলে তার ঝলকানি যেমন মনে হতে পারে তেমনি খোলা জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলোকরশ্মি ঝিকমিক করছে ঘরের দেয়ালে, মেঝেয়।

তোমার নিরুত্তাপ ব্যবহার, সানা, খুবই অশান্তিদায়ক। এই কবরের সারির উপর চোখ পড়লে যেমন মনে হয়। জানি না, আবার আমাদের দেখা হবে কী না এবং হলে তা কোথায় এবং কখন। তুমি নিশ্চয়ই এখন আর আমাকে ভালোবাসবে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি আর বিপথগামী আকাঙ্খার এই জীবনে না। এখন যা অবশিষ্ট আছে তা হলো অনুশোচনার এক ঝুলন্ত শেকল। গীর্জার পথে ছাত্রাবাসে ছিলো তার প্রথম কড়াটি। ইলীষের দ্বারা তেমন কিছু আসতো যেতো না, কিন্তু নবাইয়া– সে–ই তো ওর ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে, শেকড়শুদ্ধ টেনে উপড়ে ফেলে দিয়েছে ইলীষকে। হায়, সংক্রামক ব্যাধি কিংবা জ্বর যেমন মুখ দেখে সহজেই বোঝা যায়, প্রতারণাও যদি তেমন করে বোঝা যেতো ! বাইরের সৌন্দর্য তাহলে কখনো ফাঁপা মনে হতো না এবং অটেক মানুষই প্রতারণার নিষ্ঠুর কশাঘাত থেকে রেহাই পেতো।

ছাত্রাবাসের কাছে সেই মুদী দোকান, নবাইয়া যেখানে ঝুড়ি হাতে কেনাকাটা করতে আসতো। সে সব সময়ই এতো সুন্দর ফিটফাট পোশাক পরে থাকতো এবং অন্যান্য কাজের মেয়েদের চেয়ে এতো পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ছিলো যে, সেই জন্য সে "তুর্কী মেমের পরিচারিকা" বলে পরিচিত ছিলো। রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় বিশাল বাগানের মধ্যখানে অবস্থিত বাড়িটিতে যে ধনী, অহংকারী বৃদ্ধা তুর্কী মহিলা একাকী বাস করে, তার একটা গোঁ–ই ছিলো যে, তার জন্য যারা কাজ করবে তাদের প্রত্যেককে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম পোশাকে সজ্জিত হতে হবে। সুতরাং, সুন্দর করে আঁচড়ানো চুলে লম্বা বিনুনি বেঁধে এবং পায়ে স্যান্ডেল ছাড়া নবাইয়াকে কখনো বাইরে দেখা যেতো না। তার একহারা ছিপছিপে আকর্ষণীয় ও প্রাণচঞ্চল দেহের চারদিক ঘিরে তার চাষীমেয়ের গাউন ছলকে

www.BanglaBook.org

ঢেউ তুলে যেত; এবং ওর দ্বারা যারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়নি তারাও স্বীকার করতো যে, তার উজ্জ্বল শ্যামল রংয়ে, তার গোলাকৃতি পূর্ণ মুখাবয়বে, তার বাদামী চোখে, তার আকর্ষণীয় ছোটো নাকে এবং সর্বোপরি জীবনরসে সিক্ত তার দুটো ঠোঁটে গ্রামীণ সৌন্দর্যের এক মনোমুগ্ধকর নজীর সে। সৌন্দর্য তিলের মতো তার চিবুকের ওপর ছোট্টো, সবুজ একটু দাগানো চিহ্ন ছিলো।

তার সুন্দর দেহবল্লরীতে সুষমামন্ডিত ঢেউ তুলে রাস্তার শেষ মাথায় উদয় না—হওয়া পর্যন্ত কাজের শেষে ছাত্রাবাসের প্রবেশ পথে প্রত্যেক দিন তুমি তীর্থের কাকের মতো সেই দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসে থাকতো হাঁটায় অপূর্ব ছন্দ ফুটিয়ে সে যতোই কাছে আসতে থাকতো অধীর আগ্রহে তোমার মুখ ততোই প্রভাসিত হয়ে উঠতো। সুমধুর সঙ্গীতধ্বনির মতো যেখান দিয়ে সে চলে গেছে সেখানেই মানুষ তাকে হৃদয় উজাড় করে সাগ্রহ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। মুদীর দোকানে জড়ো হওয়া ডজন ডজন মেয়ে মানুষের মধ্যে যখনই সে এসে দাঁড়িয়েছে অমনি উন্মত্ত আবেশে মাতাল হয়ে তোমার দুচোখ তাকে অনুসরণ করে ফিরেছে। ঐ ভীড়ের মধ্যে কখনো তোমার চোখ তাকে হারিয়ে ফেলতো, আবার পরমুহূর্তেই খুঁজে পেতো একটু অন্য জায়গায়। এতে তোমার ঔৎসুক্য ও বাসনা আরও বহুগুণে বেড়ে যেতো। কথায়, কাজে, ব্যবহারে কিংবা আভাসে—ইঙ্গিতে, যাহোক একটা কিছু করার প্রবল তাড়না তোমার যন্ত্রণাবিদ্ধ মনে আছড়ে—আছড়ে যখন মরতে থাকতো, তখন সে হয়তো দিনের বাকী সময়টুকু ও পুরো একটা রাতের জন্য সেদিন শেষবারের মতোই হারিয়ে যেতো— বাড়ি চলে যেতো সেদিনের মতো। সুদীর্ঘ এক করুণ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসতো তোমার পাজর ভেঙে, চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো নিরানন্দ, নিষ্প্রাণ হয়ে যেতে তুমি; রাস্তার পাশের গাছে গাছে পাখিরা তাদের গান থামিয়ে দিতো এবং হঠাৎ করে কোত্থেকে যেন শেষ—হেমন্তের ঠান্ডা এক ঝলক বাতাস এসে সব শীতল, প্রাণহীন করে দিয়ে যেতো।

তারপর এক সময় তুমি লক্ষ্য করা শুরু করলে যে, তোমার হাঁটনি তার দেহে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তোমার সামনে দিয়ে যখন সে হেঁটে যায় তখন বেশ ছিনালপনা করে নিতম্ব দুলিয়ে চলে এবং তারপর তুমি আর তীর্থের কাকের মতো 'হা' করে দাঁড়িয়ে থাক না; বরঞ্চ তোমার সহজাত অধৈর্যের কারণে রাস্তায়ই তার পিছু নাও তুমি। তারপর মাঠের একদম শেষ প্রান্তে একটা খেজুর গাছ যেখানে একাকী নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে সেখানে গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়াও তুমি। সে তোমার ঔদ্ধত্যে হতবাক হয়ে যায়, কিংবা হওয়ার ভান করে এবং প্রচন্ড দম্ভ সহকারে জানতে চায়, তুমি বস্তুটি কে। অবাক হওয়ার ভান করে তুমি উত্তর কর, "বস্তুটি আমি, কেং তুমি কি সত্যিই জিজ্ঞেস করছো আমি কে? তুমি কি সত্যিই জানো না? তোমার অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দু জানে আমি কে!" "অভদ্র লোকদের আমি পছন্দ করি না" স্টান্ট করে সে বলে।

"আমিও না। আমি তোমার মতো, অভদ্র লোকদের ঘৃণা করি। উহু, না। উল্টোদিকে

www.BanglaBook.org

আমি বরঞ্চ সৌন্দর্য, ভদ্রতা ও সুশোভন আচরণ অত্যন্ত ভালোবাসি। এবং এ—সবেরই মূর্ত প্রতীক তুমি। তুমি কি এখনও জানো না আমি কে? এসো, তোমার ঝুড়িটা আমার কাছে দাও, তোমার দোরগোড়া পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"তোমার সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই," ও বললো, "এবং কোনোদিন ফের পথ আগলাবে না বলে দিচ্ছি!" এই কথা বলে সে হাঁটা আরম্ভ করে দিলো, কিন্তু দম বন্ধ করা ভ্যাপসা গরমের রাতে প্রথম সুশীতল সমীরণের মতো তার ছদ্ম দাম্ভিকতার আস্তরণ ভেদ করে যেই সুমিষ্ট মধুর একটু হাসি বেরিয়ে এলো অমনি উৎসাহিত হয়ে তুমিও তার পাশে—পাশে চলতে থাকলে। তারপর সে বলেছিলো, "ফিরে যাও; এখান থেকে অবশ্যই ফেরো। আমার মেম শাহেব জানালার কাছেই বসে থাকে এবং এরপর তুমি যদি আর এক পাও এগোও তাহলে নির্ঘাত সে তোমাকে দেখে ফেলবে।"

"আমি কিন্তু একেবারেই নাছোড়বান্দা," তুমি উত্তর করলে, "তুমি যদি চাও যে—আমি চলে যাই, তাহলে তোমাকেও আমার সঙ্গে আসতে হবে। মাত্র কয়েক কদম। খেজুর গাছটি পর্যন্ত। তোমাকে আমার কয়েকটি কথা বলার আছে। কেনই বা বলবো না বলতো? আমি কি একেবারেই ফেলনা কেউ?"

সে জোরে—জোরে মাথা নাড়াতে লাগলো, কিন্তু রাগত প্রতিবাদ জানাতে—জানাতে আস্তে—আস্তে মাথা নাড়ানির তীব্রতা কমিয়ে এনে একটি ক্রুদ্ধ বেড়ালের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে আস্তে করে যেন মিইয়ে এলো এবং আমি জিতে গেছি তাতে আমার আর কোনো সন্দেহ রইলো না; বুঝলাম নবাইয়া উদাসীন নয় এবং ছাত্রাবাসে বসে আমি তার জন্য যে দীর্ঘশ্বাস ফেলি তা সে বুঝতে পারে। তখন তুমি অনুধাবন করতে পারো যে, রাস্তার তেমন—গুরুত্ব—না—দেয়া চাউনী তোমার জীবনে অনেক বড়ো হয়ে দেখা দেবে, তার জীবনেও এবং এরই ফলে আরও বৃহত্তর হয়ে যাওয়া বহির্বিশ্বেও তা বড়ো হয়ে দেখা দেবে।

"ঠিক আছে, আবার কালকে হবে," রাস্তার শেষ মাথায় একটি দুর্বোধ্য প্রশ্নের মতো যে বাস করে তার ভয়ে, সেই বৃদ্ধা তুর্কী মহিলার শানানো ছুরির মতো ধারালো জিহ্বার ভয়ে, তুমি সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলো। তারপর?— তারপর তুমি খেজুর গাছের কাছে ফিরে গিয়ে জীবনোল্লাসের প্রচণ্ডতায় বানরের মতো তির তির করে তার মাথায় উঠে যাও এবং তারপরে, দশ ফুট ওপর থেকে, আবার শ্বাস করে লাফ দিয়ে পড়ো নিচে, এক চিলতে সবুজের আস্তরণের ওপর। তারপর আনন্দ—পাগল ষাঁড়ের মতো তোমার গভীর গলায় গান গাইতে গাইতে ফিরে যাও ছাত্রাবাসে।

এবং তারও পরে ঘটনাচক্র যখন তোমাকে ঠেলে নিয়ে যায় আল—যাইয়াত সার্কাসে, এমন একটি কাণ্ডে যা তোমাকে মহল্লা থেকে মহল্লায়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় তখন তুমি ভয় পেয়ে যাও যে, "চোখের অদর্শনে মনে বিস্মরণ"

www.BanglaBook.org

তোমার বেলায় প্রযোজ্য হয়ে যেতে পারে এবং তুমি তখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসো। হ্যাঁ, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু গর্দভও ঢুকেছে, অথচ তুমি যেখানে– অন্যায়ভাবে– পড়াশুনা করার কোনোদিন কোনো সুযোগ পাওনি, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সেই পুরনো। ঐতিহ্যিক, আইনসঙ্গত, মুসলিম ধর্মীয় মতে বিয়ের প্রস্তাবই তুমি তাকে দিয়েছিলে। রাস্তায় অথবা আকাশে তখন কোনো আলো ছিলো না, দিগন্তের এক কোণে শুধু এক ফালি চাঁদ ম্রিয়মান হয়ে ঝুলেছিলো। অধোবদনে সলজ্জ চোখ সে তখন মাটির দিকে নামিয়ে রেখেছিলো, ম্লান চাঁদের আলো পড়েছিলো তার চাঁদ–কপালে, তাকে সুখে পরিপূর্ণ মনে হয়েছিলো। তোমার ভালো মাইনে, পদোন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা, জবল রোডে শেখ আলীর বাড়ির কাছে তোমার ছোট্টো ছিমছাম ফ্লাটের কথা, এ সবই তখন তুমি তাকে বলেছিলে। "বিয়ের পরে," তুমি বলেছিলে, "মহামানব শেখকে তুমি চিনতে পারবে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ের কাজটা আমাদের চুকিয়ে ফেলা উচিৎ। যথেষ্ট দিন আমরা পরস্পরকে ভালোবাসছি। এবার এ বুড়িকে তোমার ছেড়ে আসতে হবে।"

"তুমিতো জানো আমি এতিম। সিদি আল–আরবাইনে আমার একমাত্র খালা থাকে।"

"বেশতো, ঠিক আছে।"

তারপর সেই এক ফালি বাঁকা চাঁদের ম্লাণ আলোয় তুমি তাকে চুমু খেলে। এতো স্বচ্ছন্দ সুন্দর বিয়ে হয়ে গেলো যে, অনেকদিন পর্যন্ত সবাই সে কথা বলাবলি করলো। যায়াত থেকে পাঁচশ' টাকা দামের বিয়ের উপহার পেলাম। এসব কিছুতে ইলীষ সিদ্রাকে এতোই আত্মহারা মনে হলো, লাগছিলো এ যেন তার নিজের বিয়ে, কোন রকমের বন্ধুই সে ছিলো না, অথচ ভূমিকাটা নিলো অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধুর। এবং সবচেয়ে উদ্ভট ব্যাপার এই যে, তুমি, চতুর সনাতন সেই তুমি, শয়তানকে তাক লাগিয়ে দেয়ার মতো যথেষ্ট চট্‌পটে তুমি, তুমি নায়ক এবং ইলীষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দাস, যে সব সময় প্রশংসা ও মোসাহেবী করে, তোমার খারাপ লাগতে পারে এমন যে কোনো কিছু থেকে সদা–বিরত, তোমার শ্রম, তোমার চট্‌পটে স্বভাবের কানাকড়ি কুড়িয়েও যে নিজেকে ধন্য মনে করে, তুমি সেই ইলীষের ভন্ডামি কোনোদিনও একটুও ধরতে না–পেরে তার হাতেই আসলে বোকা বনে গেছো চিরটাকাল। তুমি নিশ্চিত ছিলে, তুমি তাকে ও নবাইয়াকে একত্রে একসঙ্গে যে কোনো জায়গায়ই পাঠাতে পারতে, যে জনহীন মরুভূমিতে হযরত মুসা একাকী ঘুরে বেরিয়েছিলো সেখানেও এবং তুমি নিশ্চিত ছিলে যে, সব সময়ের জন্যই সে তোমাকে তার নিজের ও নবাইয়ার মধ্যে রেখেই চিন্তা করবে এবং কখনো এই নিয়মের ব্যতিক্রম সে করবে না। কি করে সে সিংহকে পরিত্যাগ করে একটি কুকুরের কাছে গিয়ে মজে গেলো? ওর অস্থি মজ্জা পর্যন্ত পচন ধরেছে, প্রাণই পচন ধরেছে যে, অভিশাপ আর মৃত্যুই তার প্রাপ্য। দৃষ্টিহীন গুলি আর যেন অন্ধের ঘৃন্য ও দুষ্ট লক্ষ্য বস্তু এড়িয়ে নির্দোষ মানুষের গায়ে না লাগে এবং তার কারণে কাউকে যেন অনুশোচনা ও ক্রোধে অস্থির হয়ে উন্মত্ততার

www.BanglaBook.org

দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে না হয়। বাচ্চা বয়সে রাস্তায় যেমন হেসে খেলে বেড়াতে, নির্দোষ প্রথম প্রেম, বাসর রাত, সানার জন্ম এবং তার সুন্দর ছোট্টো মুখটি, তার কান্না শোনা, প্রথমবারের মতো তাকে কোলে তুলে নেয়া—এইসব এবং জীবনের যা কিছু সুন্দর সব তুমি ভুলতে বাধ্য হয়েছো। যে সমস্ত হাসি কোনোদিন হিশেবে ধরোনি—আজ মনে হয়, সেগুলো যদি আর একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে! এবং কী দারুণ ওকে দেখতে লাগতো—মনে হয়, এই আরেকটি জিনিশ যদি তুমি ভুলে যেতে পারতে যখন সে ভয় পেয়ে যেতো তখন তার সেই মাটি কাঁচানো চিৎকারে ঝর্ণা-ধারা শুকিয়ে যেতো, সুশীতল বাতাস বন্ধ হয়ে যেতো। আহ, জীবনের যতো কিছু সুন্দর অনুভূতি ছিলো!

ছায়ারা দীর্ঘতর হচ্ছে। ঘরের মধ্যে আর জানালার বাইরে অন্ধকার আঁধার ঘনিয়ে আসছে। গোরস্থানের নীরবতা আরো গভীরতর, কিন্তু তুমি বাতি জ্বালাতে পারবে না। নূর বাইরে থাকলে অন্য সব সময় ফ্লাট যেমন থাকে এখনো তেমনই থাকতে হবে। জেলের মধ্যে এবং ঐ সমস্ত কুৎসিত—দর্শন চেহারায় তোমার চোখ যেমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো, এ আঁধারেও তেমনি অভ্যস্থ হয়ে যাবে এক সময়। মদ খাওয়াও শুরু করতে পারবে না .তুমি কারণ নেশার ঘোরে তাহলে কোনো কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়ে শব্দ করে বসতে পারো, অথচ চিৎকার করে উঠতে পারো প্রচন্ড জোরে। গোরস্থানের মতোই নীরব থাকতে হবে ফ্লাটটি, মৃতেরাও যেন জানতে না—পারে তুমি এখানে আছো। এই জেলখানায় কত দিন এবং কতো ধৈর্য নিয়ে তোমাকে থাকতে হতে পারে তা একমাত্র আল্লাহই বলতে পারে। যেমন একমাত্র সে—ই জানতো যে তুমি ইলীষ সিদ্রাকে নয়, শাবান হোসাইনকে মেরে ফেলবে।

অবশ্য আজ হোক কাল হোক, এমনকি খুব নিরাপদ স্থান দেখে হলেও, তোমাকে অন্তত পায়চারী করার জন্যও বাইরে যেতে হবে। কিন্তু খুঁজে—খুঁজে পুলিশ হাল ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত তা স্থগিত রাখতে হবে। এবং আল্লার কাছে এই কামনা করো যেন শাবান হোসাইনকে এখানের কোনো কবরে দাফন করা না—হয়; তাদের তেমন নির্মম পরিহাসের ধকল এই জরাজীর্ণ বাড়িটি বইতে পারবে না। সূত্র ফিরে আসা পর্যন্ত কেবল প্রশান্ত থাকো, ধৈর্য রাখো। নূর কখন ফিরে আসবে তা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে না। পৃথিবী যতদিন পর্যন্ত তার অন্যান্য পন্থা পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, ততোদিন পর্যন্ত এই অন্ধকার, এই নীরবতা, এই একাকীত্ব তোমাকে সঙ্গ করে যেতেই হবে। বেচারা নূর, সে—ও এর আবর্তে পড়ে গেলো। তোমার প্রতি তার ভালোবাসাও সব কিছু মিলিয়ে একটা বদভ্যাস বই আর তো কিছু নয়; যন্ত্রণা ও ক্রোধে যে ইতিমধ্যেই মৃত তার সঙ্গে লেগে থাকা, তার ক্রমবর্ধমান বয়স্ক চেহারার চেয়ে তার স্নেহে যে কম বিকর্ষিত হয় না, তার সাথে বসে পরাজয় ও গ্লানির যেন জয়গান গেয়ে পান করা ছাড়া ওকে নিয়ে আর কী—করা যায় তা সত্যি যে জানে না, এবং তার সুযোগ্য কিন্তু আশাহীন প্রচেষ্টাকে যে শুধু করুণা করে, তার সঙ্গে নূর কেনো যে ভালোবাসাবাসির চেষ্টা করে! এবং শেষ পর্যন্ত

www.BanglaBook.org

তোমার পক্ষে ভোলাও সম্ভব নয় সে একটি মেয়ে মানুষ। সেই ঘৃণ্য কুকুরী নবাইয়ারই মতো। তোমার গলাকে নিরুপদ্রবে ফাঁসির দড়ি যতোক্ষণ পেঁচিয়ে না–ধরে কিংবা অভিশপ্ত কোনো গুলি যতোক্ষণ তোমার বুক ঝাঁঝরা করে না দিয়ে যায় ততোক্ষণ পর্যন্ত সে তীব্র সন্ত্রাসে দিন কাটাবে। এবং পুলিশ মিথ্যার এমন বন্যা বইয়ে দেবে যে, তুমি চিরকালের মতো সানার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং তোমার ভালোবাসার সত্যতা, তার গভীরতা ও কোনোদিন জানতেও পারবে না। এ—ও যেন আরেকটি লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিবিশেষ।

চোখে ঘুম জড়িয়ে এলে সায়ীদ মাহরান সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম থেকে জেগে উঠে শারীয়া নাজমউদ্দীনে নূরের ফ্লাটে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এখনও সে একাকী এটা পরিষ্কার অনুভব করার আগ পর্যন্ত সে বুঝতেই পারেনি যে, ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখছিলো, যে সত্যি সত্যিই তাকে এক প্রচন্ড চমক লাগিয়ে এক ঝাঁক গুলি দিয়ে ইলীষ সিদ্রা তাকে ক্ষত–বিক্ষত করে দেয়নি। সময় তখন কত এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিলো না।

হঠাৎ সে তালার মধ্যে চাবি ঘোরানো এবং পরক্ষণেই দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলো। হলঘরের মধ্যে একটা বাতি জ্বলে উঠলে তার কিছু আলো দরজার ওপরের সামান্য ফাঁক দিয়ে ওর ঘরের মধ্যে এসে পড়লো। বিরাট একটা ঠোঙ্গা হাতে করে হাসতে হাসতে নূর ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ওকে চুমু খেয়ে সে বললো, "এবার আসো একটা ভোজনোৎসব করা যাক! বহুধরনের অনেক খাবার দাবার আমি নিয়ে এসেছি।"

"তুমি মদ খেয়েছো," ওকে চুমু খেতে–খেতে সায়ীদ বললো।

"মদ আমাকে খেতেই হয়; এটা আমার চাকরীর অংশবিশেষ। ঝটপট গোসলটা সেরে এখনি ফিরে আসছি। এই নাও তোমার খবরের কাগজ।"

নূর গোসলখানার দিকে গেলে যতদূর ওকে দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত সায়ীদের দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করলো, তারপর দুচোখের দৃষ্টিই সে ডুবিয়ে দিলো সকাল ও সন্ধ্যার একগাদা খবর–কাগজের মধ্যে। ওর কাছে খবর হিশেবে বিবেচিত হতে পারে এমন কিছুই কোনো কাগজে ছিলো না, কিন্তু ও যা আশা করতে পারেনি অপরাধ ও অপরাধী দুটোর ওপরই তার চেয়ে অনেক বেশি ঔৎসুক্য দেখানো হয়েছে প্রায় সবগুলো কাগজে, বিশেষ করে রউফ ইলওয়ানের 'আল–যাহরা' এ তো বটেই। সিঁদেল চোর হিশেবে তার ইতিহাস, বিচারের সময় তার যে সমস্ত চুরির কাহিনী ফাঁস হয়েছে, যে–সমস্ত বিখ্যাত ধনীদের বাড়িতে সে চুরি করেছে তার ওপর নজর, তার চরিত্রের ওপর মন্তব্য, তার সুপ্ত পাগলামী, এবং "যে অপরাধীসুলভ সাহসিকতা শেষ পর্যন্ত রক্তপাত ঘটালো" তার একটি বিশ্লেষণ– এ সবই অত্যন্ত বিস্তারিত ও আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করা হয়েছে রউফের পত্রিকায়।

কালো কালিতে গোটা–গোটা অক্ষরে কি বিশাল হেডলাইন! নবাইয়ার

www.BanglaBook.org

দ্বিচারিণীপনার মুখরোচক কাহিনী এবং শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যে কি জুটবে এ-নিয়ে সারাদেশব্যাপী হাজার হাজার লোক এই মুহূর্তে আলোচনায় মত্ত। খবরের কেন্দ্রবিন্দু সে, এই সময়ের নায়ক এবং এই চিন্তা তাকে একই সময় গর্ব ও আশংকায় ভরিয়ে দিলো, এই পরস্পর বিরোধী অনুভূতির তীব্রতা এতো বেশি যে মনে হলো তার ভেতরটা এর টানাপোড়েনে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে, এতো বিভিন্ন ধরনের ভাব ও ভাবনা এলোপাথারি ভাবে তার মনে ভিড় করে এসেছে যে, এক ধরনের মাদকতা যেন তাকে গ্রাস করে ফেলছে। সে প্রায় নিশ্চিত বোধ করলো যে সত্যিই অবিস্মরণীয় অথবা অলৌকিক কিছু সে এখনই ঘটিয়ে ফেলবে; তার ইচ্ছা হলো বাইরের সবার সাথে যদি সে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারতো, যদি বলতে পারতো, একাকী এই নীরবতার পরিমন্ডলে কি আবেগ তার মনের মধ্যে গুমরে-গুমরে মরছে, যদি তাদের বোঝাতে পারতো যে, শেষ পর্যন্ত, এমনকি মৃত্যুর পরে হলেও, সে অবশ্যই জিতবে।

সে ছিলো সবার থেকে ভিন্ন ধরনের সম্পূর্ণ একা। নীরবতা ও নির্জনতা তারা জানতো না, তার ভাষা বুঝতো না। তারা বুঝতো না যে কখনো কখনো তারা নিজেরাও নিশ্চুপ হতো, সঙ্গীহীন হতো, বুঝতো না যে আয়নায় ফুটে ওঠা তাদের অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তাঁদেরকে প্রতারণা করছে, তাদেরকে মিথ্যা কল্পনায় মাতিয়ে তুলতো যে নিজেদের কাছে অপরিচিত লোকজনদেরকেই তারা দেখছে। এক ধরনের আশ্চর্য অনুভূতি নিয়ে তার মনের চোখ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো ছাপার একটি ছবির ওপর এবং তাতে সে গভীরভাবে আলোড়িত হলো। তারপর, কল্পনায়, তাদের সমস্ত ছবি সে মিলিয়ে-মিশিয়ে ফেললো- তার নিজের বুনো চেহারা, বেশ্যার মত দেখতে নবাইয়া- সব এসে মিশে গেছে সানার ছবিতে। ও হাসছিলো। হ্যাঁ। হাসছিলো। কারণ সায়ীদকে সে দেখতে পাচ্ছিলো না এবং সে একটু একটু করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সানাকে দেখতে লাগলো, মনে হতো লাগলো, বাইরের রাত তার প্রতি এক সহানুভূতিশীল দুঃখে জানালা দিয়ে ভেতরে নিশ্বাস ফেলছে। তার তীব্র আকাঙ্খা হতে লাগলো যে, কেউ জানে না এমন কোনো স্থানে সে যদি সানাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতো! সানাকে দেখতে ওর খুব ইচ্ছা করতে লাগলো; ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলার আগে পৃথিবীর বুকে তার শেষ ইচ্ছা পূরণ হিশেবে হলেও সে যেন ওকে অন্তত আরেকবার দেখতে পায়।

অন্য সোফাটির কাছে গিয়ে কাটা কাপড়ের টুকরোর মধ্য থেকে কাঁচিটি তুলে নিয়ে তার নিজের সোফায় ফিরে এসে কাঁচি দিয়ে চারদিক ঘুরিয়ে সুন্দর করে সানার ছবিটি খবর কাগজ থেকে কেটে নিয়ে নিলো। নূর যখন গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এলো ততক্ষণে তার মন-মেজাজ অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। এতগুলো খবর কাগজের গাদা নিয়েছে অথচ এখনও এ সম্পর্কে ও কিছুই জানে না এসব যখন সায়ীদ ভাবছিলো তখন নূরের ডাকে সাড়া দিয়ে শোবার ঘরে চলে গেছে।

অনেক টাকা খরচ করেছে নূর। খাবার বোঝাই টেবিলে সোফায় তার পাশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বসতে-বসতে সায়ীদের মুখে পানি এসে গেলো। নিজের আনন্দ প্রকাশ করার জন্য নূরের ভেজা চুলে হাত বুলাতে-বুলাতে ও বললো, "তোমার মতো মেয়ে হাজারেও একটি পাওয়া যায় না।"

মাথায় লাল একটি স্কার্ফ ঘুরিয়ে বেঁধে গ্লাসে পানি ঢালতে-ঢালতে সায়ীদের প্রশংসায় সে একটু মুচকি হাসলো। অল্প সময়ের জন্য হলেও তাকে পাওয়ার আনন্দে ও গর্বে নূরকে আত্মবিশ্বাসী দেখতে সায়ীদেরও এক ধরনের আনন্দ হচ্ছিলো। তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ওপর সে কোনো প্রসাধনী ব্যবহার করেনি; তাজা ও পরিমিত সুখাদ্যের মতো গোসলের পর ওকে অনেক সুন্দর ও জীবন্ত মনে হচ্ছিলো।

"তুমিই বলতে পারো অমন!" এক লঘু পরিহাসপূর্ণ অর্থবোধক দৃষ্টি সায়ীদের দিকে নিক্ষেপ করে সে বললো।

"মাঝে-মাঝে তো আমি প্রায় সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলি যে, দয়া সম্পর্কে পুলিশেরও জ্ঞান তোমার চেয়ে বেশি।"

"না, আমাকে বিশ্বাস করো, তোমার সঙ্গে এখন আমি সুখে আছি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। সত্যি। তোমার এতো দয়া, এতো ভালো তুমি। জানি না, কোনো লোক তোমার আকর্ষণ কী করে ঠেকিয়ে রাখে।"

"আগেও কি আমি এরকমই ছিলাম না?"

সহজ বিজয় রক্তাক্ত পরাজয়ের কথা ভুলিয়ে দিতে পারে না! "সে সময় খুব একটা স্নেহপ্রবণ লোক আমি ছিলাম না।"

"আর এখন?"

"আসো, খেয়ে-দেয়ে আনন্দ-ফূর্তি করি," গ্লাশ হাতে তুলে নিয়ে সায়ীদ বললো।

বেশ তৃপ্তি সহকারেই তারা খানা পিনা করতে লাগলো। এক সময় নূর বলে উঠলো, "সময় কাটালে কেমন করে?"

"ছায়া আর কবরের মাঝামাঝি", তিলের চাট্‌নির সাথে এক টুকরো মাংস ডুবাতে-ডুবাতে সে বললো। "তোমার পরিবারের কাউকে কি এখানে কবর দেয়া হয়েছে?"

"না, আমার মৃত আত্মীয়-স্বজনদের সবাইকে আল-বালিয়ানায় কবর দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের বেহেস্ত নসীব করুন।" টেবিলের ওপর প্লেট-গ্লাশের নড়াচড়া ও তাদের খাবার শব্দই শুধু একটানা নীরবতা ভঙ্গ করছিলো। সায়ীদ একসময় বললো, "অফিসারের উর্দি বানানো যায় এমন কিছু কাপড় তুমি আমার জন্য কিনে আনবে।"

"সেনাবাহিনীর অফিসার?"

"জেলে থাকতে আমি যে দর্জিগিরি শিখেছি তা তুমি জানতে না?"

"কিন্তু ওতে তোমার কি প্রয়োজন?" অস্বস্তির সাথে সে বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আহ্–হা, বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে চাকরির সময় আমার এসে গেছে।"

"তুমি কি বুঝতে পারো না যে, তোমাকে আমি আবার হারাতে চাই না?"

"আমার সম্পর্কে তুমি একদম দুশ্চিন্তা করো না," এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে সে বললো। "কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না–করলে পুলিশ আমাকে কোনোদিন ধরতে পারতো না।"

নূর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো, মনের খচখচানি তার দূর হয়নি।

"তুমি নিজে কোনো বিপদের মধ্যে নেইতো, কি বলো?" মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে মিচকি–মিচকি হাসতে–হাসতে সায়ীদ বললো। "মহাসড়কের কোনো ডাকাত আবার মরুভূমির মধ্যে নিয়ে গিয়ে কিছু করেনি তো তোমাকে?"

তারা দুজনেই হেসে উঠলো এবং পাশের দিকে একটু ঝুঁকে ও সায়ীদের ঠোঁটে একটি পুরোপুরি চুমু বসিয়ে দিলো। দুজনের ঠোঁট একই রকমের আঠালো ছিলো।

"সত্য এই যে", নূর বললো, "স্রেফ বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই কোনো কিছু ভয় করলে চলবে না।"

"মৃত্যুও না?" জানালার দিকে মাথা নেড়ে সায়ীদ বললো।

"শোনো, আমি ভালোবাসি, এমন কাউকে সময় যখন আমার কাছে এনে দেয়, তখন তা–ও আমি ভুলে যাই।"

ওর ভালোবাসার শক্তি ও তীব্রতায় অবাক হয়ে সায়ীদ মন আলগা করে দিলো। নূরের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও দয়ার এক মিশ্র অনুভূতিতে ওর মন ভরে উঠলো।

মাথার ওপর গভীর রাতের বিনিদ্রতায় একটি প্রজাপতি নগ্ন বৈদ্যুতিক বাল্বের সাথে ভালোবাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো।

এগারো

এমন একদিনও যায় না যেদিন কোনো–না–কোনো নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গোরস্থান আপন করে না–নেয়। কি, মনে হয় বদ্ধ দরোজার পেছনে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা মৃত্যুর এই অন্তহীন যাত্রা অবলোকন করা ছাড়া আর যেন কিছুই করণীয় নেই। শোক–সন্তপ্ত লোকেরা অবশ্য সহানুভূতির দাবীদার। জটলা বেঁধে কাঁদতে–কাঁদতে তারা এখানে আসে এবং চোখ মুছে কথা বলতে বলতে ফিরে যায়। মনে হয় যেন এখানে থাকার সময় মৃত্যুর চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী কোনো শক্তি তাদেরকে বেঁচে থাকার কথা বুঝিয়ে দিয়েছে।

অমনি করে তোমার বাবা–মাকেও একদিন কবর দেয়া হয়েছিলো। ছাত্রাবাসের দয়ালু–চিত্ত কেয়ারটেকার তোমার বাবা আমম্ মাহরান কঠিন কিন্তু সৎ ও সন্তোষজনক জীবন যাপন করে মধ্য বয়সে মারা যায়। বাল্যকাল থেকেই তুমি তার কাজে সাহায্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতো। তাদের চরম সাদাসিধে, এমনকি দারিদ্র্য জর্জরিত, জীবনেও দিনের কাজ শেষে ছাত্রাবাসের প্রবেশদ্বারে নিচতলায় তাদের বাসায় এক সঙ্গে বসা তারা উপভোগ করতো, বাপ–মা যখন গল্প গুজব করতো তাদের সন্তান তখন খেলতো। বাবার সততাই তাকে শান্তি দিয়েছিলো এবং ছাত্ররাও তাকে শ্রদ্ধা করতো। শেখ আলী আল–জুনায়েদীর বাড়িতে তীর্থযাত্রার মতো যাওয়াই ছিলো তার একমাত্র উপভোগ্য ঘটনা এবং তোমার বাবার মাধ্যমেই তুমি ঐ বাড়িটি চিনেছিলে।

"আমার সঙ্গে এসো", সে বলতো, "তাহলেই আমি দেখিয়ে দেবো যে মাঠে খেলাধুলা করার চেয়ে কেমন করে বেশি মজা পাওয়া যায়। জীবন কতো মধুর হতে পারে দেখবে, পূত–পবিত্র বাতাবরণ কেমন বুঝতে পারবে। জীবনে সর্বোত্তম যে জিনিশ মানুষ অর্জন করতে পারে সেই প্রশান্তি ও পরিপূর্ণতার একটি অনুভূতি তুমি সেখানে পাবে।"

তার সুমিষ্ট ও দয়ার্দ্র দৃষ্টি দিয়ে শেখ তোমাকে অভ্যর্থনা জানাতো। এবং তার সুন্দর শাদা দাড়ি দেখে তুমি কী রকম বিমোহিত হয়ে যেতে। "তো যার কথা বলতে এই হচ্ছে তোমার সেই ছেলে", সে তোমার বাবাকে বলেছিলো। "ওর দৃষ্টিতে অনেক বুদ্ধিমত্তার ছাপ। তোমার হৃদয়ের মতোই ওর হৃদয় নিষ্কলুষ। তুমি দেখ, আল্লাহর ইচ্ছায় ও একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ হয়ে উঠবে।" তার মুখমন্ডলের পবিত্রতা ও দৃষ্টির ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়ে তুমি তার সত্যিকার পূজারী হয়ে উঠেছিলে। এবং তার ভালোবাসায় তোমার হৃদয় শুচিস্নিগ্ধ হওয়ার আগেই তার সঙ্গীত ও তেলাওয়াত তোমাকে অশেষ আনন্দ দিয়েছিলো।

"তার কর্তব্য কাজ কি করা উচিৎ এই ছেলেটিকে বলে দিন," একদিন তোমার বাবা শেখ শাহেবকে বললো।

তোমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেখ বললো, "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আমরা শিখেই যাই, কিন্তু অন্তত এখন থেকে, সায়ীদ, নিজের কার্যকলাপের একটা হিশেব রাখার চেষ্টা করো এবং এ–ব্যাপারে নিশ্চিত হও যে, যে–কোনো কাজই তুমি শুরু করো না কেনো তা যেন কারো না–কারো কোনো উপকারে অবশ্যই লাগে।"

হ্যাঁ, তুমি তার উপদেশ যতোটা সুন্দরভাবে সম্ভব ততোটা সুন্দরভাবেই নিশ্চয় মেনে চলার চেষ্টা করেছো, যদিও সিঁদ কেটে চুরি শুরু করার মধ্য দিয়ে তুমি তা ষোলোকলায় পূর্ণ করে তুলেছো।

স্বপ্নের মতো দিন কেটে যাচ্ছিলো। এবং তারপর তোমার ভালো মানুষ বাবা একদিন হঠাৎ করেই নিরুদ্দেশ হলো, একেবারে লাপাত্তা–ঘটনার অসম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতা একটি বালকের বুদ্ধি–শক্তির সম্পূর্ণ বাইরে এবং এমনকি শেখ আলীও যেন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। ছাত্রাবাসের প্রবেশদ্বারের সেই ছোট্টো কক্ষে সেদিন সকালে তোমার মায়ের চিৎকার ও চোখের জলে সজাগ হয়ে ঘুম তাড়াবার জন্য মাথা নেড়ে, চোখ কচলাতে কচলাতে তুমি যে কী প্রচন্ড আঘাত অনুভব করছিলে! তুমি ভীতি ও অসহায়ত্বের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতাশায় কেঁদেছিলো। যা হোক সেদিন সন্ধ্যায় তখন আইন কলেজের ছাত্র রউফ ইলওয়ান দেখিয়েছিলো সে কতোটা সক্ষম। হ্যাঁ, যে–কোনো পরিস্থিতিতেই মনে দাগ কাটার মতো লোক সে ছিলো এবং তুমি তাকে শেখ আলীর সমান, সম্ভবত তারও চেয়ে বেশি, ভালোবাসতো পরে, সে–ই তোমাকে,– অথবা সঠিক বলতে গেলে তোমাকে ও তোমার মাকে– তোমার বাবার কেয়ারটেকারগিরির কাজটি পাইয়ে দেবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলো। হ্যাঁ, অল্প বয়সেই তুমি দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলে।

এবং তারপর মারা গেলো তোমার মা। মায়ের অসুস্থতার সময় তুমি নিজেই প্রায় মারা যেতে বসেছিলে। রউফ ইলওয়ানের নিশ্চয়ই সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা মনে আছে যেদিন হঠাৎ করেই তোমার মায়ের রক্তক্ষরণ শুরু হলে তড়িঘড়ি তুমি তাকে নিকটস্থ সাব্বির হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে। সে এক এলাহি কাণ্ড। অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে এক দুর্গের মতো দাঁড়িয়েছিলো সাব্বির হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের প্রবেশপথের মুখেই এক বিলাসবহুল– এমন বিলাসবহুল কোনোকিছু সম্ভব তা তুমি কোনোদিন কল্পনাই করতে পারোনি– তুমি মাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে। সমস্ত জায়গাটাই অবন্ধুসুলভ, এমনকি শত্রুভাবাপন্ন, মনে হচ্ছিলো, কিন্তু তোমার তখন সাহায্যের, অতি জরুরি ভিত্তিতে সাহায্যের, একান্ত প্রয়োজন ছিলো।

খুব বিখ্যাত নাম করা ডাক্তার শাহেব কোনো একটি কামরা থেকে বেরিয়ে এলে সবাই ফিসফিস করে তার নাম উচ্চারণ করতে লাগলো এবং তুমি তোমার ঘরোয়া পোশাক ও স্যান্ডেল পায়ে "আমার মা! রক্ত!" বলে চিৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে গেলে।

লোকটি তোমার ওপর কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও শীতল এবং অননুমোদক দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো এবং তারপর একটি নরম কোচের ওপর তার মলিন বেশভূষা নিয়ে তোমার মা যেখানে সটান পড়েছিলো সেদিকে দৃষ্টি ফেরালো। ঐ কোচটির পাশে একজন বিদেশি নার্স দাঁড়িয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করছিলো। তারপর একটি শব্দ উচ্চারণ না করে ডাক্তার শাহেব অদৃশ্য হয়ে গেলো। তোমার কাছে দুর্বোধ্য এক বিদেশি ভাষায় নার্সটি খানিকক্ষণ ফুটফাট করলো, যদিও তুমি অনুভব করতে পেরেছিলে যে তোমার ট্রাজেডিতে সে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলো। সেই মুহূর্তে, তুলনামূলকভাবে অল্পবয়সী হওয়া স্বত্ত্বেও, এক পূর্ণবয়স্কের মতো প্রচন্ড রাগে ফেটে পড়ে তীব্র প্রতিবাদ, গালাগালি ও চেঁচামেচি করে একটি চেয়ার উঠিয়ে এতো জোরে মেঝের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিলে যে তা টুকরো–টুকরো হয়ে গিয়েছিলো। একদল পেয়াদা–চাপরাশী, চাকর–বাকর ছুটে এলো এবং চোখের নিমিষে মা–সহ তুমি নিজেকে দেখতে পেলে একদম বাইরে, দুপাশে গাছ শোভিত একটা রাস্তার ওপর। এক মাস পর তোমার মা কাস্‌র্ আল আইশি হাসপাতালে মারা গেলো।

মরণাপন্ন অবস্থায় যতদিন বিছানায় পড়েছিলো তোমার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে অনবরত তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো সে। তোমার অসুস্থতার সেই প্রলম্বিত

www.BanglaBook.org

মাসটিতেই তুমি প্রথম চুরি করেছিলে– ছাত্রাবাসে গ্রাম–থেকে–আসা সেই ছেলেটির কাছ থেকে, যে কোনোরকম কোনো খোঁজ–খবর না নিয়েই তোমাকে ধরে বেদম মার শুরু করে দিয়েছিলো। রউফ ইলওয়ান সেখানে উপস্থিত হয়ে তোমাকে ছাড়িয়ে দিলো এবং কোনো জটিলতা ছাড়াই ঘটনাটার একটা মীমাংসা করে ফেললো। তখন তুমি একজন সত্যিকার মানুষ ছিলে, রউফ, এবং তুমি আমার ওস্তাদও ছিলে।

তোমার সাথে একাকী হলে রউফ প্রশান্তভাবে বললো, "এ নিয়ে আর মন খারাপ করো না। আসলে এই চুরিকে আমি সম্পূর্ণ ন্যায্য মনে করি। দেখবে, পুলিশ তোমার ওপর নজর রাখছে এবং জজও তোমার প্রতি নরম হবে না," এর সাথে তীব্র শ্লেষ সহকারে আরও ভয়ানকভাবে যোগ করলো, "তা–তে তোমার উদ্দেশ্য যতোই সহজবোধ্য হোক, কারণ এর দ্বারা সে নিজেকেও রক্ষা করছে। এই কি সুবিচার নয়," সে চিৎকার করে উঠলো, "যে চুরি করে যা নিয়ে যাওয়া হয় চুরির মাধ্যমেই আবার তা উদ্ধার করা উচিৎ? বাড়ি ঘর, পরিবার–পরিজন থেকে দূরে প্রত্যহ ক্ষুধা ও বঞ্চনার যন্ত্রণায় ভুগে–ভুগে এই যে আমি এখানে পড়াশুনা করছি, দেখ আমাকে!"

তোমার সেই সমস্ত মহত নীতি বাক্য এখন কোথায় গেলো, রউফ? আমার বাবা–মার মতো নিঃসন্দেহে মৃত এবং আমার স্ত্রীর সতীত্বের মতো।

ছাত্রাবাস ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া তখন তোমার গত্যন্তর ছিলো না। সুতরাং সবুজ চত্বরের শেষ মাথায় সেই নিঃসঙ্গ খেজুরগাছটির নিচে তুমি একাকী দাঁড়িয়েছিলে। তারপর নবাইয়া সেখানে এলে, তুমি লাফাতে–লাফাতে তার কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "ঘাবড়িও না। আমি তোমার সাথে কথা বলবো। ভালো একটা চাকরীর আশায় এখানটা ছেড়ে যাচ্ছি। তোমাকে আমি ভালোবাসি। আমাকে কোনোদিন ভুলে যেও না। আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং চিরদিনই বাসবো। আমি প্রমাণ করে ছাড়বো যে, ভদ্র ঘরে স্থিত করে আমি তোমাকে সুখী করতে পারি।" হ্যাঁ, ছিলো সে এক সময় যখন দূরবস্থার মাঝেও আশা জীবনের ফুল ফুটিয়ে তুলতে পারতো।

বিষন্ন অন্ধকারে আবৃত বাইরের হে কবরশ্রেণী, আমার স্মৃতিচারণ নিয়ে ঠাট্টা করো না!

আঁধার ঘরে সোফায় সোজা হয়ে উঠে বসে, রউফ ইলওয়ান যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এমনিভাবে তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে লাগলো। "বদমাশ, তোমার কাগজে লেখালেখির একটা কাজ আমাকে দিতে তোমার রাজি হওয়া উচিৎ ছিলো। আমাদের উভয়ের স্মৃতিচারণ সেখানে আমি করতাম, যে মিথ্যা আলোর আভায় তুমি উজ্জ্বল হয়ে বসে আছো তা চিরদিনের মতো আমি বন্ধ করে দিতাম।" এরপর সে সশব্দ ভাবনা শুরু করলোঃ "একেবারে সেই ভোর–ভোর সময় নূর ফিরে আসা পর্যন্ত এই অন্ধকারে একা–একা আমি কাটাবো কি করে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে এক চক্কর ঘুরে আসার এক অপ্রতিরোধ্য বাসনা হঠাৎ করেই তার মনে জেগে উঠলো। পুরনো, জীর্ণ পড়ো-পড়ো ভবন যেমন হঠাৎ ঝুপ করে একদিন ধ্বসে পড়ে তেমনি মুহূর্তেকের মধ্যে তার সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে উবে গেলো; অল্প সময়ের মধ্যেই সে পায়ে-পায়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো। শারীয়া মাসানির দিকে রওনা দিয়ে সেখান থেকে মোড় ঘুরে উন্মুক্ত বিরানভূমির দিকে চলে গেলো।

গোপন আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে সে আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠলো যে, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। ইঁদুর ও শিয়াল কেমন করে সব সময় পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ায় এখন সে বুঝতে পারছে। অন্ধকারে একাকী হয়ে দূরে তার জন্য ওত পেতে থাকা শহরের জ্বলজ্বলে আলো সে দেখতে পেলো। দুঃসহ একাকীত্বের বেদনাদায়ক অনুভূতি ঢক-ঢক করে আকণ্ঠ পান করে মাতোয়ারা হয়ে সে হাঁটা শুরু করলো এবং শেষমেশ কফিহাউসে টারজানের পাশ্ববর্তী সেই পুরনো আসনে বসার মধ্য দিয়ে তা শেষ হলো। পরিচারক ছাড়া ভেতরে তখন শুধু একজন অস্ত্র চোরাকারবারী ছিলো, যদিও বাইরে, খানিকটা নিচের দিকে, পাহাড়ের পাদদেশে, লোকজনের কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

বেয়ারা শিগগির এক পেয়ালা চা এনে তার সামনে রাখলে টারজান তার দিকে ঝুঁকে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো। "একই জায়গায় কখনও একরাতের বেশি সময় থেকো না," ফিসফিস করে সে বললো।

চোরাচালানী এই সঙ্গে তার উপদেশ যোগ করলো। "নীল নদীর পার ধরে-ধরে উপরের দিকে এগিয়ে যাও।"

"কিন্তু ওদিকে তো কাউকে আমি চিনি না," সায়ীদ আপত্তি তুললো।

"হয়েছে কি জানো," চোরাচালানী বলে গেলো, "অনেক লোককেই আমি তোমার সম্পর্কে সপ্রশংস আলাপ করতে শুনেছি।"

"আর পুলিশ?" স্বরে ঝাঁঝ মিলিয়ে টারজান বললো। "তারাও কি ওকে প্রশংসা করে নাকি?"

সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে চোরাচালানী এমন জোরে হেসে উঠলো যে মনে হলো সে জোরে ধাবমান কোনো উটের ওপর সওয়ার হয়ে বসে আছে। অবশেষে অনেক কষ্টে দম ফিরিয়ে সে বললো, "কোনো কিছুতেই পুলিশের মনে দাগ কাটে না।"

"একেবারে কোনো কিছুতেই না," সায়ীদ সম্মতি জানালো।

"কিন্তু যাই হোক, ধনীদের কাছ থেকে চুরি করার দোষটা কোথায়?" বেশ অনুভূতি সহকারে বেয়ারাটি জিজ্ঞেস করলো।

তার সম্মানে আয়োজিত কোনো গনসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাকে প্রশংসা করা হচ্ছে এমনভাবে সায়ীদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "হ্যাঁ", সে বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিন্তু ফাঁসির দড়ির চেয়েও খবর-কাগজের জিহ্বা অনেক লম্বা। এবং পুলিশ যদি প্রচন্ডভাবে অপছন্দ করে তাহলে সাধারণ পছন্দ করলেই বা তাতে কী লাভ?"

টারজান হঠাৎ উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে গলা বাড়িয়ে ডানে বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার ফিরে এসে বসলো। "মনে হলো জানালা দিয়ে একটা মুখ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে", সে রিপোর্ট করলো, স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন।

দরোজা ও জানালার মধ্যে দৃষ্টি ঘুরাতে-ঘুরাতে সায়ীদের চোখ চকচক করে উঠলো এবং ভালো করে অনুসন্ধান করার জন্য বেয়ারা বাইরে চলে গেলো।

"যা নেই তা দেখতে তুমি সব সময়ই পটু," চোরাচালানীটি বললো।

ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে টারজান ওকে বললো, "তুমি চুপ করবে! ফাঁসির দড়িকে তুমি মনে হয় তামাশা ভাবো!"

সায়ীদ রেস্তোরাঁ ত্যাগ করলো। পকেটের রিভলবারের ওপর হাত রেখে উন্মুক্ত প্রান্তরের অন্ধকারে চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি ফেলে হাঁটতে-হাঁটতে যে-কোনো রকমের শব্দ বা নড়াচড়ার জন্য সে কান খাড়া করে রাখলো। ভীতি, একাকীত্ব ও পুলিশের তাড়া সম্পর্কে তার চেতনাবোধ আরও তীব্র হয়ে উঠলো এখন এবং সে বুঝলো যে, যদিও তারা নিজেরা সন্ত্রস্ত, তবুও শত্রুদেরকে তার কোনোমতেই খাটো করে দেখলে চলবে না, কারণ তারাও তাকে ধরার জন্য এখন এতো ব্যগ্র যে, তাকে লাশ বানিয়ে শুইয়ে না-দেয়া পর্যন্ত তারাও আরামকে হারাম বলে মেনে নিয়েছে।

শারীয়া নাজম-অদ-দীনে নূরের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুলে জানালা দিয়ে আলো জ্বলছে দেখতে পেলো। রেস্তোরাঁ ত্যাগ করার পর তার মনে এই প্রথমবারের মতো খানিকটা নিরাপত্তাবোধ এলো। ওকে শুয়ে থাকতে দেখে সায়ীদের ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো যে, নূর অতিমাত্রায় ক্লান্ত। ওর চোখ দুটো টকটকে লাল। স্পষ্টতই, উল্টাপাল্টা একটা কিছু ঘটেছে। সায়ীদ ওর পায়ের কাছে বসে পড়লো।

"কী হয়েছে আমাকে দয়া করে বলো, নূর", ও বললো।

"আমি একেবারেই ক্লান্ত", খুব দুর্বল স্বরে সে বললো। "এতো বমি হয়েছে যে, মনে হয় আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি।"

"মদের কারণে?"

"মদ তো সারাজীবনই খাই," চোখে টলটলায়মান অশ্রু নিয়ে সে বললো।

এই প্রথমবারের মতো তাকে কাঁদতে দেখে সায়ীদ গভীরভাবে আলোড়িত হলো। "তাহলে কি কারণে?" সে বললো।

"ওরা আমাকে মারধোর করেছে।"

"কারা, পুলিশ?"

"না, গেঁয়ো ধরনের একদল যুবক, সম্ভবত ছাত্র। বিল পরিশোধ করতে বলায় ঐ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবস্থা করেছে।"

সায়ীদের অন্তর স্পর্শিত হলো। "মুখটা ধুয়ে একটু পানি খেয়ে নাও না!" সে বললো।

"একটু পরে। এখন আমি অতিশয় ক্লান্ত।"

"কুত্তার দল!" ওর পায়ে আলতোভাবে হাত বুলাতে-বুলাতে সায়ীদ দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলো।

"তোমার উর্দির কাপড়," অন্য সোফাটির দিকে আঙুল দিয়ে একটি মোড়ক দেখিয়ে নূর বললো। হাত দিয়ে স্নেহ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ একটি ভঙ্গি করে সায়ীদ চুপ করে রইলো।

"আজ রাতে আমাকে আর তেমন আকর্ষণীয় মনে হবে না," প্রায় যেন মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে নূর বললো।

"সেটা তোমার দোষ নয়। মুখটা একটু ধুয়ে এসে খানিকটা ঘুমিয়ে নাও।"

গোরস্থানের ঐদিকে দূরে কুকুর ডেকে উঠলো আর একটি সশব্দ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো নূর। "এবং সে বলেছিলো, 'তোমার এমন সুন্দর ভবিষ্যৎ!' " সে দুঃখের সাথে বিড়বিড় করলো।

"কে?"

"এক জ্যোতিষী। সে বলেছিলো নিরাপত্তা, মনের শান্তি, এসব থাকবে।" জানালার বাইরে স্তূপীকৃত অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে সায়ীদ বসে থাকলো এবং নূর বলে চললো, "সে সব কবে হবে? এতো দীর্ঘ, নিষ্ফল প্রতীক্ষা! বয়সে আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড়ো আমার এক বান্ধবী আছে। সে সব সময়ই বলে যে, আমরা শেষমেশ হাড্ডিতে পরিণত হবো, অথবা তারও চেয়ে খারাপ কিছু, যার কারণে কুকুরও আমাদেরকে অপছন্দ করবে।" কবর থেকে যেন ওর কণ্ঠস্বর উঠে আসছিলো এবং সায়ীদকে তা এতো বিমর্ষ করে দিলো যে উত্তরে বলার মতো কোনো কিছু সে খোঁজ করে পেলো না। "কি জ্যোতিষীরে!" নূর বললো। "এরা কখন সত্য বলা শুরু করবে? নিরাপত্তা কোথায়? আমি শুধু নিশ্চিত নিরাপত্তায় ঘুমুতে চাই, সুন্দর অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠতে চাই এবং একটু শান্ত, আনন্দঘন সময় চাই। এটা কি এতোই অসম্ভব– সপ্ত আসমানের সৃষ্টিকর্তার কাছে?"

তুমিও অমনি এক জীবনের স্বপ্ন দেখতে, কিন্তু তার সবই ব্যয়িত হয়েছে ড্রেনপাইপ বেয়ে, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ায়, কিংবা অন্ধকারে তাড়া খেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি ছুঁড়ে নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করায়।

"তোমার একটু ঘুমানো দরকার," সম্পূর্ণ বিমর্ষ সায়ীদ নূরকে বললো।

"আমার যা দরকার তা একটি প্রতিশ্রুতি", সে বললো। "জ্যোতিষীর কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি। এবং সেই দিন আসবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি আমার সাথে বাচ্চাদের সঙ্গে যেমন করে তেমন ব্যবহার করছো," রাগান্বিত হয়ে নূর বললো।

"কখ্খনো না।"

"সেই দিন সত্যিই একদিন আসবে!"

বারো

নতুন উর্দিতে শরীর গলিয়ে টেনেটুনে ঠিকঠাক করে শেষ বোতামটি আঁটা পর্যন্ত নূর ওর দিকে বিস্মিত আনন্দে একটানা চেয়ে থাকলো। তারপর, দুএক মুহূর্ত বাদে, নূর বললো, "এবার একটু চিন্তা-ভাবনা করো। তোমাকে আবার হারানোর ক্ষতি আমি সহ্য করতে পারবো না।"

"আইডিয়াটা ভালোই ছিলো," তার হাতের কাজ দেখিয়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে-দেখতে সায়ীদ বললো। "মনে হয়, ক্যাপ্টেনের পদমর্যাদা নিয়েই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ!"

যা হোক, পরদিন সন্ধ্যানাগাদ নূর অবশ্য সায়ীদের সাম্প্রতিক নাটকীয় অভিযানগুলো সম্পর্কে সবই জেনে ফেললো এবং তার অন্যতম সাময়িক পুরুষ সঙ্গীর আনা একটা সাপ্তাহিকীতে ওর ছবিও দেখেছে। সায়ীদের সামনে সে একেবারে ভেঙে পড়লো। "তুমি মানুষ খুন করেছো!" হতাশার কান্নার মধ্যে সে কোনোরকম শব্দগুলো বার করলো। "কি ভয়ানক! তোমাকে কি আমি নিষেধ করিনি?"

"কিন্তু আমাদের সাক্ষাতের আগেই এ ঘটনা ঘটে গেছে," ওকে আদর করতে-করতে সায়ীদ বললো।

আরেক দিকে চেয়ে থাকলো নূর। "তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না।" খুব স্তিমিতভাবে সে বললো। "সে আমি জানি। কিন্তু ভালোবাসা শুরু করতে তোমার যতদিন সময় লাগতো অন্তত ততোদিন পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে থাকতে পারতাম!"

"কিন্তু তা আমরা এখনও করতে পারি।"

"তুমি যখন মানুষ খুন করেছো তখন আর তাতে লাভ কী?" প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে সে বললো।

"আমরা একসঙ্গে পালিয়ে তো যেতে পারি," আশ্বস্তকারী একটু হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে-ঝুলিয়ে সায়ীদ বললো। "সেটা অনেক সহজ।"

"তাহলে আমরা আর কিসের জন্য অপেক্ষা করছি?"

"ঝড়টা একটু থামার জন্য।"

হতাশায় নূর মেঝেতে পা আছড়ালো। "কিন্তু আমি তো শুনেছি কায়রো থেকে বেরোবার সমস্ত রাস্তায় সেনাটহল বসানো হয়েছে, তুমিই যেন সর্বকালের সর্বপ্রথম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হত্যাকারী!"

খবর-কাগজগুলো! সায়ীদ ভাবলো। গোপন যুদ্ধের এসবই অংশবিশেষ। কিন্তু অনুভূতি গোপন করে নূরকে শুধু সে বাইরের প্রশান্ত ভাবটি দেখালো। "তুমি দেখে নিও। যখন সিদ্ধান্ত নেবো তখন ঠিকই বেরিয়ে যাবো।" সে বললো। হঠাৎ রাগের ভান করে, নূরের চুলের মুঠি ধরে দাঁতে-দাঁত ঘষে সে বললো ঃ "এখনও কি জানো না সায়ীদ মাহরান কে? সমস্ত কাগজ তার কথা বলছে! এখনও তুমি তার কথায় বিশ্বাস করো না? আমার কথা শোনো; আমরা চিরকাল একসঙ্গে থাকবো। এবং দেখবে যে জ্যোতিষী তোমাকে যা বলেছিলো তা ঠিকই ফলেছে!"

একাকীত্ব থেকে পালিয়ে এবং খবরের আশায় পরদিন সন্ধ্যায় আবার সে গুটিগুটি পায়ে এসে টারজানের রেস্তোরাঁয় উপস্থিত হলো, কিন্তু দরোজার কাছে তার মুখ দেখা যেতে-না-যেতেই টারজান প্রায় ছুটে এসে তাকে টেনে বাইরের দিকে বেশ খানিকটা দূরে খোলা জায়গায় নিয়ে গেলো। "আমার ওপর তুমি রাগ করো না," সে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললো। "এমনকি আমার রেস্তোরাঁও তোমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়।"

"কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম ঝড় এতক্ষণে থেমে গেছে," সায়ীদ বললো, অন্ধকার তার উদ্বেগ ঢেকে রাখলো।

"না। সময় যতো যাচ্ছে অবস্থা ততোই খারাপ হচ্ছে। খবর কাগজগুলোর জন্যই এই অবস্থা। আত্মগোপন কর। কিন্তু কিছুদিনের জন্য কায়রো ত্যাগের আশা ছেড়ে দাও।"

"কাগজগুলোর সায়ীদ মাহরানের কথা নিয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কি কোনো কাজ নেই?"

"তোমার অতীতের অভিযানগুলো নিয়ে ওরা প্রত্যেকের কাছেই এতো গোলমাল, চেঁচামেচি করেছে যে, এই এলাকার সমস্ত সরকারি শক্তিকে তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।" যাবার জন্য সায়ীদ উঠে দাঁড়ালো। "আবার আমরা দেখা করতে পারি- রেস্তোরাঁর বাইরে- তুমি যখনই চাইবে," বিদায় নিতে নিতে টারজান মন্তব্য করলো।

নূরের ঘরের সেই একাকীত্ব, সেই অন্ধকার, সুদীর্ঘ অপেক্ষাময় সেই গোপন আস্তানায় ফিরে এলো সায়ীদ এবং হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলো সে গর্জাচ্ছে, "এ তোমারই কাজ, রউফ, এ সবের পেছনেই রয়েছে তোমার হাত!" এর মধ্যে রউফের 'আল-যাহরা' বাদে আর সমস্ত কাগজই তার ব্যাপার নিয়ে লেখালেখি বন্ধ করে দিয়েছে। খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে অতীতের কাহিনী বের করতে ঐ কাগজটি এখনও ব্যস্ত, পুলিশকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টায়ও সে একই সময়ে নিবেদিত; তাকে মেরে ফেলার জন্য এই কঠিন পরিশ্রম করে কাগজটি আসলে তাকে জাতীয় বীরের পর্যায়ে টেনে তুলছে। ওর গলায় ফাঁসির দড়ি না-পরানো পর্যন্ত রউফ ইলওয়ান কখ্খনো বিরত হবে না এবং অবদমনের সমস্ত শক্তিই রউফের হাতে; আর সে শক্তি হচ্ছে দেশের আইন।

www.BanglaBook.org

এবং তুমি। তোমার শত্রু— ইলীষ সিদ্রা, ঠিকানা অজ্ঞাত, এবং ইস্পাত—প্রাসাদের রউফ ইলওয়ান— এদেরকে মেরে ফেলা ছাড়া তোমার এই বিনষ্ট জীবনের আর কি আদৌ কোনো মূল্য আছে? তোমার শত্রুদেরকে যথোপযুক্ত একটি শিক্ষা দিতেই যদি ব্যর্থ হও তাহলে তোমার জীবনের আর কি অর্থ থাকবে? কুকুরগুলোকে শাস্তি দিতে পৃথিবীর কোনো শক্তিই বাধ সাধবে না। সে কথা ঠিক। কোনো শক্তিই না!

"রউফ ইলওয়ান," সায়ীদ শব্দ করে কাতর অনুনয় জানালো, "সময় মানুষের এতো ভয়াবহ পরিবর্তন কেমন করে ঘটায় আমাকে একটু বলো!"

শুধু একজন বিপ্লবী ছাত্রই নয়, বরঞ্চ মূর্তিমান বিপ্লবই যেন ছাত্রের রূপ ধরে আছে। দালানের উঠানে বাবার পায়ের কাছে আমি বসে থাকতাম, তখন তোমার আবেগ—মথিত কণ্ঠস্বর নিচে নেমে আমার কান দিয়ে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়া হৃদয়কে যেন ঘা দিয়ে জাগিয়ে দিতো। তুমি কথা বলতে রাজপুত্র ও পাশাদের সম্পর্কে— তোমার কথার যাদু ঐ ভদ্রসন্তানদেরকে আস্তপিস্ত চোরে রূপান্তরিত করতো। এবং মুদিরিয়া সড়কে জোব্বাজাব্বাপরা আখ—চিবোনো তোমার লোকজন, যাদেরকে তোমার সমান বলে পরিচয় দিতে, তাদের মধ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে গিয়ে সুউচ্চ কণ্ঠে জ্বালাময়ী ভাষায় যখন বক্তৃতা দিতে, মনে হতো মাঠঘাটের ওপর দিয়ে তা সজোরে প্রবাহিত এবং তার তোড়ে খেজুরগাছগুলো যেন নুয়ে নুয়ে যেত— তা যে দেখেছে সে ভুলতে পারবে না। হ্যাঁ, তোমার মধ্যে অদ্ভূত একটা ক্ষমতা ছিলো, যা আমি আর কোথাও, এমনকি শেখ আলী আল জুনায়েদীর মধ্যেও, দেখিনি।

এমনই ছিলে তুমি, রউফ। আমার বাবা যে আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলো সে কৃতিত্ব কেবল তোমারই প্রাপ্য। আমার এক একটা সাফল্যে তুমি উচ্ছ্বসিত আনন্দে হেসে উঠতে। "এখন দেখছেন?" আমার বাবাকে তুমি বলতে। "ও শিক্ষিত হোক আপনি তো তাই—ই চাননি। শুধু ওর চোখ দুটোর দিকে একবার তাকান; অনেক কিছুর ভিত ও একদিন কাঁপিয়ে দেবে।" পড়াশুনা ভালোবাসতে তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে। আমি যেন তোমার সমান, এমনিভাবে সবকিছুই তুমি আমার সাথে আলাপ করতে। আমি তোমার অন্যতম শ্রোতামাত্র ছিলাম— সেই একই গাছের তলায় বসে যেখানে আমার প্রেমের ইতিহাসও শুরু হয়েছিলো— এবং মহাকাল নিজেও তোমার কথা শুনছিলো; "জনগণ! চুরি! পবিত্র আগুন! ধনবান ব্যক্তিরা! ক্ষুধা! সুবিচার!"

যেদিন তোমাকে জেলে নিয়ে গেলো আমার চোখে সেদিন তুমি আসমান সমান উঁচু হয়ে উঠলে, তারও চেয়ে বেশি উঁচু হলে সেদিন যেদিন প্রথমবারের মতো চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ায় তুমি রক্ষা করে আমার আত্মসম্মান আমায় ফিরিয়ে দিলে। তারপর সেই সময় যখন দুঃখিত মনে তুমি আমাকে বললে, "বিচ্ছিন্ন চুরির সত্যিই কোনো মানে হয় না; সংগঠন থাকতে হবে।" তারপর থেকে একটানা পড়াশুনা এবং ডাকাতি— কোনোদিন আর বাদ দেইনি। যে সমস্ত লোকদের বাড়িতে ডাকাতি করা দরকার তাদের নাম তুমিই আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যোগাতে এবং চুরিতেই আমি সম্মান, গৌরব পেলাম। এবং অনেকের প্রতিই আমি খুব উদার ছিলাম, ইলীষ সিদ্রা তাদের অন্যতম।

ঘনায়মান আঁধার–ঘরে রাতে সায়ীদ চেঁচিয়ে উঠলোঃ "তুমি কি সত্যিই সেই একই ব্যক্তি? যে রউফ ইলওয়ান আজ প্রাসাদের মালিক। খবর–কাগজের এই প্রচারাভিযানের পেছনে ধূর্ত শেয়ালটি তুমিই। তুমিও আমাকে খুন করতে চাও, তোমার বিবেক ও অতীতকেও হত্যা করতে চাও। কিন্তু তোমাকে না মেরে আমি মরবো নাঃ তুমিই এক নম্বরের বিশ্বাসঘাতক। একদম চিনিই না এমন একটি লোককে হত্যা করার প্রতিশোধে কেউ যদি কাল আমাকে মেরে ফেলে, তাহলে জীবন যে কী নিরর্থক–নিষ্ফল হয়ে যাবে! জীবন যদি অর্থব্যঞ্জক করে তুলতে হয়– এবং মরণও– তাহলে তোমাকে স্রেফ মেরে ফেলতেই হবে। পৃথিবীর শয়তানীর বিরুদ্ধে আমার ক্রোধের শেষ বহিঃপ্রকাশ। এবং বাইরে জানালার নিচের গোরস্থানে যারা শুয়ে আছে তারা আমাকে সাহায্য করবে। বাকি সমস্ত সমস্যার সমাধানের ভার আমি শেখ আলির হাতে ছেড়ে দেবো।"

ফজরের আজান শুরু হলে সে দরোজা খোলার শব্দ শুনতে পেল এবং তারপরেই দেখলো কাবাব, পানীয়, খবর–কাগজ হাতে নূর এসে উপস্থিত হয়েছে। তাকে বেশ সুখি মনে হলো, গত দুদিনের বিষন্নতা ও অশান্তি দৃশ্যতই অনুপস্থিত। এবং ওর উপস্থিতি সায়ীদের নিজেরও ক্লান্তি ও বিমর্ষভাব একদম মুছে দিয়ে জীবনের সমস্ত আনন্দ–উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা দুহাত ভরে গ্রহণ করার মতো করে তাকে প্রস্তুত করে তুললো। এবং খাদ্য, পানীয় ও সংবাদ। নূর ওকে চুমু খেলো এবং, প্রথমবারের মতো কৃতজ্ঞতার অনুভূতি নিয়ে সায়ীদও তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিলো। এখন ও অনুভব করলো যে, যতক্ষণ জীবিত থাকবে ততক্ষণ নূরই ওর জীবনের ঘনিষ্ঠতম মানবী। মনে মনে ও প্রার্থনা করলো, নূর যেন কখনও ওকে ছেড়ে না যায়।

যথারীতি একটা বোতলের ছিপি খুলে, গ্লাশ বোঝাই করে, ঢকঢক করে এক চুমুকে সায়ীদ শেষ করে ফেললো।

"তুমি একটুও ঘুমোওনি কেনো?" ওর ক্লান্ত মুখের খুব কাছে এসে নূর বললো।

খবর–কাগজের পাতা উল্টাতে ব্যস্ত সায়ীদ কোনো উত্তর করলো না।

"অন্ধকারের অপেক্ষা করা অত্যাচারের শামিল," ওর জন্য আন্তরিক দুঃখ অনুভব করে নূর বললো।

"বাইরের জগতের খবর কি?" খবর–কাগজ একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে সায়ীদ বললো।

"অন্য সব সময়ের মতোই।" গায়ে–পায়ে আটা অন্তর্বাস ছাড়া আর সব কিছু খুলে ফেললে ঘামের সাথে পাউডার মেশানো ঘ্রাণ এসে সায়ীদের নাকে লাগলো। "লোকজন তোমার কথা খুব বলছে," ও বলে চললো, "যেন তুমি কল্পকাহিনীর কোনো নায়ক। কিন্তু কি প্রচন্ড যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে সে সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই নেই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"অধিকাংশ মিশরবাসীই চোরকে ভয়ও করে না অপছন্দও করে না," মাংসের একটা টুকরা কামড়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সায়ীদ বললো। নীরবে কয়েক মিনিট তারা খেল, তারপর সে যোগ করলোঃ "কিন্তু কুকুরের প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণা আছে।"

আঙুলের ডগা চুষতে-চুষতে খানিকটা মুচকি হেসে নূর বললো, "আমি অবশ্য কুকুর পছন্দ করি।"

"সে রকম কুকুরের কথা আমি বলছি না।"

"আমার এই শেষ কুকুরটা মারা যাওয়া পর্যন্ত সব সময়ই বাড়িতে একটা কুকুর থাকতো। অনেক কেঁদেছি তার জন্য এবং তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর কখনও কুকুর পুষবো না।

"সেই ভালো," সায়ীদ বললো। "ভালোবাসা যদি সমস্যা তৈরি করে, তাহলে তা থেকে দূরে থাকা ভালো।"

"তুমি আমাকে বোঝো না। অথবা ভালোও বাসো না।"

"এমনটি হয়ো না গো," অনুনয়ের সুরে সায়ীদ বললো। "তুমি কি দেখতে পাও না বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীটা নিষ্ঠুর, যথেষ্ট অন্যায়ে ভরা?"

নূর এতোটা পান করলো যে প্রায় সোজা হয়ে বসতে পারছিলো না। সে স্বীকার করলো, তার আসল নাম শালাবীয়া। তারপর বালিয়ানার পুরোনো দিনের কাহিনী সে বলা শুরু করলো, প্রশান্ত প্রতিবেশে তার বাল্যকাল, তার যৌবন এবং কেমন করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে সে সব কাহিনী। "এবং আমার বাবা ছিলো উমদা", গর্বের সাথে সে বললো, "গ্রামের মোড়ল।"

"মোড়লের চাকর বুঝাতে চাচ্ছো!" নূর ভ্রূকুটি করলো, কিন্তু সায়ীদ বলে চললোঃ তুমি প্রথমে কিন্তু আমাকে তাই বলেছিলে।"

নূর এতো জোরে হো হো করে হেসে উঠলো যে তার দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা তরকারির টুকরা সায়ীদের নজরে পড়লো। "আমি কি সত্যিই তাই বলেছিলাম?" সে বললো।

"হ্যাঁ, এবং সেই কারণেই রউফ ইলওয়ান বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে।"

আগা-মাথা কিছু না বুঝতে পেরে ও সায়ীদের দিকে তাঁ করে তাকিয়ে থাকলো। "রউফ ইলওয়ান কে?"

"আমাকে ভাড়িয়ো না", দাঁতে দাঁত চেপে সায়ীদ বললো। "অন্ধকারে একা একা যে মানুষকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয় সে রকম লোক মিথ্যা সহ্য করতে পারে না।"

তেরো

মাঝরাতের খানিকটা পর, পশ্চিমাকাশে চতুর্থী চাঁদের ক্ষীণ আলোয়, বিস্তীর্ণ পতিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রান্তরের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে সায়ীদ হেঁটে এগোতে লাগলো। রেস্তোরাঁ থেকে শ' খানেক গজ দূরে থাকতেই হাঁটা থামিয়ে তিনবার শিশ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। তার তখন অনুভব হচ্ছিলো যে, যদি সে এখনই আঘাত করতে না পারে তাহলে পাগল হয়ে যাবে; সে আশা করতে লাগলো যে শেষমেশ টারজান কোনো সংবাদ নিয়ে আসবে।

আঁধারের ঢেউএর মতো টারজান এসে উপস্থিত হলে তারা প্রথমে কোলাকুলি করলো এবং তারপর সায়ীদ জিজ্ঞেস করলো, "নতুন খবর কি?"

"ওদের একজন শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে," মোটা টারজান হাঁটার পরিশ্রমে হাঁসফাঁস করতে করতে বললো।

"কে?" ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলো সায়ীদ।

"বায়াযা", এখনও সায়ীদের হাত ধরা অবস্থায় টারজান বললো, "এবং এখন সে রেস্তোরাঁর মধ্যে বসে দরদাম ঠিক করায় ব্যস্ত।"

"তাহলে আমার প্রতীক্ষা বিফলে যায়নি। তুমি কি জানো কোন পথে সে যাবে।"

"জবল রোড ধরে সে ফিরে যাবে।"

"সত্যি অনেক ধন্যবাদ, বন্ধু।"

সায়ীদ তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করে চাঁদের ক্ষীণ আলোয় পূব দিকে রওনা হয়ে কূয়ার চারদিকে ছোটো ঝোপের মতো জায়গাটিতে এসে উপস্থিত হলো। ঝোপের দক্ষিণ দিক দিয়ে চলতে চলতে একেবারে শেষ মাথায় যেখানে বিস্তীর্ণ বালুরাশি আবার শুরু হয়েছে সেখানে এসে সে থামলো। এখান থেকে শুরু হয়ে একটি রাস্তা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। সেই সন্ধিস্থলে একটি গাছের আড়ালে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ঠান্ডা বাতাসের একটু প্রশান্ত স্রোত ছোট্টো ঝোপটির মধ্যে ফিসফিসানি তুলে বয়ে যেতে লাগলো। স্থানটি পরিত্যক্ত, নির্জন। রিভলবারের বাট শক্ত করে ধরে তার শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বহু প্রতীক্ষিত সাফল্য অর্জনের সুযোগ কতোখানি পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে সে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। এবং তারপর শেষ বিশ্রামস্থল– মৃত্যু– আসুক। "ইলীষ সিদ্রা," সে সজোরে বলে উঠলো, "এবং তারপর রউফ ইলওয়ান। দুজনকে একই রাত্রে সাবাড় করতে হবে। তারপর যা হবার হোক।" নির্জন ঝোপের মধ্যে তার এই সশব্দ উচ্চারণ প্রশান্ত মলয়ানিল গাছগুলোই শুধু শুনতে পেলো।

"চাপা উত্তেজনা আর অধৈর্য নিয়ে ঝোপের প্রান্তে তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই রেস্তোরাঁর দিক থেকে অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি তাড়াহুড়ো করে সে যেখানে দাঁড়িয়ে সেদিকেই আসতে লাগলো। রাস্তার মাথা থেকে লোকটি মাত্র দু'এক গজ দূরে থাকতে সায়ীদ এক লাফে ঝোপের বাইরে এসে তার দিকে রিভলবার তাক করে ধরলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আর এক পা ও নড়বে না।" সে চিৎকার করে বলে উঠলো।

বিদ্যুতস্পৃষ্ট হওয়ার মতো লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে পড়লো এবং হতবাক হয়ে সায়ীদের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

"বায়াযা, আমি জানি তুমি কোথায় ছিলে, কী করছিলে এবং তোমার সঙ্গে এখন কত টাকা আছে।"

ফোঁস ফোঁস করে লোকটির শ্বাস প্রশ্বাস পড়তে লাগলো এবং তার বাহু একটু সামান্য, ইতস্তত নড়ে সামান্য চিলকে উঠলো। "আমার ছেলে মেয়েদের জন্য এই টাকা ক'টি," সে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো।

সায়ীদ এতো জোরে ওর মুখের ওপর থাপ্পর মারলো যে সে চোখে শর্ষে ফুল দেখতে লাগলো। "বায়াযা, কুত্তা, তুই এখনও আমাকে ঠিক চিনতে পারিসনি!"

"কে তুমি? গলার স্বর মনে হয় চিনি, কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করতে পারি না..." বায়াযা বললো এবং তারপর চিৎকার করে উঠলো, "সায়ীদ মাহরান!"

"একটু নড়বে না! এক পা নড়েছো কি নির্ঘাৎ মৃত্যু।"

"তুমি আমাকে মারবে? কেনো? আমাদের মধ্যে শত্রুতার তো কোনোই কারণ নেই।"

"কারণ একটা তো এই," হাত বাড়িয়ে দিয়ে লোকটির কাপড় চোপড়ের মধ্য দিয়ে ভারি মানিব্যাগ বের করে তা খুলে ফেলে দাঁতে দাঁত চেপে সায়ীদ বললো।

"কিন্তু ওতো আমার টাকা। আমি তো তোমার শত্রু নই।"

"চুপ কর। যা আমি চাই তা সব এখনও পাইনি।"

"কিন্তু আমরা তো পুরোনো বন্ধু। সেটা তোমার মানা উচিৎ।"

"যদি বাঁচতে চাস্, তাহলে ইলীষ সিদ্রা কোথায় বল্।"

"আমি জানি না," বায়াযা বেশ জোরের সাথে উত্তর করলো। "কেউই জানে না।"

সায়ীদ আবার তাকে থাপ্পর মারলো, এবারে আগের চেয়েও জোরে, "সে কোথায় আমাকে যদি না বলিস, তাহলে তোকে মেরেই ফেলবো", সে চিৎকার করে উঠলো। "এবং সত্য কথা যতোক্ষণ পর্যন্ত না বলবি ততক্ষণ পর্যন্ত এক পয়সাও ফেরৎ পাবি না।"

"আমি জানি না। দোহাই আল্লাহর, আমি জানি না," বায়াযা ফিসফিসিয়ে বললো।

"মিথ্যাবাদী।"

"তুমি যে ভাবে কসম খেয়ে আমাকে বলতে বলো আমি সে ভাবেই বলতে রাজি আছি!"

"তুই কি বলতে চাস পানিতে পরিণত গোলার মতো সে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?"

"আমি সত্যিই জানি না। কেউ জানে না। তুমি তার ওখানে যাওয়ার পরপরই সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার ভয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে। আমি সত্যি কথা বলছি। সে রদ আল-ফারাগে গেছে!"

"তার ঠিকানা কি?"

"একটু থাম, সায়ীদ," ও অনুনয় জানালো। "এবং শাবান হোসেইনের খুনের পর সে তার পরিবার আবার কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেছে। কাউকেই সে বলে যায়নি কোথায়। সে, তার স্ত্রী, উভয়েই সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছে। তাদের সম্পর্কে বেশি কেউই আর কিছু জানে না।"

"বায়াযা!"

"আল্লাহর কসম আমি সত্যি বলছি!" সায়ীদ আবার তাকে আঘাত করলে লোকটি ভয় ও ব্যথায় গোঙাতে শুরু করে দিলো। "আমাকে কেনো মারছো সায়ীদ? জাহান্নামে যাক সিদ্রা; সে কি আমার ভাই না বাপ যে তার জন্য আমাকে মরতে হবে?"

অবশেষে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে, সায়ীদ তাকে বিশ্বাস করলো এবং তার শত্রুকে কোনোদিন আর খুঁজে পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করতে শুরু করলো। সে যদি খুন-মামলার আসামী না হতো, পুলিশ যদি তাকে খুঁজে না বেড়াতো তাহলে ধৈর্য সহকারে সেও সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকতো! কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট তার সেই গুলিটি তার নিজের তীব্রতম আকাঙ্খার হৃদয় বিদ্ধ করে দিয়ে গেছে।

"তুমি আমার প্রতি অন্যায় করছো", বায়াযা বললো। সায়ীদ কোনো উত্তর করলো না দেখে, সে বলে চললো ঃ "আর আমার টাকার কি হবে? আমি তো কোনোদিন তোমার কোনো ক্ষতি করিনি।" সায়ীদ তার মুখের যেখানে আঘাত করেছিলো সেখানে হাত বুলালো। "আমার টাকা নিয়ে যাওয়ার তোমার কোনো অধিকার নেই। আমরা তো একই সঙ্গে কাজ করতাম।"

"এবং তুমি সব সময় সিদ্রার চেলা ছিলে।"

"হ্যাঁ, আমি তার বন্ধু ও অংশীদার ছিলাম, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমি তোমার শত্রু। তোমার প্রতি যে অন্যায় সে করেছে তাতে আমার কোনো হাত ছিলো না।"

যুদ্ধ ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে এবং পিছু হটাই ছিলো তখন একমাত্র পথ। "তা", সায়ীদ ওকে বললো, "আমার তো কিছু টাকার দরকার।"

"তাহলে তোমার যা ইচ্ছা রেখে দাও।" বায়াযা বললো।

পাঁচশ' টাকায়ই সায়ীদ সন্তুষ্ট। মুক্তি যেন প্রায় অসম্ভব এমনি একটা ধারণায় একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে লোকটি চলে গেলে সায়ীদ নির্জন মরুভূমির মধ্যে আবার একাকী হয়ে গেলো। ক্ষীণ চাঁদের আলো আগের চেয়ে উজ্জ্বলতর এবং ঝোপের মধ্যে ফিসফিসানি অধিকতর উচ্চকিত মনে হলো তার কাছে। ইলীষ সিদ্রা তাহলে তার মুঠোর বাইরে গিয়ে, প্রাপ্য শাস্তি এড়িয়ে নিজের হারামি অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে নিয়ে শাস্তি নাপাওয়া বিশ্বাসঘাতকদের দলের সংখ্যা বাড়ালো। রউফ, যতটুকু আশা এখন আমার বেঁচে আছে

www.BanglaBook.org

তা তোমাকে ঘিরে, আর তাহলে এই যে, আমার জীবনত্যাগ তুমি বিফলে যেতে দেবে না।

চোদ্দো

অফিসারের উর্দিপরা সায়ীদ ফ্ল্যাটে ফিরে আবার যখন বেরিয়ে গেলো তখন রাত একটা ছাড়িয়ে গেছে। রাস্তার আলো এড়িয়ে এবং নিজেকে খুব সহজ–স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে বাধ্য করে সে আব্বাসীয়া সড়কের দিকে রওনা দিলো। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে, পথে এক বিরক্তিকর সংখ্যক পুলিশ অতিক্রম করে, সে গালা ব্রীজের কাছে এলো।

পুলের কাছে জেটিতে রাখা ছোট্ট দাঁড়–বাওয়া একটি নৌকা ঘন্টা দুয়েকের জন্য ভাড়া করে সাত তাড়াতাড়ি ঐ নৌকায় করে দক্ষিণে রউফ ইলওয়ানের বাড়ির দিকে রওনা দিলো। রাতটি ছিলো সুন্দর তারকাময়, ঠান্ডা বাতাস বইছিলো, নদীপারের গাছের সারির ওপর নির্মল আকাশে চতুর্থীর চাঁদ তখনও দেখা যাচ্ছিলো। উত্তেজিত, শক্তিতে ভরপুর সায়ীদ প্রাণবন্তু কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত বোধ করতে লাগলো। ইলীষ সিদ্রার পলায়ন কোনো পরাজয় নয়, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত রউফের ওপর শাস্তির নিষ্ঠুর খড়্গ নেমে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত নয়। কারণ, শেষ বিবেচনায়, রউফই হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতার উচ্চতম মানদন্ডের মূর্তপ্রতীক এবং ইলীষ সিদ্রা, নবাইয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাসঘাতকেরা তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা খোঁজ করে।

"এবার হিশাব নিকাশ মেলাবার সময় এসেছে, রউফ," দাঁড়ে জোরে জোরে টান দিতে দিতে সায়ীদ বললো। "এবং কেবল পুলিশ ছাড়া আর যে কেউ যদি আমাদের মধ্যে বিচারক হিশেবে দাঁড়ায়, তাহলে সবার সামনেই আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। তারা, জনসাধারণেরা, সবাই– আসল ডাকাত ছাড়া আর সমস্ত লোকেরা– আমার পক্ষে এবং আমার চিরন্তন নরকবাসের মধ্যে তাইই আমাকে সান্ত্বনা যোগাবে। আমি আসলে তোমার আত্মা। আমাকে তুমি বলি দিয়েছো। আমার সংগঠনের অভাব, তুমি বলতে। তোমার অনেক কথা তখন যা আমি বুঝতে পারতাম না, এখন তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি। এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এই যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন থাকা স্বত্ত্বেও আমি ক্রমাগতই নিরানন্দ একাকীত্বের দিকে কোনঠাসা হয়ে পড়ছি। কেউ নেই সাহায্য করার। এ সমস্ত কিছুই নিরর্থক, ক্ষমাহীন অপচয়। কোনো গুলির আঘাতই এর অসামঞ্জস্যকে সুসমঞ্জস্য করতে পারবে না। কিন্তু একটি গুলি হবে সঠিক, একটি রক্তাক্ত প্রতিবাদ, জীবিত ও মৃতদের সান্ত্বনা দেয়ার মতো কোনো একটা কিছু তাদের পক্ষে আশার শেষ সূতাটি ধরে ঝুলে থাকার উপায়।"

বিশাল বাড়িটি সোজা একটা বিন্দুতে এসে তীরের দিকে গলুই ঘুরিয়ে দাঁড় টেনে এসে পারে নৌকা ভিড়ালো। লাফ দিয়ে নেমে, টেনে নৌকাটি শুকনো মাটির ওপর এনে

www.BanglaBook.org

রেখে তীর বেয়ে রাস্তায় উঠলো সে। সেখানে খানিকটা দম নিয়ে অফিসারের উর্দিতে একটু ঠিকঠাক হয়ে নিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করলো। রাস্তা মনে হলো জনশূন্য, বাড়ির কাছে পৌঁছে পাহারাদারদের কোনো চিহ্ন না দেখে সে একই সঙ্গে খুশি ও রাগান্বিত হলো। প্রবেশদ্বারে শুধু একটি বাতি ছাড়া সমস্ত বাড়িটা আঁধারে ঢাকা। এতে বোঝা গেলো যে, বাড়ির মালিক এখনও ফেরেনি, দরজা ভেঙে ঢোকার কোনো প্রয়োজন হবে না এবং আরও বেশ কয়েকটি অসুবিধাও এতে দূরীভূত হয়ে গেলো।

অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটার মতো করে বাড়ির বাঁ-পাশের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এর শেষ মাথায় শারীয়া গীর্জা পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তারপর শারীয়া গীর্জা নিয়ে বাড়ির ডান পাশ ধরে অন্য রাস্তায় পৌঁছে গেলো এবং পুনরায় এসে নদীর তীরে দাঁড়ালো। পথিমধ্যে প্রত্যেকটা জিনিশ সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে নিলো। তারপর আরও খানিকটা এগিয়ে গাছের ছায়া ঘেরা এক খন্ড খালি জমির ওপর এসে দাঁড়ালো। গাছের আড়াল থাকায় রাস্তার বাতির আলোও এখানে পড়ে না। এখানে দাঁড়িয়ে চোখের দৃষ্টি একটানা বাড়িটির ওপর নিবদ্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো, মাঝে মাঝে চোখের ব্যথা দূর করার জন্য নদীর অন্ধকার বুকের ওপর দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো। রউফের বিশ্বাসঘাতকতা, যে বিশ্বাসঘাতকতা তার জীবনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে, যে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে সে দাঁড়িয়েছে, যে মৃত্যু এখন তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, এই সমস্ত জিনিশ যা রউফের মৃত্যু একান্ত অনিবার্য করে তুলেছে সেই দিকে তার চিন্তা ধাবিত হতে লাগলো। অগ্রসরমান প্রতিটি গাড়িই সে রুদ্ধশ্বাসে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

অবশেষে একটি গাড়ি সদর দরজার সামনে দাঁড়ালে দারোয়ান তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলো। বাড়ির বাঁয়ের রাস্তায় এসে সায়ীদ দাঁড়ালো এবং দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে প্রবেশপথের উল্টোদিকে একটা বিন্দুতে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলো। ওদিকে গাড়িটি আস্তে আস্তে ভিতরের পথ ধরে সামনে এগোতে লাগলো। প্রবেশপথের যেখানটা জ্বলন্ত বাতির আলোয় দিনের মতো পরিষ্কার সেখানে এসে গাড়িটি থামলো। এবার রিভলবারটি বের করে সায়ীদ বেশ যত্নের সাথে তাক ঠিক করলে গাড়ির দরজা খুলে রউফ ইলওয়ান বেরিয়ে এলো।

"রউফ!" সায়ীদ চিৎকার করে উঠলো। স্তম্ভিত হয়ে লোকটি চিৎকারের উৎপত্তিস্থলের দিকে চোখ ফেরালে, সায়ীদ আবার চিৎকার ছাড়লো ঃ "এ সায়ীদ মাহরান! ভালো করে লক্ষ্য করো!"

কিন্তু সে গুলি ছোঁড়ার আগেই বাগানের মধ্য থেকে একটি গুলি ছুটে এসে হুশ্‌শ্‌ করে তার শরীরের একদম কাছ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় তার হাত কেঁপে গেলো। গুলি ছুঁড়ে বাগানের দিক থেকে আসা গুলির আঘাত এড়াবার জন্য লাফ দিয়ে পাশে শুয়ে পড়ে মাথা উঁচিয়ে মরণাপন্ন আক্রোশে তাক করে আবার গুলি ছুঁড়লো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ সব কিছুই মুহূর্তেকের মধ্যে ঘটে গেলো। উন্মাদের মতো অতি তাড়াহুড়া করে আর একটি গুলি ছুঁড়ে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নদীর কাছে গিয়ে, ঝটপট নৌকা ঠেলে নদীতে নামিয়ে তাতে লাফ দিয়ে উঠে বসে, জোরে জোরে দাঁড় বেয়ে অপর পারের দিকে চলে গেলো। তার ভেতরের গভীর প্রদেশের অজ্ঞাত উৎস থেকে প্রভূত কায়িক শক্তির যোগান এলো, কিন্তু তার আবেগ ও চিন্তা যেন ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো। গোলাগুলির শব্দ, ঘনায়মান কণ্ঠস্বর এবং শরীর থেকে যেন হঠাৎই সমস্ত শক্তি উধাও এমনি অনুভূতি তার মনে আসছিলো। কিন্তু নদী এখানটিতে কম চওড়া থাকায় অল্পতেই সে অপরপাড়ে পৌঁছে গেলো। তারপর একলাফে তীরে নেমে নৌকা ঠেলে স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে পকেটে রিভলবার চেপে ধরে রাস্তা ধরে জোরে ছুটতে লাগলো।

বিশ্রস্ত মানসিক অবস্থা স্বত্ত্বেও সে ডাইনে বাঁয়ে কোনেদিকে না চেয়ে শান্তভাবে সাবধানে এগুতে লাগলো। তার পেছনে ছুটে লোকজন নদীর তীরে একেবারে পানির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, পুলের দিক থেকে এলোমেলো চিৎকারের শব্দ, রাতের বাতাস ভেদ করে তীব্র একটি হুইসেল ধ্বনি– এসব সম্পর্কে সম্যক সচেতন হয়ে সে আশংকা করতে লাগলো যে, যে কোনো মুহূর্তে হয়তো কোনো অনুসরণকারী তাকে ধরে ফেলবে এবং তার জন্য যে কোনো ভাঁওতার সাহায্যে বেঁচে যাওয়া কিংবা জীবনের শেষ যুদ্ধ দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলো। যা হোক, তেমন কোনোকিছু ঘটার আগে সে দেখলো যে, তার পাশ দিয়ে একটি ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে। ডেকে ট্যাক্সিটি থামিয়ে সে তাতে চড়ে বসলো; সীটের সাথে গা হেলিয়ে বসার সাথে সাথে সে যে তীব্র ব্যথা অনুভব করলো, পুনরায় নিরাপদ বোধ করার আরামের সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না।

পুরোপুরি আঁধারের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে নূরের ফ্লাটে পৌঁছে উর্দি পরা অবস্থায়ই একটা সোফার ওপর সটান হয়ে শুয়ে পড়লো সে। ব্যথাটি ফিরে আসায় হাঁটুর সামান্য ওপরে তার উৎস সনাক্ত করে সেখানে হাত দিতে হাতে ভেজা ভেজা ঠাঠালো কী লাগলো এবং ব্যথাটা তীব্রতর মনে হলো। কোনো কিছুর সাথে কি ধাক্কা খেয়েছে সে? অথবা দেয়ালের পেছনে থাকার সময় কিংবা দৌড়াবার সময় কি কোনো গুলি লেগেছে? ক্ষতস্থানের চারদিকে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে সে বুঝতে পারলো যে, জায়গাটা সামান্য ছড়ে গেছে; গুলি হলেও শরীরের মধ্যে না ঢুকে চামড়া ছড়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

দাঁড়িয়ে উর্দি খুলে ফেলে আঁধারে হাতড়ে সোফার ওপর রাতের পোশাক পেলো এবং তখন কাপড় পাল্টালো সে। তারপর হেঁটে ফ্লাটের মধ্যে পা পরীক্ষা করতে করতে তার মনে পড়লো একবার গুলি বেঁধা পা নিয়ে সে কেমন করে শারীয়া মোহাম্মদ আলী দিয়ে দৌড়ে এসেছিলো। "কেনো, তুমি অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারো," সে নিজেকে বললো। "তুমি ঠিকই বেঁচে যাবে। সামান্য একটু কফির গুঁড়ো দিলে এই ক্ষত এক্কেবারে ঠিক হয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু রউফ ইলওয়ানকে সে কি খুন করতে পেরেছে? এবং বাগানের মধ্য থেকে তার দিকে গুলি ছুঁড়লো কে?

আশা করি এবারও আগের মতো কোনো নিরীহ বেচারাকে আঘাত করনি। এবং রউফ অবশ্যই মারা গেছে নিশ্চয়ই– পাহাড়ের পেছনে মরুভূমির মধ্যে লক্ষ্য ঠিক করে গুলি ছোঁড়ার সময় তুমি যেমন দেখা যেত যে, তোমার গুলি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। হ্যাঁ, এখন তুমি খবর–কাগজের সম্পাদকদের কাছে চিঠি লিখতে পার; "কেনো রউফ ইলওয়ানকে খুন করেছি।" বেঁচে থাকার যে–অর্থ হারিয়ে ফেলেছে তাহলে তা আবার ফেরত পাওয়া যাবে। যে গুলি রউফ ইলওয়ানকে হত্যা করেছে একই সময় সে তোমার অপচয় ও ব্যর্থতা বোধেরও অপনোদন করবে। নৈতিকতাবিহীন পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণবিহীন মহাবিশ্বের মতো। যে–মরণের কোনো একটা অর্থ আছে তেমন মরণের চেয়ে বেশি আর কোনো কিছুই আমি চাই না, কোনো কিছুর প্রত্যাশা করি না।

অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে খাবার ও পানীয় নিয়ে নূর ফিরে এলো। যথারীতি সায়ীদকে চুমু খেয়ে তার অভ্যর্থনার মিষ্টি হাসি হাসতে গিয়ে সায়ীদের উর্দির প্যান্টের ওপর গিয়ে নূরের চোখ আটকে গেলো। প্যাকেটটি সোফার ওপর রেখে, প্যান্ট হাতে তুলে নিয়ে খুলে সায়ীদের দিকে মেলে ধরলো।

"এ যে রক্ত!" নূর বললো।

সায়ীদ প্রথমবারের মতো ব্যাপারটি খেয়াল করলো। "সামান্য একটু চোট লেগেছে," ওকে পা দেখিয়ে সায়ীদ বললো। "ট্যাক্সির দরোজার সাথে ধাক্কা লেগেছিলো।"

"নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ উদ্দেশে ঐ উর্দি পরে তুমি বেরিয়েছিলে! তোমার পাগলামীর কোনো সীমা–পরিসীমা নেই। তুমি আমায় উৎকণ্ঠায়ই মেরে ফেলবে!"

"সামান্য একটু কফির গুঁড়ো লাগালে বেলা ওঠার আগেই এই ক্ষত সেরে যাবে।"

"অর্থাৎ, আমার আত্মা ওঠার আগে! তুমি তো আমাকে খুন করে ফেলছো। হায়রে, কখন শেষ হবে এই দুঃস্বপ্ন?"

হঠাৎ কোথেকে যেন অনেক শক্তির সরবরাহে বলীয়ান হয়ে ক্ষতস্থানে গুঁড়ো কফি লাগিয়ে যে কাপড় দিয়ে পোশাক তৈরি করেছিলো তা থেকে একটি টুকরো ছিঁড়ে তা দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিলো নূর; কাজ করতে করতে সে তার বদনসীব সম্পর্কে অনবরত অনুযোগ করছিলো।

"তুমি গোসল করে আসো না কেনো?" সায়ীদ বললো। "তাহলে অনেক ভালো লাগবে।"

"ভালো মন্দের তুমি কিছুই বোঝ না," এই ঘর থেকে চলে যেতে যেতে নূর বললো।

নূর আবার যতক্ষণে শোবার ঘরে ফিরে এলো, সায়ীদ ওয়াইনের একটা বোতলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক তৃতীয়াংশ ততক্ষণে শেষ করে ফেলেছে এবং তখন তার মানসিক ও স্নায়ুর অবস্থা উন্নততর।

নূর বসলে সায়ীদ বললো, "তুমিও একটু পান কর! যাই হোক, পুলিশের দৃষ্টির বাইরে, একটি সুন্দর নিরাপদ স্থানে, এইখানে আমি সুস্থ অবস্থায় বসে আছি!"

ভেজা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নূর বললো, "আমার খুব খারাপ লাগছে।"

"যাই হোক, ভবিষ্যত কে নির্ধারণ করতে পারে বলো?" আরেক ঢোক গিলে সায়ীদ বললো।

"আমাদের নিজেদের কার্যক্রমই কেবল তা পারে।"

"কিছুই না, একদম কোনো কিছুই নিশ্চিত না। শুধু আমার সঙ্গে তোমার এই থাকা ছাড়া এবং এ ছাড়া আমারও কিছুতেই চলবে না।"

"এখন তুমি তাই বলছো!"

"আমার আরও বলার আছে। পেছনে ধাওয়া করে আসা গুলির ভীতি নিয়ে বাইরে থাকার পর তোমার সঙ্গে এখানে থাকা বেহেশতে থাকারই মতো।" রাতে নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলার মতো উত্তরে তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছিলো অনেক গভীর; এবং সায়ীদ বলে বসলোঃ

"তুমি সত্যিই আমার প্রতি অনেক সদয়। তোমাকে এইটুকু অন্তত জানাতে চাই যে, আমি কৃতজ্ঞ।"

"কিন্তু আমি এতো উদ্বিগ্ন। আমি শুধু এইটুকুই চাই যে, তুমি নিরাপদে থাকো।"

"এখনও আমাদের সুযোগ আসবে।"

"পালাও! আমরা কেমন করে পালাতে পারি সেদিকে মন দাও।"

"হ্যাঁ, তা দেব। কিন্তু সারমেয় সকলের চোখ বন্ধ করার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

"কিন্তু তুমি এতো বেখেয়ালীভাবে বাইরে যাও! তুমি তোমার স্ত্রী এবং ঐ লোকটিকে খুন করার চিন্তায় একদম আচ্ছন্ন হয়ে আছো। তাদেরকে তো মারতে পারবে না, শুধু নিজের ধ্বংসই ডেকে আনবে তুমি।"

"শহরে কি কি শুনলে?"

"যে ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে সে তোমার পক্ষে। কিন্তু সে বলেছে যে, তুমি এক নির্দোষ নিরীহ বেচারাকে মেরে ফেলেছো।"

সায়ীদ রাগে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলো এবং কোনো রকম অনুতাপ চাপা দেয়ার জন্য ঢক ঢক করে অনেকখানি পান করে ফেলে ইশারায় নূরকেও তাই করতে বললো। সেও গ্লাশ উঠিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালো।

"আর কি শুনলে?" সায়ীদ বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"যে-হাউস বোটে সন্ধ্যা কাটিয়েছি সেখানে একটি লোক মন্তব্য করছিলো যে, তুমি একটি উত্তেজক হিশেবে কাজ করো, মানুষের একঘেঁয়েমি কাটাতে সাহায্য করো।"

"উত্তরে তুমি কি কি বললে?"

"কিছুই না," ঠোঁট উল্টে নূর জবাব দিলো। "কিন্তু আমি একদিকে তোমার সমর্থন যুগিয়ে যাই, আর অন্যদিকে তুমি নিজের ব্যাপারে কোনো খেয়ালই করো না। আমাকে তুমি ভালোও বাসো না। কিন্তু আমার কাছে নিজের জীবনের চেয়ে তুমি অনেক বেশি মূল্যবান; একমাত্র তোমার বাহুবন্ধন ছাড়া সমস্ত জীবনে আমি আর কোনো সুখ পাইনি। কিন্তু আমাকে ভালোবাসার চেয়ে তুমি বরং নিজেকে ধ্বংস করে ফেলতে বেশি মনোযোগী।" গ্লাশ হাতে থাকা অবস্থায় এবার সে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সায়ীদ ওকে জড়িয়ে ধরলো। "আমার কথার আর কোনো নড়চড় হবে না," ফিসফিসিয়ে সে বললো। "এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আমরা চিরকাল একসঙ্গে থাকবো।"

পনেরো

আহ্, কি বিশাল শিরোনাম আর নাটকীয় সব ছবি! স্পষ্টতই এটা ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-নিবন্ধ। রউফ ইলওয়ানের একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং সে তাতে বলেছে যে, সে যখন ছাত্রাবাসে থাকতো সায়ীদ মাহরান তখন সেখানে চাকরের কাজ করতো এবং সেজন্য তার খুব খারাপ লাগতো এবং পরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সায়ীদ তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে সে তাকে সাহায্য করেছিলো যাতে সে নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে পারে; সে আরো বলেছে যে, ঐ রাতেই সায়ীদ তার বাড়িতে ডাকাতি করতে এলে সে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে, কিন্তু দয়া পরবশ হয়ে সামান্য কিছু বকাঝকা করে তাকে ছেড়ে দেয়। এবং তারপর সেই সায়ীদই আবার তাকে মেরে ফেলতে এসেছে।

কাগজগুলো সায়ীদকে একটি ক্ষমতালোভী রক্তপিপাসু উন্মাদ বলে অভিযুক্ত করলো। তার স্ত্রীর অসতীত্ব তার মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছে, ওরা বলছে এবং সে কারণেই সে এখন নির্বিচারে খুন করে চলেছে। রউফকে স্পষ্টতই ছোঁয়াও যায়নি, কিন্তু হতভাগা দারোয়ানটা মারা গেছে। আরেক নির্দোষ বেচারা মারা পড়লো।

'গোল্লায় যাক সব!' খবর পড়তে-পড়তে সায়ীদ অভিশাপ দিয়ে উঠলো।

এবার কানে তালা লাগাবার মতো হৈ-হট্টগোল শুরু হলো চতুর্দিকে।

তার সম্পর্কে কোনো সংবাদ দিতে পারলেও এক মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করা হলো এবং তার প্রতি কোনো রকম সহানুভূতি দেখানোর বিপক্ষে সতর্ক করে দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাগজে-কাগজে নিবন্ধ লেখা হলো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সে ভাবলো, তুমিই আজকের সবচেয়ে গরম খবর।

এবং তোমাকে না মেরে ফেলা পর্যন্ত তুমি সবচেয়ে গরম খবর হয়েই থাকবে। তুমি এখন ভীতি ও আকর্ষণের উৎস- প্রকৃতির কোনো খেয়ালী সৃষ্টির মতো-এবং একঘেঁয়েমিতে দমবন্ধ হয়ে-আসা তোমার কারণেই এখন আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে। আর তোমার রিভলবার, সে যে শুধু নিরীহ লোকদেরই মারবে সেটা এখন সুস্পষ্ট। ওর শেষ শিকার তুমি নিজেই হবে।

'একি তাহলে পাগলামী ?' প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রায় দম বন্ধ হয়ে সে নিজেকে জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ, তুমি সব সময়ই, এমনকি ভাঁড় হিশেবে হলেও, একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে চেয়েছো। ধনীদের বাড়িতে তোমার সফল অভিযানগুলো কড়া মদের মতো তোমার অহংকারপূর্ণ মাথাটাকে নেশার ঘোরে ভরিয়ে দিয়েছে। এবং রউফের সেই সমস্ত কথা যা তুমি বিশ্বাস করেছো, যদিও সে বিশ্বাস করেনি --সেই কথাগুলোই তোমার মাথা খেয়েছে, তোমাকে মেরে লাশ করে ছেড়েছে!

এই রাতে সে সম্পূর্ণ একাকী। একটা বোতলের তলায় সামান্য একটু মদ তখনও অবশিষ্ট ছিলো। সেটুকু শেষ ফোঁটা পর্যন্ত সে নিঃশেষে পান করলো। প্রতিবেশী কবরগুলোর নীরবতায় আবৃত হয়ে অন্ধকার ঘরে একা দাঁড়িয়ে, সামান্য একটা নেশা-নেশা ভাবের মধ্যে তার মনে হতে লাগলো যে, সত্যিই সে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠবে, মনে হলো, মৃত্যু সম্পর্কেও সে বেপরোয়া হতে পারে। নিজের অন্তর্লোকের রহস্যময় সংগীতধ্বনি তাকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুললো।

''একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি আমাকে এই সময়ের সবচেয়ে অলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে!'' আঁধারের কাছে সে ঘোষণা করলো।

বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে গোরস্থানের ওপর দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে চাঁদের আলোয় প্রশান্তভাবে শুয়ে-থাকা কবরের সারি তার চোখে পড়লো।

"ওহে, বাইরের তোমরা সব বিচারকগণ, ভালো করে আমার কথা শোনো" সে বললো। "আত্মপক্ষ আমি নিজেই সমর্থন করবো ঠিক করেছি।"

কক্ষের মাঝামাঝি জায়গায় আবার ফিরে গিয়ে সে গায়ের জামাটা খুলে ফেললো। কক্ষটা বেশ গরম, মদও তার গায়ের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যান্ডেজের নিচে ক্ষতস্থানটি টাটাতে শুরু করলো, কিন্তু এই ব্যথায় বোঝা গেলো যে, ক্ষতটা শুকোতে শুরু করেছে।

"এই কাঠগড়ায় আগে যারা দাঁড়িয়েছে," আঁধারের দিকে চেয়ে সে বললো, "সে রকম আর পাঁচজনের মতো আমি নই। আসামীর শিক্ষার ব্যাপারটিকে আপনাদের বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে। আসল ব্যাপার এই যে, আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আর আপনারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা নন, এ ছাড়া আমার ও আপনাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবং সে পার্থক্য শুধুই ঘটনাচক্রে তৈরি হয়েছে, এর সত্যিকারের কোনো গুরুত্ব আদৌ নেই। কিন্তু যা সত্যি হাস্যকর তা এই যে, আসামীর স্বনামখ্যাত শিক্ষক একটি বিশ্বাসঘাতক বদমাশ! এই ঘটনায় আপনারা অবাক হয়ে যেতে পারেন। এটা, যা হোক, হতে পারে যে, যে–রজ্জু বাতির মধ্যে বিজলি বয়ে নিয়ে যায় তা নোংরা, মাছির বিষ্ঠার ফুটকিযুক্ত।"

একটা সোফার কাছে গিয়ে সে তার উপর শুয়ে পড়লো। দূর থেকে একটা কুকুরের ঘেউ–ঘেউ শব্দ ভেসে আসছিলো।

তথাকথিত গণহিতের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন হওয়া সত্ত্বেও তোমার ও তোমার বিচারকদের মধ্যে যেখানে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিরাজমান, সেখানে কেমন করে তুমি তোমার কথা তাদেরকে গ্রহণ করাবে? তারা তো বদমাশটার আত্মীয়, অথচ তোমার ও তাদের মধ্যে শতবর্ষের ব্যবধান। তোমাকে তাহলে নিহত লোকটিকেই সাক্ষী মানতে হবে। তোমাকে জোর দিয়ে বলতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতাই গোপন ষড়যন্ত্রে পরিণত হয়েছে : "আমি রউফ ইলওয়ানের চাকরকে হত্যা করিনি। যে–লোককে আমি চিনি না এবং সে–ও চেনে না, তাকে কেমন করে খুন করা যায় ? রউফ ইলওয়ানের চাকর এই সহজ কারণেই নিহত হয়েছে যে, সে রউফ ইলওয়ানের চাকর। গতকাল তার আত্মা আমার সাথে দেখা করতে এলে লাফ দিয়ে উঠে লজ্জায় আমি পালাতে যাই, কিন্তু সে আমাকে বলে যে, ভুলে এবং কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়াই অহরহ হাজার–হাজার লোক নিহত হচ্ছে।"

হ্যাঁ, এই কথাগুলো চকচক করবে; 'সম্পূর্ণ নির্দোষ' রায় পেয়ে তারা গৌরবমন্ডিত হবে। যা বলো সে সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত। এবং এ সব বাদ দিলেও, তোমার পেশা যে আইনসঙ্গত, চিরকাল এবং সব জায়গায় এটা যে ভদ্রলোকদের পেশা এবং– হ্যাঁ–সত্যিকারের মিথ্যা মূল্যবোধ সেইগুলোই যা তোমার জীবনকে মূল্যায়ন করে পয়সায় আর মৃত্যুকে হাজার টাকায়– এ কথা তারা অন্তরের গভীরে বিশ্বাস করবে। ডান দিকে বসা বিচারক তোমার দিকে চোখ টিপছে; সাবাস!"

"ফাসির জল্লাদের কাছ থেকে শেষ ইচ্ছা হলেও, এমনকি আমার মেয়েকে দেখতে চাওয়ারও আগে, আমি রউফ ইলওয়ানের গর্দান চাইবো। দিন–মাস দিয়ে জীবন গণনা পরিত্যাগ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। নির্জন একাকিত্বে বৃষ্টির মতো যে উত্তেজনা ঝরে পড়ে, তারই জোরে বেঁচে থাকে আমার মতো পুলিশতাড়িত লোক।"

সানার নিরুত্তাপ জড়তার চেয়ে আদালতের রায় অধিকতর নিষ্ঠুর হবে না। জল্লাদ মারার আগেই ও তোমাকে মেরে ফেলেছে। মৃত্যুর আকাঙ্খার মতোই তোমার প্রতি হাজারো মানুষের সহানুভূতি নির্বাক, অক্ষম। তাদের সর্বোচ্চ মনিব হওয়া সত্ত্বেও বন্দুকের এই ভুলটিকে তারা কি ক্ষমা করবে না ?

"আমাকে যে খুন করবে সে এই হাজার–হাজার লোককেই খুন করবে। আমি

www.BanglaBook.org

আশা এবং স্বপ্ন, ভীরুদের মুক্তি; আমি ন্যায়–নীতি, সান্ত্বনা, ক্রন্দনরতকে যে বিনয়ী হতে শেখায় সেই অশ্রু আমি। আমাকে পাগল বলে ঘোষণা করা যাদের মধ্যে স্নেহ ভালোবাসা আছে তাদের সবাইকে পাগল বলার নামান্তর। এই উন্মাদনাকর ঘটনার কারণগুলো পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে, যেমন ইচ্ছা তেমন রায় দিন!"

তার মাথার ঝিমঝিমানি বেড়ে গেলো।

এর পরেই রায় ঘোষণা করা হলো; সে সব অর্থেই একজন সত্যিকারের মহামানব। বাইরের ঐ কবরগুলোর সাথে সহানুভূতির একাত্মতায় তার মহত্ব সাময়িকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার মহত্বের গৌরব চিরকাল, এমনকি তার মৃত্যুর পরেও, বেঁচে থাকবে। গাছের শেকড়, প্রাণীর জীবকোষ এবং মানুষের হৃদয় থেকে যে–শক্তি প্রবাহিত হয় তারই আশীর্বাদপুষ্ট এর তেজ।

অবশেষে ঘুম তার দখল নিয়ে নিলো, যদিও ঘরভরা উজ্জ্বল আলোয় জেগে উঠে নূরকে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখেই সে তা বুঝতে পারলো। ওর চোখ দুটো ভীষণ ক্লান্ত, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে এবং কাঁধ কুঁজো হয়ে আছে। হতাশার মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি যেন ও। গন্ডগোলটা কোথায় তা এক পলকেই বুঝে গেলো সায়ীদ; তার সাম্প্রতিকতম অভিযানের কাহিনী সে শুনেছে এবং এতে গভীরভাবে ধাক্কা খেয়েছে সে।

"আমি যা কল্পনা করেছি তুমি তারও চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর," নূর বললো। "আমি তোমাকে একদম বুঝিই না। কিন্তু দোহাই খোদার, দয়া করে আমাকেও মেরে ফেল।' সায়ীদ সোজা হয়ে উঠে সোফার উপর বসলো, কিন্তু কোনো কথা বললো না। "কেমন করে খুন করতে হবে সেই চিন্তায়ই তুমি ব্যস্ত, কেমন করে পালাবে সে চিন্তায় নয়। ফলে তুমি নিজেই মারা পড়বে। তুমি কি মনে করো যে শহরের রাস্তাভর্তি সৈন্যসামন্তসহ পুরো সরকারকে তুমি পরাজিত করতে পারবে ?"

"বসো, ঠান্ডাভাবে ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক।"

"ঠান্ডা হয়ে কিভাবে বসবো ? আর আলোচনাই বা কি করবো ? সবই তো এখন শেষ। মেহেরবানী করে এখন আমাকেও মেরে ফেল!"

"আমি কখনই চাই না যে, তোমার কোনো ক্ষতি হোক," সে শান্ত ও স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললো।

"তোমার একটা কথাও আর কোনোদিন বিশ্বাস করবো না। দারোয়ানদের তুমি কেনো খুন করো?"

"ওর কোনো ক্ষতিই আমি করতে চাইনি!" রাগত স্বরে সায়ীদ বললো।

"আর বাকি জন ? এই রউফ ইনডিয়ানটি কে ? তার সাথে তোমার সম্পর্কটা কি ? তোমার বউয়ের সাথে তার কি কোনো সম্পর্ক ছিলো ?"

"কী হাস্যকর ধারণা," প্রায় কাশির মতো শব্দে শুকনো হাসি হেসে সায়ীদ বললো। "না, অন্য কারণ আছে। সেও বিশ্বাসঘাতক, তবে অন্য ধরনের। সব আমি তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

"কিন্তু অত্যাচার করে তুমি আমাকে মেরে ফেলতে তো পারো।"

"ঠিক একটু আগেই তো বলেছি, বসো, ঠান্ডাভাবে আলাপ করা যাক।"

"তুমি এখনও সেই কুত্তী, তোমার স্ত্রীকে ভালোবাসো, কিন্তু তা সত্ত্বেও দোজখের আগুনের যন্ত্রণায় আমাকে পুড়িয়ে মারছো।"

"নূর," অনুনয়ের সুরে ও বললো, "দয়া করে আমাকে যন্ত্রণা দিও না। এমনিতেই আমার মন ভীষণ খারাপ।"

আগে কখনও না–দেখা কষ্ট সায়ীদের মধ্যে লক্ষ্য করে নূর কথা বলা বন্ধ করলো। "মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনশটিই মরে যেতে বসেছে," ব্যথিত চিত্তে অবশেষে সে বললো।

"এ কেবল তোমার কল্পনা, তোমার ভয়। আমার মতো জুয়াড়িরা কখনও পরাজয় মেনে নেয় না। এক সময় সেটা আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবো।"

"কখন হবে সেটা ?" শান্তভাবে নূর জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি যা ভাবতে পারো তার চেয়ে তাড়াতাড়িই হবে," সীমাহীন আত্মবিশ্বাসের ভান করে সায়ীদ উত্তর দিলো।

ওর দিকে ঝুঁকে হাত ধরে টেনে ওকে বসালো সায়ীদ। তারপর ওর মুখে মুখ ঘষলে ঘাম আর মদের গন্ধ পেলো। কিন্তু তাতে কোনো বিরক্তি বোধ না করে সত্যিকারের স্নেহের সাথে সায়ীদ ওকে চুমু খেলো।

ষোলো

রাত প্রায় ভোর হয়ে এলো, কিন্তু নূর তবুও ফেরেনি। অন্তহীন অপেক্ষা আর উদ্বেগ তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, নিদ্রাহীনতার ঢেউ এসে মগজে হানছে আঘাত এবং ফিকে অন্ধকার দু'ফাঁক হয়ে তার মধ্য থেকে প্রজ্জ্বলিত একটি প্রশ্ন দেখা দিলো। এও কি সম্ভব যে, প্রতিশ্রুত পুরস্কার নূরের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে ?

সন্দেহ এখন তার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত সংক্রামিত করে ফেলেছে ঃ ধুলিঝড়ে ধুলার আদিগন্ত ব্যাপ্তির মতো তার দিব্যদৃষ্টিতে এখন অসতীত্বের বিশাল বিস্তৃতি। তার মনে পড়লো, সে এক সময় কত নিশ্চিত ছিলো যে সারাইয়া তারই, কিন্তু সে হয়তো আসলে কোনোদিনই, এমনকি প্রথম দিককার সেই নির্জন খেঁজুরগাছের তলায়ও তাকে আদৌ ভালোবাসেনি।

কিন্তু নূর তার সাথে নিশ্চয়ই কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, পুরস্কারের লোভে পুলিশে ধরিয়ে দেবে না। এই সমস্ত টাকা–পয়সার ব্যাপারে নূরের এখন আর কোনো লোভ নেই। জীবনে এখন সে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। সে এখন কারো সাথে খাঁটি একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালোবাসার সম্পর্ক কামনা করে। ওকে এমন করে সন্দেহ করার জন্য নিজের অপরাধ বোধ করা উচিৎ।

নূরের অনুপস্থিতির উদ্বেগ রয়েই যাচ্ছে। তোমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং এই সীমাহীন অপেক্ষা তোমাকে কাবু করে ফেলছে, সে নিজে নিজে বললো।

এ ঠিক সেই সময়টির মতো যখন খেঁজুরগাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি নবাইয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিলে এবং সে শেষ পর্যন্ত এলো না। ধৈর্যহারা হয়ে দাঁতে আঙুলের নখ কাটতে কাটতে বুড়ী তুর্কী মহিলার বাড়ির চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিলে আর উদ্বেগে প্রায় এমন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলে যে, ঐ মহিলার দরোজায় প্রায় ধাক্কা মারার যোগাড় হয়েছিলো। এবং অবশেষে সে যখন বেরিয়ে এলো তখন আনন্দের উত্তেজনায় থরথর করে সে কি কাঁপন—তোমার সারাশরীর পল্লবিত করে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গিয়ে তোমাকে যেন শ্রেষ্ঠতম বেহেশতে পৌঁছে দিয়েছিলো।

সে ছিলো অশ্রু ও হাসির দিন, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, বিশ্বাস ও সীমাহীন আনন্দের সময়। এখন আর খেঁজুরগাছের তলার সেই দিনগুলোর কথা মনে করো না। চিরতরেই তা বিদায় নিয়েছে, রক্ত, গুলি ও উন্মাদনার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এখানে অপেক্ষা করে, এই প্রায়—হত্যাকারক শ্বাসরুদ্ধকর অন্ধকারে বসে, এখন তুমি কী করবে শুধু তাই চিন্তা করো।

সে শুধু এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারলো যে, নূর ফিরে এসে তাকে ক্ষুধা–তৃষ্ণা ও অন্ধকার একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে চায় না। অনুশোচনা ও হতাশার তুঙ্গে পৌঁছে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়লো অবশেষে। আবার যখন সে চোখ খুললো তখন বেলা অনেক উপরে উঠে গেছে এবং বদ্ধ ঘরের দরোজা–জানালা চুঁইয়ে যে–উত্তাপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে তা সে অনুভব করলো। বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে সে দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে ঢুকে দেখলো যে, আগের দিন নূর যা যেখানে যেভাবে রেখে গেছে সব অবিকল সেভাবেই পড়ে আছে। অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি সারাটা ফ্লাটই সে একবার ঘুরে এলো। স্পষ্টতই নূর ঘরে ফেরেনি। কোথায়, সে ভাবলো, নূর রাত কাটাচ্ছে পারে? কি কারণে সে আসতে পারলো না? এবং কতো সময় ধরে এই নির্জন একাকিত্বের যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হবে?

উদ্বিগ্ন মানসিক অবস্থা সত্ত্বেও সে ক্ষুধার সুস্পষ্ট যন্ত্রণা অনুভব করে রান্নাঘরের দিকে গেলো। গতরাতের না–ধোয়া প্লেটে রুটির কিছু টুকরা, হাড্ডির সাথে লাগানো ছিটে–ফোঁটা মাংস ও কিছু শাক সে দেখতে পেলো। সে গোগ্রাসে সব খেয়ে ফেললো এবং প্রায় কুকুরের মতো করে হাড্ডিগুলো চিবালো। তারপর সারাদিন পড়ে–পড়ে চিন্তা করতে লাগলো, নূর কেনো ফিরলো না, এবং আদৌ সে ফিরবে কি–না। সারাদিন ঘরময় উঠ–বস আর পায়চারী করে বেড়ালো। এর মধ্যে একঘেঁয়েমি কাটাবার একটাই বিষয়, আর তাহলো বদ্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের গোরস্থানের দিকে চেয়ে নতুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাদের কবর দেয়া হচ্ছে তা দেখা এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে কবরের সংখ্যা একবার গুণে আবার তা নতুন করে গোনা। আবার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, কিন্তু নূর তবুও ফিরলো না।

একটা না-একটা কারণ অবশ্যই থাকতে হবে। কোথায় সে থাকতে পারে? রাগ, উদ্বেগ এবং ক্ষুধা তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে মনে হলো। নূর নিঃসন্দেহে কোনো অসুবিধায় আছে, কিন্তু সে সমস্যা যা-ই হোক, তা থেকে মুক্তি পেয়ে অবশ্যই ওকে ফিরে আসতে হবে। না-হলে তার নিজের কি হবে?

রাত দুপুরের পর আস্তে করে ফ্লাট থেকে বেরিয়ে পতিত ভূমি অতিক্রম করে সে টারজানের রেস্তোরাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। আগের ঠিক করা জায়গায় পৌঁছে সে তিনবার শিষ দিয়ে টারজানের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো।

"অতিমাত্রায় সাবধান হতে হবে," হাত মেলাতে-মেলাতে টারজান বললো, "চরেরা সবখানেই নজর রাখছে।"

"আমাকে কিছু খেতে দাও!"

"কি বলো! কিছু খাওনি তাহলে!"

"হ্যাঁ, কোনো কিছুই তোমাকে আর অবাক করে না, তাই না?"

"এখনই আমি বেয়ারাকে তোমার জন্য রান্না করা মাংস আনতে বলে দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি, তোমার পক্ষে এখন বাইরে বেরোনো সত্যি খুব বিপদজনক।"

"আহ্-হা, আগে তোমার-আমার সবচেয়ে অধিকতর ঝামেলা গেছে।"

"আমার তা' মনে হয় না। তোমার শেষের আক্রমণটা সমস্ত দুনিয়াকে ওলট-পালট করে তোমার ওপর চেপে বসিয়ে দিয়েছে।"

"দুনিয়া সব সময়ই ওলট-পালট ছিলো।"

"কিন্তু এতো গুরুত্বপূর্ণ একটা লোককে আক্রমণ করা তোমার মারাত্মক ভুল হয়েছে।"

তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলে সায়ীদ একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পরে খাবার পৌঁছুলে এখন পূর্ণিমার আলোয় বালুর ওপর বসে সায়ীদ গপাগপ করে তা সাবাড় করে ফেললো। ছোট্টো টিলার ওপর অবস্থিত টারজানের রেস্তোরাঁ থেকে ঠিকরে পড়া আলোর দিকে চেয়ে সায়ীদ ভাবলো যে ওখানে কক্ষের মধ্যে বসে খদ্দেররা এখন কতো গল্প-গুজব করছে। না, একা থাকতে তার সত্যি ভালো লাগে না। অন্যের সাথে বসলে তার নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হয় ঃ বন্ধুত্ব, নেতৃত্ব, এমনকি বীরত্বের জন্য তার বিশেষ মেধা রয়েছে। এ সমস্ত ছাড়া জীবন একেবারেই বিস্বাদ, আলুনি। কিন্তু নূর এখনও পর্যন্ত কি ফিরে এলো? সে কি আদৌ ফিরে আসবে? বাসায় ফিরে গিয়ে সে কি ওকে দেখতে পাবে, নাকি আবার সেই আততায়ী নিঃসঙ্গতা আবার তাকে চেপে ধরবে?

অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে হেঁটে ঝোপের দিকে এগোলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শহীদের মাজারের দক্ষিণ দিক ঘুরে যে-রাস্তা গেছে তা' ধরে ফ্লাটে ফেরার পরিকল্পনা নিয়েই সে ঐ দিকে গেলো। ঝোপের শেষপ্রান্তে, ঠিক যেখানটিতে বসে সে বায়াযাকে আটকেছিলো, সেখানটায় পৌঁছতেই মনে হলো মাঠ ফেঁড়ে দুটি মূর্তি বেরিয়ে তার দুপাশে দাঁড়ালো।

"খবরদার, এক পা নড়বে না!" শহরায়িত গেঁয়ো উচ্চারণে তাদের একজন ভারি গলায় বললো।

"তোমার পরিচয়পত্র দেখি!" অন্যজন ঘোঁত করে উঠলো।

প্রথমজন ওর মুখের ওপর টর্চ মারলে আলো থেকে চোখ বাঁচানোর মতো মাথা নিচু করে রাগত স্বরে সায়ীদ জানতে চাইলো, "নিজেদেরকে তোমরা কি ভাবো? উত্তর দাও, শিগগির !"

ওর ঔদ্ধত্য সুরে ওরা হকচকিয়ে গেলো; টর্চের আলোয় এবার তারা ওর উর্দি দেখতে পেলো।

"আমি সত্যি খুব দুঃখিত, স্যার," প্রথম লোকটি বললো। "গাছের ছায়ায় আপনি কে তা' আমরা দেখতে পাইনি।"

"কিন্তু তোমরা কারা ?" স্বরে আরো রাগ চড়িয়ে সায়ীদ চিৎকার দিয়ে বললো।

"আমরা আল-ওয়েলী স্টেশন থেকে আসছি, স্যার," তারা ঝটপট উত্তর করলো।

টর্চের আলো আর জ্বলছে না, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটি যে খুব উৎসুক দৃষ্টিতে সায়ীদের দিকে চেয়ে মনে হলো হঠাৎ কোনো সন্দেহ করেছে তার মুখের প্রকাশভঙ্গিতে। সায়ীদ অস্বস্তিকর কিছু দেখতে পেলো। অবস্থা তার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে এই আশংকায় সায়ীদ নির্দ্বিধায় এবং সবশক্তি সহযোগে তাড়াতাড়ি দু'জনের দিকে সরে গেলো, এবং সোজা হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার আগে তাদের চিবুকে, পেটে ঘুষির পর ঘুষি মেরে তাদেরকে একদম বেহুঁশ করে ফেললো সায়ীদ। তারপর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়ে সে-স্থান ত্যাগ করলো সে। শারীয়া নাজমদ্দীনের কোণায় এসে থেমে পেছন ফিরে কেউ অনুসরণ করছে না এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে সে ফ্লাটে পৌঁছালো।

যাবার সময় যেমন খালি রেখে গিয়েছিলো ফ্লাটে ফিরে সে তাই তেমনি খালিই দেখতে পেলো, শুধু পার্থক্য এইটুকু যে এখন অরও অধিকতর একাকিত্ব, একঘেঁয়েমি ও উদ্বেগ তার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছিলো। গায়ের জ্যাকেটটি খুলে ফেলে অন্ধকারের মধ্যেই একটা সোফার ওপর ধপাস করে বসে পড়লো। তার নিজের বিষণ্ন স্বরই শ্রুতিগোচর হয়ে তার কানে এসে বাজলো ঃ "নূর, কোথায় তুমি?"

এটা খুব পরিষ্কার যে, ওরের একটা কিছু হয়েছে। পুলিশ কি তাকে গ্রেপ্তার করলো? কোনো গোঁয়ার প্রকৃতির লোক কি তাকে আক্রমণ করলো ? কোনো একটা অসুবিধায় সে অবশ্যই আছে। আবেগ ও ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে এটুকু বলছো এবং তার মনে হলো যে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নূরকে সে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না এই চিন্তা মাথায় আসতেই হতাশায় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। এটা শুধু এই কারণেই নয় যে, শিগগিরই তাকে লুকানোর একটা নিরাপদ জায়গা হারাতে হবে, বরঞ্চ সে স্নেহ ও সাহচর্য হারিয়েছে এই বেদনাবোধই তাকে অধিকতর উতলা করে তুললো। আঁধারে সে (নূর) তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলো সায়ীদ–নূর, তার সমস্ত হাসি ও ঠাট্টা, তার সমস্ত ভালোবাসা ও অশান্তি নিয়ে–এবং ভয়ংকর এক হতাশাবোধের মধ্যে সে উপলব্ধি করলো যে, সে যা কল্পনা করতে পারেনি তার চেয়ে তার মনের অনেক গভীরে নূর প্রবেশ করেছে, সে তারই একটি অংশ হয়ে গেছে যেন এবং সর্বনাশের গভীর অতলের কিনারে টলটলায়মানতার এই ছিন্নভিন্ন জীবন থেকে ওর কখনও সরে যাওয়া উচিৎ হয়নি। আঁধারে চোখ বুঁজে, সে নীরবে স্বীকার করলো যে, সে নূরকে ভালোবাসে এবং তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য সে তার নিজের জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করবে না। তারপর একটা চিন্তায় সে রাগে গড়গড় করে উঠলো ঃ "এবং তা সত্ত্বেও তার মৃত্যু কি কোথাও সামান্য একটু আলোড়নও তুলবে?"

না, অবশ্যই না। উদাসীন অথবা শত্রুভাবাপন্ন ঢেউ–এর সাগরে ভাসমান, রক্ষকবিহীন এক অতি সাধারণ মহিলা এই নূরের মৃত্যুতে শোকের একটু বাহানাও কেউ কোথাও করবে না। এবং সানাও হয়তো একদিন আবিষ্কার করবে যে, তাকে দেখাশুনা করার মতো কেউ কোথাও নেই। এই চিন্তা তাকে ভীত এবং রাগান্বিত করে তুললো এবং অজানাকে যেন হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে এমনি করে রিভলবারটি শক্ত করে ধরে সামনে অন্ধকারের দিকে তাক করলো। গভীর হতাশায়, আঁধার ও নীরবতায় বিকারগ্রস্ত হয়ে সে ডুকরে কেঁদে উঠলো; এবং অনেক গভীর রাতে ঘুম এসে তাঁকে আবৃত না–করা পর্যন্ত সে একটানা ফুঁপিয়ে কাঁদলো।

সে আবার যখন চোখ খুললো তখন চারদিকে দিনের আলো। সে বুঝতে পারলো দরোজায় কারো করাঘাতে তার ঘুম ভেঙেছে। বিপদের আশঙ্কায় সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ পায়ে আঙুলের ওপর ভর করে ফ্লাটের সদর দরোজার সামনে গেলো। দরোজায় তখনো একটানা ধাক্কা পড়ছিলো।

"নূর ভাবী ! নূর ভারী !" একটি মহিলা কণ্ঠ জোরে–জোরে ডাকছিলো।

মহিলাটি কে এবং কি সে চাইতে পারে? অন্য কামরা থেকে সে রিভলবারটি নিয়ে এলো। এবার সে একটি পুরুষের কণ্ঠ শুনতে পেলো ঃ "আচ্ছা, সে বেরিয়ে গেছে তাও হতে পারে।"

"না," মহিলাটিকে সে বলতে শুনলো, "দিনের এই সময়টাতে সে সব সময়ই বাড়িতে থাকে। এবং ভাড়া পরিশোধ করতে এর আগে সে আর কখনও দেরি করেনি।"

অতএব এ–তো বাড়িওয়ালি হবে নিশ্চয়ই। মহিলাটি বেশ জোরে দরোজায় একটা শেষ ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বললো, "আজ মাসের পাঁচ তারিখ এবং আমি আর অপেক্ষা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারবো না!"

তারপর গজগজ করতে-করতে সে এবং পুরুষ লোকটি হেঁটে চলে গেলো।

ঘটনাচক্র এবং পুলিশ উভয়ই এখন তার পেঁছনে লেগেছে। মহিলাটি অবশ্যই বেশী অপেক্ষা করবে না এবং যেভাবেই হোক শিগগিরই সে ফ্লাটের মধ্যে ঢুকবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে ভেগে যাওয়াই এখন তার জন্য সর্বোকৃষ্ট পন্থা।

কিন্তু কোথায় যাবে সে ?

সতেরো

শেষ বিকেলে এবং তারপর সন্ধ্যায় বাড়িওয়ালি আবার আসলো। "না, না, নূর আপা," শেষবার চলে যাওয়ার সময় সে বিড়বিড় করে বললো, "এ সবই এক সময় শেষ হতে হবে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

রাত দুপুরে সায়ীদ বেরিয়ে পড়লো। যদিও সবকিছুর ওপর থেকে তার বিশ্বাস উঠে গেছে, তবুও পায়চারি করতে বেরিয়েছে এমনিভাবে সাবধানে আস্তে-আস্তে পা ফেলে সে এগুতে লাগলো। একাধিকবার, যখনই এই চিন্তা তার মাথায় এসেছে যে চলমান পথিক কিংবা দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা চর হতে পারে, তখনই সে শেষবারের মতো বাঁচি-কি-মরি ধরনের যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেছে। গতকালের ঘটনার পর তার মনে সামান্যতম সন্দেহও ছিলো না যে, টারজানের রেস্তোরাঁর আশেপাশের সমস্ত জায়গায় পুলিশ দখল নিয়েছে। সুতরাং জবল সড়কের পথ ধরলো।

ক্ষুধায় তার নাড়িভুড়ি মনে হয় ছিঁড়ে যাচ্ছিলো। রাস্তায় বেরোনোর পর তার মনে হলো যে, চিন্তা-ভাবনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া পর্যন্ত শেখ আলী আল-জুনায়েদীর বাড়ি একটি সাময়িক আস্তানা হিশাবে কাজ করতে পারে। এই নিঃশব্দ বাড়ির উঠানে পা দেয়ার পরে তার মনে পড়লো যে, নূরের ফ্লাটের বসার ঘরে সে তার উর্দি ফেলে এসেছে। এই ভুলোমনের ওপর ক্ষেপে গিয়ে সায়ীদ বুড়োর ঘরে প্রবেশ করলো। কুপির আলোয় সে দেখতে পেলো যে নামাজের জন্য সংরক্ষিত কোণে শেখ শাহেব ফিসফিসানো স্বগতোক্তিতে সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন। পরিশান্ত সায়ীদ যে- দেয়াল সংলগ্ন জায়গায় তার বইগুলো রেখে গিয়েছিলো সেখানে গিয়ে বসে পড়লো।

'আচ্ছালামু আলাইকুম, শেখ শাহেব" বলে সায়ীদ তাকে সম্বোধন না-করা পর্যন্ত শেখ শাহেব তার শান্ত উচ্চারণ চালিয়ে গেলো।

তার স্বগতোক্তি বন্ধ না-করে কপালের কাছে হাত তুলে বুড়ো ছালামের উত্তর দিলো।

"শেখ, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে", সায়ীদ বললো।

মনে হলো স্বগতোক্তি বন্ধ করে শূণ্য দৃষ্টি দিয়ে সায়ীদকে দেখে চিবুক নেড়ে বুড়ো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে ইশারায় পাশের একটি টেবিলের দিকে যেতে বললো। সেখানে সায়ীদ কিছু রুটি ও ডুমুর দেখতে পেলো। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে গপাগপ করে সবটা খেয়ে ফেলে তবুও ক্ষুধার্ত চোখ নিয়ে শেখের দিকে তাকালো।

"তোমার কাছে কি টাকা-পয়সা একদম নেই?" প্রশান্তভাবে শেখ বললো।

"হ্যাঁ, আছে।"

"তাহলে কিনে কিছু খেয়ে আসো না কেন ?"

সায়ীদ এর পর ধীর পায়ে ফিরে গিয়ে পূর্বের জায়গায় বসলো। শেখ খানিকক্ষণ তাকে ভালো করে দেখলো; তারপর বলে উঠলো, "কখন তুমি থিতু হয়ে বসবে বলে মনে করো ?"

"এ পারে বসে আর তা হবে না।"

"সেই জন্যই টাকা থাকতেও তুমি ক্ষুধার্ত।"

"তবে তাই হোক।"

"আমার কথা যদি ধর," শেখ মন্তব্য করলো, "জীবনের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে আমি কয়েকটি আয়াত পাঠ করছিলাম। বেশ খুশি মনেই আমি তেলাওয়াত করছিলাম।"

"হ্যাঁ। আপনি অবশ্যই একজন সুখী শেখ," সায়ীদ বললো। "বদমাশরা কেটে পড়েছে," সে বলে গেলো। "তারপরে আমি কেমন করে থিতু হয়ে বসি ?"

"ওরা ক'জন?"

"তিনজন।"

"পৃথিবীর পক্ষে কি আনন্দের সংবাদ যদি এর বদমাশের সংখ্যা মাত্র তিন হয়।"

"না, অনেক-অনেক বেশি আছে, কিন্তু আমার শত্রুর সংখ্যা মাত্র তিন।"

"তাহলে অবশ্য কেউই 'কেটে পড়েনি'।"

"আপনি জানেন, সারা পৃথিবীর দায়িত্ব আমার নয়।"

"হ্যাঁ, তা জানি। তুমি ইহজগত ও পরজগত-এই দুটোর দায়িত্বই বয়ে বেড়াচ্ছো !" হাল ছেড়ে দিয়ে সায়ীদ মুখ দিয়ে জোরে বাতাস ছাড়লে, শেখ বকে চললোঃ ধৈর্য পবিত্র এবং এর দ্বারাই সবকিছু আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়।"

"কিন্তু অপরাধীরাই সফলকাম হয় নিরীহরা হয় ব্যর্থ," বিষণ্ন মুখে সায়ীদ মন্তব্য করলো।

শেখ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লো। "কর্তৃপক্ষীয় শাসনের আওতায় মানসিক শান্তি অর্জনে আমরা কখন সফলকাম হবো?"

"কর্তৃপক্ষ যখন ন্যায়ানুগ হবে," সায়ীদ বললো।

"কর্তৃপক্ষ সব সময়ই ন্যায়ানুগ।"

সায়ীদ রাগতভাবে মাথা নাড়লো "হ্যাঁ," সে বিড়বিড় করে বললো। "ঠিক আছে, এবার তারা কেটে পড়েছে, গোল্লায় যাক সব।" কোনো কথা না বলে শেখ শুধু একটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুচকি হাসলো। আলোচনার ধারা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে সায়ীদের কথার সুরও পাল্টে গেলো। "দেয়ালের দিকে মুখ করে আমি ঘুমুতে চাই। আপনার কাছে যারা আসবে তারা কেউ আমাকে দেখুক এ আমি চাই না। এখানে আমি আপনার সাথে পালিয়ে থাকতে চাই। আমাকে দয়া করে রক্ষা করুন।"

"আল্লায় বিশ্বাস করার অর্থ নিজের বাসস্থান আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত করা", নরম সুরে বললো।

"আপনি কি আমাকে ত্যাগ করবেন?"

"আল্লাহ্ না-করুন, নিশ্চয়ই না।"

"আপনাকে যে-ক্ষমতা খোদা দিয়েছেন, তা দিয়ে কি তাহলে আমাকে বাঁচাতে পারবেন?"

"চাইলে তুমি নিজেকেই তুমি নিজে বাঁচাতে পারো," শেখের উত্তর এলো।

"ওদেরকে আমি খুন করবো," নিজে-নিজে সায়ীদ বললো এবং জোরে বললো, "বাঁকা কোনো বস্তুর ছায়া কি আপনি সোজা করতে পারেন?"

"ছায়া নিয়ে আমি কারবার করি না," আস্তে করে শেখ উত্তর করলো।

ঘরে নীরবতা নেমে এলো এবং খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আরো উজ্জ্বলতর আলো ঢুকে সিলিং-এ পড়লো। গুনগুন করে শেখ একটি মরমী গানের কলি ভাঁজতে লাগলো। "দুনিয়ার সব সৌন্দর্যই তোমার থেকে আসে।"

হ্যাঁ, সায়ীদ মনে-মনে নিজেকে বললো, বলার মতো উপযুক্ত সব সময়ই শেখ কিছু-না-কিছু পেয়ে যায়।

আপনি নিজে মূর্তিমান নিরাপত্তা হলেও, হুজুর, আপনার এই বাড়িটি কিন্তু মোটেও নিরাপদ নয়। যে কোনো কিছুর বিনিময়েই হোক, এখান থেকে আমাকে সরে পড়তেই হবে। আর তোমার ব্যাপারে, নূর, এইটুকুই আশা করবো যে, বিচার অথবা দয়া কোনোটা যদি না-ও-পাও অন্তত ভাগ্য যেন তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়। কিন্তু উর্দিটির কথা কেমন করে আমি ভুলে গেলাম? সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য সুন্দর একটা মোড়কে বেঁধে রেখেছিলাম। শেষ মুহূর্তে এই ভুলটা কেমন করে হলো? আমার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। সবই এই নিদ্রাহীনতা, একাকিত্ব, অন্ধকার আর উদ্বেগের ফল। উর্দিটি তো ওদের হাতে পড়বে। এটাই তোমাকে পাওয়ার প্রথম সূত্র যোগাবে ঃ প্রশিক্ষণ পাওয়া কুকুরকে এই উর্দির ঘ্রাণ শুঁকিয়ে, তারপর চতুর্দিকে একেবারে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমার খোঁজে তা নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়বে। চারদিকে গন্ধ শুঁকে-শুঁকে কুকুর খোঁজ করবে তোমাকে, তাতে খবর-কাগজের কাছে প্রবল আকর্ষণীয় নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

হঠাৎ শেখ আবার বিমর্ষ স্বরে কথা বলে উঠলো ঃ "আমি তোমাকে বলেছি আকাশের দিকে মুখ তুলতে, আর তুমি ওখানে বসে ঘোষণা করছো যে, তুমি মুখ

www.BanglaBook.org

ফেরাবে দেয়ালের দিকে।"

"কিন্তু বদমাশদের সম্পর্কে কি বলেছি তা কি আপনার মনে নেই?"

দুঃখিত চোখে তার দিকে চেয়ে সায়ীদ জানতে চাইলো।

"যদি তুমি ভুলে যাও, তাহলে তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো।"

মনে যন্ত্রণা অনুভব করে সায়ীদ আবার চোখ নামালো এবং হতাশা যখন আরও আঁকড়ে ধরলো তাকে তখন ভাবতে লাগলো যে, কেমন করে সে উর্দিটির কথা ভুলে গিয়েছিলো।

যেন অন্য কাউকে সম্বোধন করে বলছে, এমনি করে শেখ হঠাৎ আবার বলে উঠলো, "তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ 'তুমি কি এমন কোনো যাদুমন্ত্র জানো যা আমরা উচ্চারণ করলে, কিংবা এমন কোনো মলম যা ব্যবহার করলে, আল্লাহর হুকুম রদ করা যাবে ?" এবং সে উত্তর করলো ঃ একমাত্র খোদার হুকুমই তা হতে পারে!"

"আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন?" সায়ীদ বললো।

"তোমার বাবা এমন একজন ছিলো যে আমার কথা বুঝতে কখনও ব্যর্থ হতো না," দুঃখের নিঃশ্বাস ছেড়ে বুড়ো উত্তর করলো।

"আচ্ছা," খানিকটা ঝাঁঝ মিশিয়ে সায়ীদ বললো, "আপনার বাড়িতে যথেষ্ট খাবার পাইনি এটা যেমন অনুতাপের বিষয়, তেমনি ভুলে উর্দিটা ফেলে এসেছি সেটা তেমনি দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আমার মনও আপনাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় এবং আমি দেয়ালের দিকে মুখ করেই শোব। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত যে, আমি সঠিক কাজই করছি।"

বিষন্ন হেসে শেখ বললো, "আমার গুরু বলেছেনঃ 'প্রত্যেক রোজ এই ভয়ে আমি অনেকবার আয়নার দিকে তাকাই যে, আমার মুখমণ্ডল কালো হয়ে গিয়ে থাকতে পারে'।"

"আপনি?"

"না, আমার ওস্তাদ স্বয়ং।"

"কেমন করে," ঘৃণার স্বরে সায়ীদ বলে উঠলো, "বদমাশেরা ঘন্টায় ঘন্টায় আয়নায় নিজের চেহারা দেখে?"

মাথা নুইয়ে শেখ আবৃত্তি করতে লাগলে। "সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্য তোমার থেকেই উৎপত্তি হয়।"

চোখ বন্ধ করে, সায়ীদ নিজেকে নিজে বললো, "আমি সত্যি ক্লান্ত, কিন্তু উর্দিটি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমি মনে শান্তি পাবো না।"

আঠারো

ক্লান্তি অবশেষে তার ইচ্ছাশক্তির ওপর বিজয় ঘোষণা করলো। উর্দি ফেরৎ আনার দৃঢ় ইচ্ছা ভুলে গিয়ে সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো এবং সজাগ হলো ফের দুপুরের একটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে। সন্ধ্যা নামার আগে কোথাও নড়া যাবে না এটা সে জানতো। তাই দিনের বাকি অংশটুকু বসে বসে পলায়নের পরিকল্পনা আঁটতে লাগলো। সে অবশ্য জানতো যে, টারজানের রেস্তোরাঁর আশপাশ এলাকায় পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিতে একটুটিলা না দিলে তেমন ঝুঁকিপূর্ণ কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। কারণ, টারজানই সমস্ত পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু।

রাত দুপুর পেরোবার পর এক সময় সে শারীয়া নাজমদ্দীনে প্রবেশ করলো। ফ্লাটের একটি জানালা থেকে আলো দেখা যাচ্ছিলো। অবাক বিস্ময়ে ঐ দিকে হাঁ করে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। যা তার চোখে পড়লো অবশেষে তা যখন বিশ্বাস হলো, তখন তার হৃৎপিন্ডের হাতুড়ির ঘা-পড়ার মতো এতো শব্দ হতে লাগলো যে, মনে হলো, সে বধির হয়ে যাবে; উচ্ছল আনন্দের এক বিশাল ঢেউ তাকে মগ্ন করে দিয়ে তাকে দুঃস্বপ্নের এক জগত থেকে টেনে বের করে আনলো। নূর ফ্লাটের মধ্যে আছে! কোথায় ছিলো ও? কেনো ও বাইরে ছিলো? যাক, অন্ততপক্ষে ফিরেতো এসেছে। যে নরক যন্ত্রণায় সে নিজে ভুগেছে সায়ীদের কথা চিন্তা করে করে সেও এখন সেই নরক-যন্ত্রণাই ভোগ করছে। যে সহজাত বুদ্ধি তাকে কোনোদিন প্রতারণা করেনি তারই জোরে সে বুঝলো যে, নূর ফিরে এসেছে, এবং দুঃসহ সদাপলায়মানতা কিছুক্ষণের জন্য, এমনকি চিরতরে, দূর হয়ে যেতে পারে। দুহাতে শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরে, তার চিরন্তর ভালোবাসা উজাড় করে দেবে সে।

আনন্দে উন্মাদ ও সফলতার নিশ্চয়তা নিয়ে সে হামাগুড়ি দিয়ে দালানটির কাছে গিয়ে বিজয়ের পর বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে-দেখতে সে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলো। কী যে সে করতে পারে তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। এখান থেকে চলে গিয়ে স্থির হয়ে অনেকদিন বসবাস করার পর বদমাশগুলোর সাথে বোঝাপড়া করার জন্য আবার আসবে।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে দরজার কাছে এসে উপস্থিত হলো।

তোমাকে আমি ভালোবাসি, নূর। আমাকে তুমি যা ভালোবেসেছো, আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে আমি তার চেয়ে দ্বিগুণ ভালোবাসি। আমার সমস্ত দুঃখ, বদমাশদের সকল বিশ্বাসঘাতকতা এবং আমার মেয়ের সব বিপদাশংকা আমি তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়েরাখবো।

দরোজার ওপর সে আঘাত করলো।

দরোজা খুলে শুধু গেঞ্জি জাঙ্গিয়া পরা যে লোকটি অবাক চোখে তার দিকে তাকালো, তাকে সে আগে কোনোদিন দেখেনি। লোকটি বললো, "হ্যাঁ, বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?'

ছোটো খাটো লোকটির কৌতূহলী দৃষ্টি অল্প সময়ের মধ্যেই বিভ্রান্তি ও বিপদ সংকেতে রূপান্তরিত হলো। লোকটি তাকে সনাক্ত করতে পেরেছে বুঝে সায়ীদ বোবা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গেলো। মুহূর্তমধ্যে অবশ্য তার মুখে ও তলপেটে দুই জোরালো ঘুষি বসিয়ে দিয়ে তাকে নীরব করে দিলো সায়ীদ। নিথর দেহটিকে দোরগোড়ায় শুইয়ে দিতে দিতে সায়ীদ একবার ভাবলো যে ভিতরে ঢুকে সে তার উর্দিটি খুঁজবে, কিন্তু বাড়িটি যে খালি এ সম্পর্কে সে নিশ্চিত হতে পারলো না। এর পরপরই ভিতর থেকে একটি নারী কণ্ঠে সে বলে উঠতে শুনলো, "কে এসেছে গো দরজায়?

কোনো আশা নেই। উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে শুরু করে রাস্তায় এসে পড়লো, তারপর শারীয়া মাসানি ধরে জবল সড়কে পৌঁছে সেখানে বেশ কিছু সন্দেহভাজন লোকজন ঘোরাফেরা করছে দেখতে পেলো। একটি দেয়ালের গায়ে সে একদম সেঁটে গেলো। তারপর ভালো করে দেখে–দেখে রাস্তা যখন একেবারেই জনশূন্য হয়ে গেলো বুঝতে পারলো তখন সে হাঁটা পুনরায় শুরু করলো। ফজরের সামান্য আগে আবার সে শেখের বাড়িতে এসে আস্তে করে ঢুকে গেলো। নিদ্রাবিহীন তার নির্দিষ্ট কোনটিতে বসে বুড়ো ফজরের আজানের অপেক্ষা করছিলো। বাইরের জামা জোব্বা খুলে, দেয়ালের দিকে মুখ করে সায়ীদ সতরঞ্চির ওপর সটান শুয়ে পড়লো, যদিও ঘুমিয়ে পড়ার আশা তখন খুবই কম ছিলো।

"ঘুমিয়ে পড়ো কারণ তোমার মতো মানুষের জন্য ঘুমই এখন নামাজের সামিল," শেখ বললো।

সায়ীদ কোনো উত্তর করলো না। শেখ তখনি আল্লাহ বলে উঠলো।

ফজরের আজান ও নামাজের সময়ও সায়ীদ সজাগই থাকলো। এবং তারপর দুধঅলা এসে আবার চলে গেছে তাও টের পেলো। একটি দুঃস্বপ্ন দেখে চোখ খুলে ঘরময় কুয়াশার মতো ম্লান আলো দেখে সে বুঝতে পারলো যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মিটমিট করা প্রদীপের দিকে চেয়ে–চেয়ে তার মনে হলো যে, প্রায় ঘন্টাখানেক সে ঘুমিয়ে নিয়েছে। মাথা ঘুরিয়ে শেখের বিছানার দিকে চেয়ে দেখতে পেলো, তা খালি পড়ে আছে, তারপর তার বইয়ের স্তূপের কাছে দেখলো রান্না করা মাংস, ডুমুর ও পানির একটি জগ রাখা আছে। খাবার কখন আনিয়েছে এই কথা ভাবতে ভাবতে বুড়োকে সে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো।

কক্ষের বাইরে থেকে আসা কথার শব্দ তাকে অবাক করে দিলো। চার হাত–পায়ের ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিতে–দিতে আংশিক খোলা দরজার কাছে গিয়ে ফাঁকা দিয়ে উঁকি মেরে নামাজ পড়তে আসা একদল লোককে সতরঞ্চির ওপর বসে থাকা দেখতে পেলো। বাইরের দরজার ওপর একজন কাজের লোক তখন বড়ো একটি কেরোসিনের বাতি ধরাতে ব্যস্ত ছিলো। হঠাৎই তার মনে হলো এখন সূর্যাস্তের সময়, তার মনে করা উষাকাল নয়। কিছু অনুধাবন না করেই এক অত্যন্ত গভীর ঘুম ঘুমিয়েছে সে সারাদিন।

খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত আর কোনো চিন্তা না করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। পেট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুড়ে খাবার দাবার খেয়ে বাইরে বেরুবার কাপড় চোপড় পরে, তার বইয়ের স্তূপের সঙ্গে হেলান দিয়ে সতরঞ্চির ওপর বসে সোজা সামনে পা ছড়িয়ে দিয়ে সে বসে পড়লো। তার ভুলে যাওয়া উর্দি, যে লোকটি তাকে ফ্লাটের দরোজা খুলে দিয়েছিলো, সানা, নূর, রউফ, নবাইয়া ও ইলীষ, গুপ্তচর, টারজান এবং চতুর্দিকের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরোতে যে গাড়িটি তাকে ব্যবহার করতে হবে– এই সমস্ত কিছুর চিন্তা অবিলম্বে একের পর এক এসে তার মাথায় ভিড় করতে লাগলো। উত্তেজনায় মন তার উথাল পাথাল করতে লাগলো। স্পষ্টতই আর ধৈর্য কিংবা ইতস্ততা তার কোনো উপকারে আসবে না। যে–বিপদই আসুক না কেনো, মরুভূমির ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে হলেও আজ রাতে টারজানের সঙ্গে তার দেখা করতেই হবে। পুলিশ কাল সর্বত্র ব্যস্ত হয়ে পড়বে, আর বদমাশের দল ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাবে।

বাইরে কেউ একজনকে হাতে চাপড় মারতে শুনলো সে। হঠাৎ লোকজনের কথা বলা বন্ধ হয়ে গেলো এবং আর কোনো শব্দ শোনা গেলো না। শেখ আলী আন–জুনায়েদী তিনবার 'আল্লাহ' বলে উঠলে বাকি সবাই তার পুনরুক্তি করলো। এর স্তরের মিষ্টতা তার আগের দেখা মরমী সাধকদের নাচের কথা মনে পড়িয়ে দিলো। "আল্লাহ.. আল্লাহ্ ..আল্লাহ্"। গান ও যিকিরের শব্দ ধাবমান ট্রেনের মতো অবিচ্ছিন্নভাবে চললো বেশ অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে–আস্তে ছন্দের গতি কমিয়ে, ইতস্তত করে জোর কমিয়ে কমিয়ে একসময় তা চুপ হয়ে গেলো। তখন একটি সুন্দর গলায় কে একজন সুস্পষ্ট সুরে গেয়ে উঠলোঃ

"বৃথা সময় গেলো আমার
কিছুই হলো না করা।
তোমার দেখা পাবার আশায়
বসে থাকি আমি,
কিন্তু জীবন যখন দুদিনেই শেষ
শান্তির তখন আশা কোথায়।
দুদিনের একদিন বিরক্তির,
আর অন্যদিন বিরহের।"

গানের আবেশমুগ্ধ অন্য লোকদের নিঃশ্বাসের গুঞ্জরণ ধ্বনি সায়ীদের কানে এলো চতুর্দিক থেকে, তারপর অন্য একটি কণ্ঠ আর একটি সুর ধরলোঃ

"আমাকে এতোটা ভালোবেসো যেন নিত্য আবেশমুগ্ধ হয়ে যাই আমিঃ
সামনে শুধু উন্মাদনা, আর পেছনে পড়ে থাকবে অদৃষ্ট।"

এই গানটির পর আরো আবেশমুগ্ধ নিঃশ্বাস, আরো গান চলতে লাগলো। আবার কেউ একজন একবার হাততালি দিলে সবাই সমস্বরে আল্লাহ্‌র নাম জপতে শুরু করলো।

শুনতে শুনতে সায়ীদের মন এ বিষয় থেকে সে বিষয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিকেল ওদিকে শেষ হয়ে এলো। শরৎ মেঘের মতো হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে স্মৃতি আসতে আরম্ভ করলো। মনে পড়লো, তার বাবা আম্‌ম্‌ মাহরান কেমন করে অন্যদের সাথে মাথা দোলাতে–দোলাতে যিকির করতো, আর তখন অনেক ছোটো সে কেমন করে খেজুরগাছের কাছে বসে অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে সেদিকে তাকিয়ে থাকতো। তার চোখের সামনে তখন ছায়ার মধ্য দিয়ে যেন অমর আত্মারা বেরিয়ে আসতো। তারা সর্বশক্তিমান দয়ালু আল্লাহর রহমতে ঘুরে বেড়াতো। একদা আশার স্মৃতি বিস্মৃতির ধুলা ঝেড়ে ফেলে আবার জীবন্ত হয়ে ঝকঝক করে উঠলোঃ মাঠের শেষে সেই নির্জন খেজুরগাছের তলায় ফিসফিসিয়ে বলা মধুর শব্দাবলি খুব ভোরের সজীবতায় নতুন প্রাণ পেলো; ছোট্টো সানা আবার তার কোলে বসে আধো–আধো কথা অনর্গল বলে গেলো। তারপর দোজখের গহ্বর থেকে আগুনের মতো বাতাস ভয়ঙ্কর রূপে বেরিয়ে এসে তার ওপর একের পর এক চরম আঘাত হানলো।

পটভূমিতে তখন শুরু হয়ে যাওয়া জামাতের ইমামের সুরা পড়ার শব্দ ও অন্য নামাজীদের আমিন, আমিন শব্দ তার কানে ভেসে আসছিলো। তার জীবন যখন ব্যর্থতায় নিঃশেষ হয়ে গেছে, অসফলতাই যখন তার চারদিকে এবং অদৃষ্ট যখন তার পেছনে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তখন শান্তি আর কখন আসবে? কিন্তু পকেটে প্রস্তুত হয়ে থাকা তার সেই রিভলবার, সে তবু একটা কিছু। প্রতারণা ও দুর্নীতির ওপর এখনো তার পক্ষে বিজয়ী হওয়া সম্ভব। প্রথমবারের মতো চোরই সারমেয়দের তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ তখন বাইরে জানালার নিচে একটি কণ্ঠের প্রচন্ড গর্জন ও কথোপকথন শুনতে পেলো।

"যেন একটা জঞ্জাল! কি ব্যাপার, সমস্ত বাড়িটিই একেবারে নিষ্প্রদীপ !"

"যুদ্ধকালীন সময়ের চেয়েও তো খারাপ মনে হয় !"

"সেই সায়ীদ মাহরান...!"

বিদ্যুতস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠে এমন জোরে সে রিভলবারটি মুঠোয় ধরলো যে তার সমস্ত মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠলো। চতুর্দিকে সে সতর্কদৃষ্টি বোলাতে লাগলো। সমস্ত এলাকাটিই মানুষে গিজগিজ করছিলো। এবং তার মধ্যে নিঃসন্দেহে আগ্রহী গোয়েন্দাও ছিলো।

ঘটনার আবর্ত আমাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবে তা হতে দেবো না। এখন তারা নিশ্চয়ই উর্দিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে এবং কুকুর থাকবে অবশ্য। এবং এখন আমি এখানে বসে আছি, চতুর্দিক থেকে যেন অনাবৃত। মরুভূমির মাঝের রাস্তা নিরাপদ নয়, কিন্তু 'মরণ উপত্যকা'ই মাত্র কয়েক পা দূরে। সেখানে বসে তাদের সাথে আমরণ যুদ্ধ করে যেতে পারি আমি।

উঠে দাঁড়িয়ে সে দৃঢ় পায়ে দরোজার দিকে এগিয়ে গেলো। অন্য সবাই তখনও

www.BanglaBook.org

মাথা দুলিয়ে মোনাজাত করতে ব্যস্ত; বাইরের দরোজায় যাওয়ার রাস্তা পরিস্কার। গুটি-গুটি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে, ধীর স্থির পায়ে গোরস্থানে যাবার রাস্তা ধরে সে হাঁটতে আরম্ভ করলো। রাত তখন অনেক, কিন্তু আকাশে চাঁদ না থাকায় গভীর এক আঁধার যেন তার চলার পথে কালো এক দেয়াল তুলে দিয়েছে। গোরস্থানের অজস্র কবররাজির মধ্যে ঢুকে সে যেন কোনো অন্ধকার পরিত্যক্ত জগতে প্রবেশ করলো; পথ বাতলাবার কেউ বা কিছু না থাকায় হোঁচট খেয়ে খেয়ে সে চলতে লাগলো, কিন্তু সে বুঝতে পারছিলো না যে, সে সামনে এগুচ্ছে না পিছনে পিছাচ্ছে। আশার কোনো শিখা যদিও তার মধ্যে ঝিলিক মারছিলো না তবুও এক অবিশ্বাস্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর মনে হচ্ছিলো নিজেকে। উষ্ণ বাতাস যে সুউচ্চ শব্দ বয়ে তার কানে পৌঁছে দিচ্ছিলো তাতে তার মনে কোনো কবরের মধ্যে আত্মগোপন করার ইচ্ছা জাগলো, কিন্তু সে জানতো তার পক্ষে থামা সম্ভব নয়। পুলিশের কুকুরগুলোকে তার প্রচন্ড ভয়, কিন্তু কিছুই তার করার ছিলো না। থামার মতো কোনো কিছুই তার ক্ষমতার মধ্যে ছিলো না।

কয়েক মিনিট পর একটা পরিচিত দৃশ্যের সামনের শেষ কবরের সারির মধ্যে সে এসে পৌঁছালোঃ শারীয়া নাজমদ্দীনের সাথে সংযোগকারী গোরস্থানে প্রবেশের উত্তরদিকের পথ। দেখেই সে জায়গাটা চিনতে পারলো এবং এখানে যে একটিমাত্র দালান সেটাতেই নূরের ফ্লাট। সেই জানালাটি সে ঠিক পেলো। এখনও সেটি খোলা ছিলো এবং তা দিয়ে বাইরে আলো ঠিকরে পড়ছিলো। ঐ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জানালার মধ্য দিয়ে ভিতরে একটি মহিলাকে দেখতে পেলো সে। তার মুখের মাথার পুরো চেহারা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো, কিন্তু মাথার আকৃতি দেখে তার নূরের কথা মনে পড়লো। এই চিন্তায়ই তার হৃৎপিন্ডে হাতুড়ির পিটান পড়তে শুরু করলো। নূর কি তাহলে ফিরে এসেছে? অথবা আবেগ যেমন অতীতে তাকে প্রবঞ্চিত করেছে, তার দৃষ্টিও কি তাকে এখন সে রকম প্রবঞ্চিত করছে? সে যে সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত হয়েছে সেই ঘটনাই বলে দিচ্ছে যে, শেষ ঘনিয়ে আসছে। ঐ যদি নূরই হয়, সে নিজেনিজে বললো এবং তার নিজের সময় যদি সত্যিই ঘনিয়ে এসে থাকে, তাহলে সে নূরের কাছে শুধু এইটুকুই চাইবে যে, সে যেন সাজার দায়িত্বটা নেয়। বিপদ উপেক্ষা করে সে চিৎকার করে উঠতে চাইলো, সে কি চায় তা নূরকে বলতে চাইলো, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোবার আগেই সে দূরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পেলো এবং নিঃশব্দ নীরবতার মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের বিস্ফোরক শব্দের মতো ঘেউ-ঘেউ শব্দ একটানা চলতেই লাগলো।

সন্ত্রস্ত হয়ে সায়ীদ দৌড়ে পেছনে সরে গেলো এবং ঘেউ-ঘেউ শব্দ যতো উচ্চতর হতে লাগলো সে ও ততো কবরের সারির মধ্যে সেধিয়ে যেতে লাগলো। একটা কবরের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বন্দুকটি তৈরি করে সে নিরাশ দৃষ্টি মেলে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকলো। হ্যাঁ, এই তো! প্রশিক্ষণ পাওয়া পুলিশী কুকুর ধাওয়া করে আসছে এবং আর কোনো আশাই অবশিষ্ট নেই। সাময়িক কালের জন্য হলেও, বদমাশেরা এখন নিরাপদ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই বলে তার জীবন সর্বশেষ উচ্চারণ করলো যে, এর সবটুকুই ব্যর্থ হয়েছে।

কুকুরের ঘেউ–ঘেউ শব্দ ঠিক কোনদিক থেকে আসছিলো তা বোঝা যাচ্ছিলো না; চারদিক থেকেই বাতাসে ভেসে আসছিলো ঐ শব্দ। এই অন্ধকার থেকে দৌড়ে পালিয়ে আরেক অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়া অতএব পালাবার চিন্তা বৃথা। বদমাশেরা এবারের মতো বেঁচেই গেলো, তার জীবন এখন প্রমাণিত ব্যর্থতা। কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর মানুষের গন্ডগোল এখন অনেক কাছ থেকে শোনা যাচ্ছিলো এবং শিগগিরই, সায়ীদ বুঝতে পারলো, যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে সে এতোদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো তার নিঃশ্বাস তার মুখের ওপর পড়তে শুরু করবে। কুকুরের ডাক আরও নিকটতর ও স্পষ্টতর হতে থাকলে সে রিভলবার উঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এবং হঠাৎ চোখ ধাঁধানো আলোয় সমস্ত এলাকা দিনের মতো পরিস্কার হয়ে গেলো। চোখ বন্ধ করে কবরের এক কোণে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইলো।

"আত্মসমর্পণ করো," এক বিজয়ী কণ্ঠ ডাক দিয়ে ঘোষণা করলো।

"বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই।"

তার চতুর্দিক ঘিরে পায়ের আঘাতে মাটি কাঁপছিলো এবং সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

"আত্মসমর্পণ করো, সায়ীদ," কণ্ঠস্বরটি দৃঢ়তার সাথে বললো।

কবরটির সাথে একেবারে যেন লেপ্টে গিয়ে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে চতুর্দিকে নজর রাখতে লাগলো।

"পরাজয় স্বীকার করো," আত্মবিশ্বাসী, আশ্বাসপূর্ণ ও শ্রদ্ধাশীল একটি কণ্ঠের সজোর আহ্বান শোনা গেলো, "তাহলে কথা দিচ্ছি তোমার সাথে মানবিকতাপূর্ণ ব্যবহার করা হবে।"

নিঃসন্দেহে রউফ, নবাইয়া, ইলীষ এবং কুকুরগুলোর মতো মানবিকতাপূর্ণ।

"তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সমস্ত গোরস্তানই ঘিরে ফেলা হয়েছে। সুস্থ মাথায় চিন্তা করে দেখ, সায়ীদ। এখনও আত্মসমর্পণ করো।"

অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো এই অসংখ্য কবরের মধ্যে তারা তাকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছে না এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, সায়ীদ কোনো রকম নড়াচড়া না করে ঘাপটি মেরে রইলো। মরণকে বরণ করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

"বাধা দেওয়া নিরর্থক তা কি তুমি বুঝতে পারছো না?" প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বরটি আবার ডাক ছাড়লো।

শব্দটি পূর্বের চেয়ে আরও কাছে হওয়াতে সায়ীদ চিৎকার করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলো, "আরো কাছে আসছো কি গুলি করবো!"

"ঠিক আছে তুমি কি করতে চাও? মৃত্যু এবং বিচারের মুখোমুখি হওয়া এই দুটোর মধ্যে তোমার পছন্দেরটি তুমি বেছে নাও।"

www.BanglaBook.org

"বিচার বটে!" ঘৃণায় সায়ীদ চিৎকার করে উঠলো।

"অত্যন্ত অনমনীয় হচ্ছো তুমি। আর মাত্র এক মিনিট সময় দেয়া হলো তোমাকে।"

তার ভীতিবিহ্বল চোখ এখন আঁধারের মধ্যে মৃত্যুভূতের পদচারণা দেখতে পেলো। নিরাশ, শংকিত হয়ে সানা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

অতি নিকটে চুপিচুপি চলাফেরার শব্দ পেয়ে, প্রচন্ড রেগে, সে গুলি ছুঁড়লো।

চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির ঝাঁকের মতো গুলি বর্ষিত হলো, তাদের শব্দ তার কান ঝালাপালা করে দিলো, চারদিকের কবরের ওপর দিয়ে টুকরা টুকরা পাথর, সিমেন্ট উড়ে যেতে লাগলো এদিক ওদিক। বিপদ আপদ সব কিছু ভুলে গিয়ে সে আবার গুলি চালালো এবং উত্তরে আর এক ঝাঁক গুলি বর্ষিত হলো তার চারপাশে। "হারামজাদা, কুত্তার দল!" প্রচন্ড রাগে উন্মত্ত প্রায় হয়ে সে গালি দিলো এবং চারদিক থেকে আরও ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি উড়ে এলো।

আকস্মিকভাবে চোখ ধাঁধানো আলো নিভে গেলো এবং গুলিও থেমে গেলো; অন্ধকারের মধ্যে আবার নীরবতা নেমে এলো। সেও আর গুলি করছিলো না। নীরবতা আস্তে-আস্তে একটু একটু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কিছু সময় পরে মনে হলো যেন সমস্ত পৃথিবী এক অদ্ভুত হতচেতন অবস্থায় আক্রান্ত। সে ভাবলো....? কিন্তু প্রশ্ন এবং এমনকি তার বিষয়বস্তুও কোনো চিহ্ন না রেখে, যেন দ্রবীভূত হয়ে গেলো। সম্ভবত, সায়ীদ ভাবলো, তারা পিছু হটে গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। তাহলে, সেই তো জয়লাভ করেছে।

এখন আরও ঘন হয়ে আঁধার নামলো এবং সে কিছুই এমনকি কবরের কোনো ছায়াও, আর দেখতে পাচ্ছিলো না। কিছুই যেন আর মুখ দেখাতে চাচ্ছিলো না। অবস্থা, অবস্থান ও উদ্দেশ্য-কোনো কিছুই না বুঝে সে এক সীমাহীন গভীরতায় ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগলো। যা-হোক-কিছু একটার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যতোটা জোরে সম্ভব ততোটা জোরেই সে চেষ্টা করে যেতে লাগলো। শেষবারের মতো একবার বাধা দেয়ার জন্য। পলায়মান স্মৃতির একটি শেষ সুতো ধরার জন্য। কিন্তু শেষাবধি, পরাজয় যেহেতু স্বীকার করতেই হচ্ছে তাই কোনো কিছুর পরোয়া না-করে সে আত্মসমর্পণ করলো। কোনো কিছুরই আর পরোয়া করে না সে এখন।

□□□

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG